বুলেটিন

২০২২ ▪ ২য় সংখ্যা

- **জুলুম, নির্যাতন সত্ত্বেও আপোষহীনভাবে কল্যাণমুখি কাজের ধারা অব্যাহত থাকবে**
  ডা. শফিকুর রহমান
- **পবিত্র মেরাজের ১৪ দফা নির্দেশনা কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করবে**
  অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
- **এক দফা আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে**
  ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের
- **নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই**
  নূরুল ইসলাম বুলবুল
- **বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতায় মানুষ দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে**
  মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া
- **আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে অবস্থান মূলত ইসলাম ও দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান**
  ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

সম্পাদনা পরিষদ

বুলেটিন
২০২২ (২য় সংখ্যা)
প্রকাশকাল : জুন ২০২২

উপদেষ্টা মণ্ডলী
নূরুল ইসলাম বুলবুল
মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া
আব্দুস সবুর ফকির

প্রধান সম্পাদক
ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

সম্পাদক
অ্যাডভোকেট ড. মো. হেলাল উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাঃ আশরাফুল আলম ইমন

বর্ণবিন্যাস
সাইফুল ইসলাম মিঠু

প্রকাশনায়
প্রচার ও মিডিয়া বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ।

যোগাযোগ
press.jdcs@gmail.com
www.jamaatdhakacitysouth.org

সম্পাদকীয়

বুলেটিনের চলতি বছরের দ্বিতীয় সংখ্যাটি আপনাদের হাতে তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা ২০২২ ইংরেজি সনের মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের ঘটনা প্রবাহ নিয়েই মূলত: এবারের সংখ্যাটি সাজিয়েছি।

২৬ মার্চ আমরা আড়ম্বরপূর্ণভাবে মহান স্বাধীনতার ৫১তম বার্ষিকী উদযাপন করেছি। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস মাহে রমযান সিয়াম সাধনার পর উদযাপন করেছি ঈদুল ফিতর। এপ্রিলে বাংলা নববর্ষ, ১ লা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালনসহ রাজনৈতিক নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে আমরা এই ৩টি মাস অতিক্রম করেছি। সরকার রমযানের পূর্বে মদ পানের লাইসেন্স দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, তেল গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদসহ জনগণের দু:খ কষ্টে পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। এই ৩ মাসে আমাদের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমসহ, নানা সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

২৬ মার্চ ছিল দেশের ৫১তম মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে বিশ্বের মানচিত্রে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, যার নাম বাংলাদেশ। স্বাধীনতার এতো বছর পর জনগণ আসল স্বাধীনতা পায়নি। স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পরও এখন বলা হয়, স্বাধীনতা তুমি কার? দেশের মানুষ আজ অনিরাপদ। খুন, গুমের আঙ্কে সমাজকে গ্রাস করে নিয়েছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। কথা বলার স্বাধীনতা নেই। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার নেই। মানুষের ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা নেই। আমরা একটা পতাকা পেয়েছি। কিন্তু সেই পতাকার সীমানা আজও অরক্ষিত। হাজারো ফেলানীর আর্তনাদ আমরা শুনতে পাই। দু'দিন পরপর আমাদের আশ্বস্ত করা হয়, কিন্তু সীমান্তে গুলী বন্ধ হয় না কখনো।

গত দু'টি বছর করোনার কারণে ঈদ আনন্দ ছিল অনেকটা ঘরমুখী কিন্তু এবারের ঈদ আনন্দ ছিল ক্ষানিকটা ভিন্ন। ঈদ শুধু আনন্দ-বিনোদনের বিষয় নয়, ঈদের সাথে জড়িয়ে আছে পবিত্র চেতনা ও দায়িত্ববোধ। ঈদ তো আসলে তাদের জন্যই, যারা পবিত্র কুরআনের বার্তা উপলব্ধি করে রাসূল (সা)-এর সুন্নাহ মোতাবেক মাহে-রমযানের সিয়াম পালনে সফল হয়েছেন। দীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনার পর যখন আকাশে শাওয়ালের চাঁদ ওঠে তখন মুসলিম সমাজে আনন্দের ধারা বয়ে যায়। কিন্তু ঈদের পরে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে যখন অনাকাঙ্খিত এবং অনৈতিক ঘটনা লক্ষ্য করা যায়, তখন প্রশ্ন জাগে, আমরা সিয়াম ও ঈদের বার্তা গ্রহণে কতটা সক্ষম হয়েছি? পবিত্র রমযান মাসে আমরা যাকাত ও ফিতরা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনের যে শিক্ষা পায়, তা গোটাবছর অব্যাহত থাকে না কেন? রমযানের রোজা তো আমাদের সংযম জবাবদিহীতা ও মানবিক বোধের উন্মেষ ঘটিয়ে দরদী-সমাজ গঠনের চেতনা জাগ্রত করে। সে চেতনা রমযান ও ঈদের পরে অব্যাহত রাখতে পারছি না কেন? এমন আত্মসমালোচনা আমাদের জন্য জরুরি হয়ে উঠেছে। আমরা যদি আসলেই সিয়াম ও ঈদের বার্তাকে ধারণ করার মত যোগ্যতা অর্জন করে থাকি, তাহলে ঈদ পরবর্তী সময়ে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও তার ইতিবাচক প্রভাব আশা করতে পারি।

রমযানের পূর্বে মদের লাইসেন্স অবারিত করে দেওয়া হয়েছে। ২১ বছরের বেশি হলে মদ পান করতে পারবে বলে বিধিমালা জারি করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নতুন জারি করা অ্যালকোহল নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা-২০২২ মহল্লায় মহল্লায় মদ পানের লাইসেন্স দেওয়ার সুযোগ দেওয়া আছে। ২১ বছরের ঊর্ধ্বে যে কেউ লাইসেন্স নিয়ে মদ পান করতে পারবে। শুধু তাই নয় এর রকম ১০০ জন ব্যক্তি থাকলে সেই এলাকায় মদ বিক্রি করার লাইসেন্স দেওয়া হবে। সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানের এই দেশে মদের এই উন্মুক্ত লাইসেন্স দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার ঘটনায় সারাদেশের মানুষ ধিক্কার জানিয়েছে। আমরাও রাজপথে এর কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছি।

রাজনৈতিক দমন-নির্যাতনের পাশাপাশি গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানির সংকট মানুষের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দমন-নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ড সমর্থ্যনযোগ্য হতে পারে না। এজন্যই বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্নসংস্থা সরকারের সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাদের বিভিন্ন রিপোর্টে বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানানো হচ্ছে। আমরা গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যা বন্ধের এবং মানুষকে নিশ্চিন্তে জীবন যাপনের অধিকার দেওয়ার আহ্বান জানাই।

বুলেটিনের সকল পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীর প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনাদের সহযোগিতা, সুচিন্তিত পরামর্শ আমাদেরকে আরো সমৃদ্ধ করছে, আমাদের পথচলাকে আরো সহজ করে দিয়েছে। সবসময়ে এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে আমরা আশা করছি। ■

অ্যাডভোকেট ড. মো. হেলাল উদ্দিন

রাজধানীর কাপ্তান বাজারে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা

জুলুম, নির্যাতন সত্ত্বেও আপোষহীনভাবে কল্যাণমুখি কাজের ধারা অব্যাহত থাকবে

ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান বলেছেন, গত ১২ বছর জামায়াতে ইসলামীর উপর রাষ্ট্রীয় জুলুম চলছে। আমাদের কার্যক্রমকে জোর করে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এ নির্যাতনের উদ্দেশ্য একটাই, আমাদের কাজকে থামিয়ে দেওয়া। তিনি বলেন, আমরা কোনো মানুষের কাছে অঙ্গিকারাবদ্ধ না। আমাদের ওয়াদা আল্লাহ তায়ালার কাছে। আমরা আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখি। কোনো মানুষের উপর ভরসা করে কোনো কাজ করি না। তিনি উল্লেখ করেন, জুলুম, নির্যাতন যত যাই হোক, জামায়াতের কল্যাণমুখি কাজের ধারা আপোষহীনভাবে চলবে ইনশাআল্লাহ।

২০ মার্চ ২০২২ রবিবার জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে রাজধানীর একটি মিলনায়তনে কাপ্তান বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারি সেক্রেটারি মুহা. দেলাওয়ার হোসেইন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েরেব আমীর আব্দুস সবুর ফকির, কামাল হোসাইন, ওয়ারী পশ্চিম থানা আমীর কামরুল আহসান হাসান। উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য হাফিজুর রহমান, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের মজলিশে শূরা সদস্য এস এম আহসান উল্লাহ, পল্টন উত্তর থানা আমীর শাহিন আহমদ খান, ওয়ারী পূর্ব থানা আমীর মোহতাছিম বিল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

ডা: শফিকুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, গত ১২ বছর জামায়াতে ইসলামীর উপর রাষ্ট্রীয় জুলুম চলছে। আমাদের কার্যক্রম জোর করে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। অফিসগুলো সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে। ১১ জন শীর্ষ দায়িত্বশীলকে আমাদের মাঝ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে। সাড়ে ৫ শত মতো ভাইদের চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে, হাত কেটে নেয়া হয়েছে। সাড়ে ৫ হাজার মানুষ পঙ্গুত্ব বরণ

করেছেন। সাড়ে ১৭ লাখ নেতাকর্মী দফায় দফায় জেলে গিয়েছে। এ নির্যাতনের উদ্দেশ্য একটাই, আমাদের কাজকে থামিয়ে দেওয়া। আমরা কোনো মানুষের কাছে অঙ্গিকারাবদ্ধ না। আমরা আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখি। কোনো মানুষের উপর ভরসা করে কোনো কাজ করি না। তিনি বলেন, মজলুমরা মজলুমের কষ্ট বুঝে। আপনারা ক্ষতিগ্রস্থ। আমরা আপনাদের পাশে দাড়িয়েছি। তিনি আরো বলেন, আপনাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বিপদ মুসিবতে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালাই ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন ইনশাআল্লাহ।

জামায়াতের আমীর বলেন, আমরা কোনো দল ধর্ম বিভক্ত করে দেখি না। ১৮ কোটি মানুষের কল্যাণে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কাজ করি। তিনি কুরআনের উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, আমরা মানুষের কল্যাণে কাজ করি। বিপন্ন মানুষের পাশে দাড়ানোর চেষ্টা করি।

"আমরা কোনো মানুষের কাছে অঙ্গিকারাবদ্ধ না। আমরা আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখি। কোনো মানুষের উপর ভরসা করে কোনো কাজ করি না। তিনি বলেন, মজলুমরা মজলুমের কষ্ট বুঝে। আপনারা ক্ষতিগ্রস্থ। আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছি। তিনি আরো বলেন, আপনাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। বিপদ মুসিবতে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালাই ক্ষতি পুষিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ।"

জুলুম, নির্যাতন যাই হোক না, আমরা যেন আপোষহীন পথ চলতে পারি, আল্লাহ যেন আমাদের সেই তৌফিক দান করেন। তিনি বলেন, জনগণের উপর মানুষের গোলামী চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এর আমূল পরিবর্তন করতে হবে। তবে সেটা হবে কুরআনের ভিত্তিতে। তিনি আরো বলেন, আগে যারা ক্ষমতায় এগেছে, তারা নিজেদের আখের গুছিয়েছে। হালাল-হারাম দেখেনি, মানুষের উপর জুলুম করতে গিয়ে আল্লাহকে সামান্য ভয়ও করেনি। তাদের দ্বারা মানুষের শান্তি হবে না। যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে, যাদের সকল কাজ আল্লাহর জন্য নিবেদিত হবে, তাদের দ্বারাই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমরা চাই, দেশের সমস্ত ইসলামী শক্তি এগিয়ে আসুক। সবাই এসে কুরআনের পক্ষে আওয়াজ তুলুক। কালেমার পতাকাকে আমরা সবাই মিলে মুষ্টিবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরি। নিশ্চয়ই এদেশে ইসলামের বিজয় হবে ইনশাআল্লাহ। এই বিজয়ের পক্ষে আমরা সবাইকে আমাদের পাশে চাই। তিনি উল্লেখ করেন, আল্লাহ সমস্ত জুলুমের অবসান ঘটিয়ে একদিন সত্যের সূর্য উদিত করবেন ইনশাআল্লাহ।

সভাপতির বক্তব্যে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, জামায়াতে ইসলামী ৪ দফার ভিত্তিতে কাজ করে। এর অন্যতম দফা সমাজ সংস্কার ও সমাজ কল্যাণে ভূমিকা পালন করা। জামায়াত কর্মীই, সমাজ কর্মী। তাই আমরা মানুষের বিপদে সব সময় পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি। তিনি বলেন, বিপদ মুসিবত আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হিসেবে আসে। তাই বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর উপর ভরসা করলে, আল্লাহই বিপদ কাটিয়ে ওঠার তৌফিক দেন।

উল্লেখ্য যে, গত ৮ জানুয়ারি ২০২২ ঢাকা ওয়ারির কাপ্তান বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হয়। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানটি মূলত একটি কাঁচাবাজার। এখানে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর দোকান বা ক্ষুদ্র মুদি দোকান ছিলো। এখান থেকেই এসব মানুষের দৈনিক রুটি রুজির ব্যবস্থা হতো। এই দোকানগুলো পুড়ে যাওয়ার কারণে এসব দোকান মালিকগণ মানবেতর জীবন যাপন করছে। এ অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্থ ৫৬ জন ব্যবসায়ীকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বিশেষ আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান

জনগণের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মানুষ আশা করেছিল, ন্যায় ইনসাফ কায়েম হবে, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষ তার অধিকার ফিরে পাবে। অথচ দেশের মানুষ আজ অনিরাপদ। খুন, গুমের আতঙ্ক সমাজকে গ্রাস করে নিয়েছে। দেশের জনগণ সর্বহারা নাগরিক। এভাবে চলতে পারে না। তিনি বলেন, আগামী ২০২৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচন বিগত দু'টি নির্বাচনের মতো হলে দেশ আরো গভীরে তলিয়ে যাবে। তাই সকল ভেদাভেদ ভুলে রাজনৈতিক দল মত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, জনগণের অধিকার জনগণের কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে। জুলুম নির্যাতন বন্ধের জন্য জনগণের সরকার প্রয়োজন। এজন্য নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের কোনো বিকল্প নেই।

২৫ মার্চ ২০২২ শুক্রবার বিকালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর আব্দুস সবুর ফকির, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন, মহানগরী সহকারী সেক্রেটারি যথাক্রমে মুহা. দেলাওয়ার হোসেইন, কামাল হোসাইন, অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান প্রমুখ।

ডা. শফিকুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, এই দিনে গভীর রাতে অন্যায়ভাবে এদেশের নাগরিকদের হত্যা করা হয়। অনিবার্য ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ হয়। আশা ছিল দেশটাতে ন্যায় ইনসাফ কায়েম হবে, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষ তার অধিকার ফিরে পাবে। স্বাধীনতার দীর্ঘ সময় পর এখনো বলা হয়, স্বাধীনতা তুমি কার? তিনি বলেন, দেশের মানুষ আজ অনিরাপদ। খুন, গুমের আতঙ্ক সমাজকে গ্রাস করে নিয়েছে। তাদের কেউ কেউ বলে দেশটা উন্নত দেশের মতো হয়েছে। সিঙ্গাপুর কানাডার মতো হয়ে গেছে। সে সব দেশের মানুষ কী অনিরাপদ? মানুষের ইজ্জত আব্রু অনিরাপদ?

জামায়াত আমীর বলেন, রমযানের পূর্বে মদের লাইসেন্স অবারিত করে দেওয়া হয়েছে। ২১ বছরের বেশি হলে মদ

পান করতে পারবে বলে আইন করা হচ্ছে। আওয়ামীলীগ বলে তারা কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন করবে না। এটাই কী তার নমুনা? তিনি বলেন, যে স্বাধীনতা মানুষের ঈমান নিয়ে যায়, সেই জন্যই কী আমরা দেশ স্বাধীন করেছি? আলেম ওলামাদের জেলে বন্দী করে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। এজন্যই কী দেশ স্বাধীন করা হয়েছে?

তিনি বলেন, আমরা একটা পতাকা পেয়েছি। কিন্তু সেই পতাকার সীমানা আজও অরক্ষিত। হাজারো ফেলানীর আর্তনাদ আমরা শুনতে পাই। দু'দিন পরপর আমাদের আশ্বস্ত করা হয়, কিন্তু সীমান্তে গুলি বন্ধ হয় না। ভারত-পাকিস্তান শত্রু রাষ্ট্র বলা হয়। সেখানে কি সীমান্তে এভাবে গুলি হয়? আমরাতো বন্ধু রাষ্ট্র। সীমান্তে লাশ উপহার দেওয়া কী বন্ধুত্ব?

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, রাষ্ট্রের ৩টি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিচার বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ ও আইন বিভাগ। এই ৩টি অঙ্গ আইন অনুযায়ী চলবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই আইন হবে আল্লাহর দেওয়া আইন, কুরআন, সুন্নাহর আইন। এটা ছাড়া কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। এটা আল্লাহরই কথা। ৯০ শতাংশের মুসলমানের এই দেশ এই আইনের ভিত্তিতে চলা উচিত। আমরা সেই আইন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছি। তিনি উল্লেখ করেন, বিচারের নামে আমাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করা হয়েছে। অফিস বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

আমীরে জামায়াত বলেন, দেশের জনগণ সর্বহারা নাগরিক। এভাবে চলতে পারে না। এজন্য জনগণকে সোচ্চার হতে হবে। জনগণের কণ্ঠস্বর রাজনৈতিক দলগুলো। তাই রাজনৈতিক দলগুলোকে জনগণের কথা বলতে হবে। তিনি বলেন, জাতীয় ঐক্য এখন বড়ই প্রয়োজন। আসুন আমরা আল্লাহকে ভয় করি, জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করি। ছোটখাটো সকল ভেদাভেদ ভুলে জনগণকে সত্যিকারের মুক্তির স্বাদ পৌঁছে দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, আগামী ২০২৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচন বিগত দু'টি নির্বাচনের মতো হলে দেশ আরো গভীরে তলিয়ে যাবে। আসুন, সকল রাজনৈতিক দল মত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, জনগণের অধিকার জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেই। তিনি বলেন, জুলুম নির্যাতন বন্ধের জন্য জনগণের সরকার প্রয়োজন। এজন্য নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের কোনো বিকল্প নেই। তিনি উল্লেখ করেন, সরকার জনগণের কাছে দেওয়া ওয়াদা লংঘন করেছে। দিনের ভোট রাতে করেছে। আবার বড় গলায় বলছে জনগণের ভোটে নির্বাচিত। তারা অনর্গল মিথ্যাচার করছে।

অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস তুলে ধরে বলেন, প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে জামায়াতে ইসলামী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেন, তারা অতীত ইতিহাস মুছে ফেলতে চান। কিন্তু এটা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, জুলফিকার আলী ভুট্টো চেয়েছিলেন ক্ষমতায় আসতে। কিন্তু পাকিস্তান এক থাকলে তিনি তা পারতেন না। তাই তিনি যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি আরো বলেন, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা কোনোটাই পাইনি। ভৌগোলিকভাবে স্বাধীনতা পেলেও সত্যিকার অর্থে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা পাইনি। এখন কোনো কিছু আলোচনা করা, মত প্রকাশ করারও সুযোগ নেই। তথ্য প্রযুক্তি আইন করে কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এখন ভয়াবহ। ১৯৭৪ সালে একজন কবি ইসলামের বিরুদ্ধে কবিতা লিখে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে লিখে একজন লেখিকাও দেশ ছাড়েন। এখন ৯০% মুসলমানের দেশে মদের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। এটা দেশকে কোনো পথে নিয়ে যাবে?

সভাপতির বক্তব্যে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, বাংলাদেশে এখন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি নেই। রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার আজীবন ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে। কঠিন পরিস্থিতিতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি বলেন, দ্রব্যমূলের উর্ধ্বগতিতে জনগণের নাভিশ্বাস উঠেছে। জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া। জামায়াতে ইসলামী জনগণকে সাথে নিয়ে রাজপথে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। কিন্তু সরকার অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে আন্দোলন বন্ধ করতে চায়। তিনি বলেন, সরকার একের পর এক বিরাজনীতিকরণের চেষ্টা করেছে। জামায়াতকে নেতৃত্ব শূন্য করতে শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে মানবাধিকার লংঘনের চরম ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। কিন্তু নেতৃত্ব শূন্য করার সরকারের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে। জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা, ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।

মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, প্রিয় মাতৃভূমি গড়ার জন্য বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে। অধিকার আদায়ের জন্য ফ্যাসিস্ট ও জালিম এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

আবদুস সবুর ফকির বলেন, স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ তুলে দেশকে বিভক্তির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এখন

> জাতীয় ঐক্য এখন বড়ই প্রয়োজন। আসুন আমরা আল্লাহকে ভয় করি, জনগণের কাছে দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করি। ছোটখাটো সকল ভেদাভেদ ভুলে জনগণকে সত্যিকারের মুক্তির স্বাদ পৌঁছে দিতে হবে। আগামী ২০২৩ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচন বিগত দু'টি নির্বাচনের মতো হলে দেশ আরো গভীরে তলিয়ে যাবে। আসুন, সকল রাজনৈতিক দল মত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে, জনগণের অধিকার জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেই। তিনি বলেন, জুলুম নির্যাতন বন্ধের জন্য জনগণের সরকার প্রয়োজন। এজন্য নির্বাচনকালীন নির্দলীয় সরকারের কোনো বিকল্প নেই। তিনি উল্লেখ করেন, সরকার জনগণের কাছে দেওয়া ওয়াদা লংঘন করেছে। দিনের ভোট রাতে করেছে।

উন্নয়নের কথা বলা হয়। অথচ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে দেশের মানুষ আজ দিশেহারা। পল্টন ময়দানে অনেকে বক্তব্য রাখতেন। তারা আজ কোথায়?

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, স্বাধীনতার ৫০ বছর পর আজ মানুষ অনিরাপদ। খুন, গুমে মানুষ আতঙ্কিত। মদের লাইসেন্স দিয়ে যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংস করার আয়োজন করা হয়েছে। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। পৃথিবীর মানচিত্রে আমরা বাংলাদেশকে একটি সুখি সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে দেখতে চাই।

ড. হেলাল উদ্দিন বলেন, আজকে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে যাচ্ছে। সেসব ক্ষেত্রে সরকারের কোনো মাথা ব্যথা নেই। জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা ভোট চুরি করে এই সরকার ক্ষমতায় টিকে রয়েছে। ক্ষমতাসীনদের কাছে আজ স্বাধীনতা কোনো মূল্য বহন করে না। এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সোচ্চার হতে হবে।

দেলাওয়ার হোসেইন বলেন, যারা স্বাধীনতার পক্ষে বিপক্ষের বলে দাবী তোলেন তারা প্রকৃত অর্থে জাতিকে বিভক্ত করতে চান। তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন থাকতে হবে। প্রয়োজনে দূর্বার গণআন্দোলন গড়ে তুলে তাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

ড. আব্দুল মান্নান বলেন, মহান আল্লাহ আমাদেরকে স্বাধীনতার স্বাদ দিয়েছেন। মনে রাখতে হবে সেখানে যেন কোনো বাড়াবাড়ি না হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি সেই স্বাধীনতা সত্যিকার অর্থে এখনো মুক্তির পথ দেখাতে পারেনি। ৫০টি বছর দেশের অতিক্রান্ত হয়েছে আজও আমরা প্রতিটি মানুষের অন্নের বাসস্থানের ব্যবস্থা সম্পন্ন করতে পারিনি।

কামাল হোসাইন বলেন, বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে রাখার জন্য আমাদেরকে দেশপ্রেমে বলিয়ান হয়ে কাজ করে যেতে হবে। চলমান পরিস্থিতিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে আরও একটি স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

পবিত্র মিরাজুন্নবী (সা) এর আলোচনা সভা

১৪ দফা নির্দেশনা কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করবে

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, পাখির চেয়ে মানুষের মূল্য কমে গেছে। মানুষ খুন, গুম, হত্যা এখন সহজ ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। এর কোনো বিচার হয় না। তিনি বলেন, মানুষের আমানতের খেয়ানত করা হচ্ছে। হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হচ্ছে। যারা রক্ষা করবে, তারাই ধ্বংস করছে। এর বিচার করবে কে? তিনি ১৪ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মিরাজের বরকতপূর্ণ রাতে রাসূল (সা) উম্মতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ১৪ দফা দিকনির্দেশনা লাভ করেন। আল্লাহপাকের দেওয়া ১৪ দফা উপহার কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

১লা মার্চ ২০২২ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর একটি মিলনায়তনে পবিত্র মিরাজুন্নবী (সা) উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও মহানগরীর নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও মহানগরীর সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, সহকারী সেক্রেটারি ড. অ্যাডভোকেট হেলাল উদ্দিন, মু. দেলাওয়ার হোসেইন, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও মহানগরীর নায়েবে আমীর আবদুস সবুর ফকির, অধ্যাপক মোকাররম হোসেইন খান, মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য আবদুস সালাম। উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য কামাল হোসাইন।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য ৩টি কাজ করতে হবে। যোগ্য লোক তৈরি করতে হবে, জনমত গঠন করতে হবে, তবেই আসবে আল্লাহর সাহায্য। এর মাধ্যমে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সেই কাজটিই করছে। তিনি বলেন, রাসূল (সা) মক্কায় লোক তৈরি করেছেন, কিন্তু জনমত তৈরি হয়েছিল মদীনায়, সেখানে আল্লাহ সাহায্য আসে। দীন বিজয়ী হয়। তিনি মিরাজের ১৪ দফা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মিরাজ স্ব-শরীরেই হয়েছিল। সে কথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছিলেন আবু বকর (রা)। তাইতো তাকে সিদ্দিক উপাধি দেওয়া হয়েছিল। এখন আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর মতো ঈমানদার মানুষ প্রয়োজন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে দীনকে বিজয়ী করতে হযরত ইব্রাহিম (আ) এর মতো পিতা প্রয়োজন, যিনি আল্লাহর নির্দেশে নিজের পুত্রকে কুরবাণী করতে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, হযরত ইসমাইল (আ) এর মতো পুত্র প্রয়োজন, যিনি আল্লাহর নির্দেশে কুরবাণী হতে কোনো দ্বিধা করেননি।

অধ্যাপক মুজিব বলেন, আল্লাহ তায়ালা যা নির্দেশ দিয়েছেন, বর্তমানে তার বিপরীত করা হচ্ছে। সুদকে হারাম করেছেন, তা এখন বৈধ, বরং সুদ না দিলে মামলা হয়ে যাচ্ছে। মদকে হারাম করেছেন, এখন মদ খাওয়ার লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। ২১ বছরের বেশি হলে মদ খাওয়া যাবে, এমন ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। তিনি এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে এটা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি বলেন, পিতা মাতাকে সম্মান করতে বলা হয়েছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের অপমানিত করা হচ্ছে। তিনি বেশি বেশি অধ্যয়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, যাদের জ্ঞান কম তারাই এখন জাতিকে নির্দেশনা দেয়। এটা কেয়ামতের আলামত।

সভাপতির বক্তব্যে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, মিরাজ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। এর জবাব কুরআনেই দেওয়া হয়েছে। মিরাজের ঘটনার পর সে সময় যখন আলোচনা হচ্ছিল, তখন হযরত আবু বকর (রা) সাথে সাথে বিশ্বাস করেছিলেন। তিনি বলেন, রাসুল (সা) মানুষকে আল্লাহর একাত্ববাধের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন, জান্নাতের দিকে আহবান জানিয়েছিলেন, জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা মিরাজের মাধ্যমে তা পর্যবেক্ষণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তিনি ১৪ দফা নির্দেশনা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, এ নির্দেশনার আলোকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই সুখি সমৃদ্ধশালী, একটি নতুন পৃথিবী গড়ার সূচনা করতে পারবো।

মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, রাষ্ট্রীয়ভাবে অনেক দিবস পালন করা হয়। সরকারীভাবে ছুটি ঘোষণা করে মিরাজের তাৎপর্য তুলে ধরার জন্য তিনি আহবান জানান।

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, এখন আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষতায় আমরা যা পেয়েছি, সেই সময় আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা) তা দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেন, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (সা) কে সাহায্য করেছিলেন। এখনও সাহায্য করবেন ইনশাআল্লাহ।

> “
>
> আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য ৩টি কাজ করতে হবে। যোগ্য লোক তৈরি করতে হবে, জনমত গঠন করতে হবে, তবেই আসবে অল্লাহর সাহায্য। এর মাধ্যমে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন হবে। তিনি বলেন, রাসূল (সা) মক্কায় লোক তৈরি করেছেন, কিন্তু জনমত তৈরি হয়েছিল মদীনায়, সেখানে আল্লাহ সাহায্য আসে। দীন বিজয়ী হয়। তিনি মিরাজের ১৪ দফা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মিরাজ স্ব-শরীরেই হয়েছিল। সে কথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছিলেন আবু বকর (রা)। তাইতো তাকে সিদ্দিক উপাধী দেওয়া হয়েছিল। এখন আবু বকর সিদ্দিক (রা) এর মতো ঈমানদার মানুষ প্রয়োজন। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে দীনকে বিজয়ী করতে হযরত ইব্রাহিম (আ) এর মতো পিতা প্রয়োজন, যিনি আল্লাহর নির্দেশে নিজের পুত্রকে কুরবাণী করতে চুড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, হযরত ইসমাইল (আ) এর মতো পুত্র প্রয়োজন, যিনি আল্লাহর নির্দেশে কুরবাণী হতে কোনো দ্বিধা করেননি।

রাজধানীতে জামায়াতের সহযোগী সদস্য সম্মেলন

এক দফা আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে

ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, বর্তমান সরকার সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে ইসলামের উপর। মদের লাইসেন্স দিয়েছে। নাচগান ছড়িয়ে দিয়ে ডিইসলামাইজেশনের ব্যবস্থা করেছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার দুর্নীতিবাজ সরকার, দালাল সরকার, অবৈধ সরকার। এই অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। এক দফা আন্দোলনের মাধ্যমে কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন পুর্নগঠন করে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরো বলেন, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করতে হবে। এজন্য সাহসিকতার সাথে রাজপথে নামার প্রস্তুতি গ্রহণ করে একদফা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।

১১ই মার্চ ২০২২ শুক্রবার সকালে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত সহযোগী সদস্য সম্মেলন ২০২২ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এএইচএম হামিদুর রহমান আযাদ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় প্রচার সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন, মুহা. দেলাওয়ার হোসেই, মহানগরীর নায়েবে আমীর আবদুস সবুর ফকির, মোকাররম হোসেইন, ফরিদ হোসাইন প্রমুখ। সম্মেলনে উপস্থিত সহযোগীদের মাঝে ১৪ হাজার রিপোর্ট বই পৌঁছে দেওয়া হয়। স্থানীয় মিলনায়তন থেকে সম্মেলনটি পরিচালিত হয়। এ সময় বিভিন্ন স্পটে অনলাইনের মাধ্যমে সহযোগীবৃন্দ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের তাকওয়াবান হতে বলেছেন। রমযান মাস আসছে, আরো বেশি তাকওয়াবান হওয়ার চেষ্টা করবো। তিনি বলেন, মানব জাতির ইতিহাস দু'টি ধারা। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, শাসক-শোষিত। আমরা ইতিবাচক ধারার সাথে আছি। ন্যায়ের সাথে আছি। আমরা নবী রাসূলদের উত্তরসূরী। আবু বকর, ওমর, উসমান আলীর উত্তরসূরি। যারা যুগ যুগে জীবন বিলিয়ে দিয়ে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর বাঁকে বাঁকে আজকে মুসলিমরা নির্যাতনের শিকার, তারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য। তিনি আরো বলেন, আমাদের মূল পরিচয় মুমিন, মুসলমান। কুরআনের আয়াতের উদ্বৃতি দিয়ে তিনি বলেন, যারা সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার কথা বলে তারাই সফলকাম। জামায়াত সেই দলের নাম। আমরা সফলকাম আলহামদুদিল্লাহ। মুমিনদের ভয়ের কোনো কারণ নেই।

তিনি বলেন, রাসূল যেমনি দাওয়াত আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন, আমাদেরও মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। এটা

নবীআনা দায়িত্ব, এটা ফরজিয়াত। আমাদের পরিপূর্ণ মুমিন হতে হবে। তিনি আরো বলেন, জামায়াতে ইসলামীর মতো আন্দোলন না থাকলে আল্লাহর পথে দায়ীর ফরজিয়াত কী ভাবে পালন করতাম? পৃথিবীর অনেক দেশে মানুষ এ ধরনের আন্দোলন সন্ধান করেন। তিনি উল্লেখ করেন, এই আন্দোলন একটা রহমত। তিনি বলেন, নিজেদের বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। ইসলামের সঠিক ধারনা ও ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসতে হবে। উত্তম জিহাদ হচ্ছে জালেম শাসকের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলা। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ঈমানী দায়িত্ব, সেই দায়িত্ব পালনে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে।

এএইচএম হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, সহযোগী সদস্যরা সংগঠনের গঠনতন্ত্র স্বীকৃত পদবী। শিথিলতার জায়গা থেকে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। দীন বিজয়ী করার আন্দোলনে সহযোগী। তিনি কুরআনের আয়াত তুলে ধরে বলেন, আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে দুনিয়ার জীবন উপভোগ করার জন্য নয়। খিলাফতের জিম্মাদার হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টির উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যর্থ হলে দুনিয়ার জীবনই ব্যর্থ। তিনি কুরআনের আয়াত তুলে ধরে বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত দীন প্রতিষ্ঠায়, নির্যাতনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। ইবাদত ও খেলাফতের সমন্বিত রূপই হচ্ছে দীন। দীন প্রতিষ্ঠার কাজকে আল্লাহ ফরজ করেছেন। এজন্য আমাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সব কিছু উপেক্ষা করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করতে হবে। তিনি বলেন, জামায়াত কর্মীই সমাজ কর্মী। সামাজিক কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে হবে। মানুষের বিপদে আপদে এগিয়ে আসতে হবে। বৈশ্বিক পরিবর্তন বার্তা দিচ্ছে, বিশ্ব নেতৃত্ব দিবে মুসলিম বিশ্ব। দেশের সংকট চলছে। তারও একদিন অবসান হবে, ইনশাআল্লাহ।

মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, ইসলামী আন্দোলন সবচেয়ে বড় নেয়ামত। আল্লাহর দীনকে বাস্তবায়ন করতে হলে প্রতিরোধ, জুলুম নিযার্তন হবে। আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী সবকিছু পদানত করে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। নবী রাসূলগণের সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি কুরআনের আয়াত তুলে ধরে বলেন, সবাইকে পরীক্ষা করা হবে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের যে কোনো জুলুম নির্যাতনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আল্লাহর দেওয়া শর্ত পূরণ করতে পারলেই কেবল আল্লাহ তায়ালা নেতৃত্ব দিবেন। এ ঘোষণার পর কোনো মুসলিম বসে থাকতে পারে না। তিনি দেশে বিদেশে ইসলামী আন্দোলন ও এর নেতাকর্মীদের উপর জুলুম নির্যাতনের ঘটনা তুলে ধরে বলেন, ইসলামী আন্দোলন করার কারনে ইসলামী আন্দোলনের নেতাকর্মীদের উপর জুলুম নির্যাতন হয়েছে। তারা হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছেন। বিনা অপরাধে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেছেন। তারা কোনো অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি, আপোষ প্রস্তাবে কর্ণপাত করেননি। আমরা সেই আন্দোলনের উত্তরসূরি। তাই আগামী দিনে দীনকে বিজয়ী করতে আমাদের কাজ করে যেতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, সংগঠনকে শক্তিশালী ও বিজয়ী আন্দোলনে পরিণত করতে হলে গণমুখি হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য শক্তিশালী ও মজবুত সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। জনগণের মাঝে সংগঠনের কাজ ছড়িয়ে দেওয়া। সততা ও যোগ্যতার দিক দিয়ে নিজেদেরকে যোগ্যরূপে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, মহানগরীর প্রতিটি স্থানে ইসলামী আদর্শকে পৌঁছে দিতে হবে। যেন কোনো একজন মানুষও যেন ইসলামের দাওয়াতের বাইরে না থাকে। মহানগরী দক্ষিণকে ইসলামী আন্দোলনের রাজধানীতে পরিণত করতে হবে। তিনি বলেন, জীবনের পরিবর্তনের জন্য প্রতিজ্ঞা করতে হবে। জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করতে নিজেদের পরিশুদ্ধ করতে হবে। মানুষের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শ তুলে ধরে ঈমানী দায়িত্ব পালন করতে হবে।

মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে খুশি করা। আমরা যদি তা করতে পারি, তাহলেই আন্দোলন সফল হবে। স্ব স্ব জায়গা থেকে এই আন্দোলনকে গতিশীল করতে ভূমিকা পালন করতে হবে।

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, আক্বিমুদ্বীনের জন্য আমরা কাজ করছি। যে নামাজ পড়ে মুসুল্লি হয়েছি, সেই নামাজের দাবীই হচ্ছে আকিমুদ্বীন। তাই দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের দূরে রাখা যাবে না। সহযোগি থেকে কর্মী হয়ে দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ভূমিকা পালন করতে হবে।

নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই

নূরুল ইসলাম বুলবুল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, বর্তমানে দেশে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। কথা বলার স্বাধীনতা নেই। স্বাধীনভাবে ইবাদত বন্দেগী করার সুযোগটুকু পাচ্ছে না। জনগণের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে। এ অবস্থা থেকে জনগণকে উদ্ধারের জন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করে গ্রহনযোগ্য নির্বাচন দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, সরকারের জনপ্রিয়তা এখন তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। মানুষের মধ্যে ঘৃণার আগুন জ্বলছে। এজন্যই এই সরকার নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন চায় না।

২ এপ্রিল ২০২২ শনিবার রাজধানীর একটি মিলনায়তনে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে সাহরী ও ইফতারের ফুডপ্যাকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি ড. অ্যাডভোকেট হেলাল উদ্দিন, দেলাওয়ার হোসেইন। উপস্থিত ছিলেন সহকারী সেক্রেটারি কামাল হোসেইন, মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য আমিনুল ইসলাম, মহানগরীর মজলিসে শূরা আবদুস সাত্তার সুমন, শাহীন আহমদ খান প্রমূখ।

নূরুল ইসলাম বুলবুল তাঁর বক্তব্যে বলেন, রহমত, বরকত, নাজাতের মাস মাহে রমযান। তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধ করে আল্লাহর সন্তুষ্ঠির মাস, মাহে রমযান। কুরআন নাযিলের এই মাসে নিজেকে ঢেলে সাজানো, কুরআনের সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তিনি বলেন, সরকারের উচিত ছিল এই মাসে ভর্তুকি দিয়ে হলেও দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রেখে খেটে খাওয়া রোজাদারদের ইবাদত করার পথ সহজ করে দেওয়া। তিনি আরো বলেন, ১০ টাকা কেজি চাল, ঘরে ঘরে চাকুরী ও বিনা পয়সায় সার দেওয়ার কথা বলে বর্তমান সরকার

ক্ষমতায় এগেছে। কিন্তু সরকারের সেদিকে নজর নেই। বর্তমান সরকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত নয় বলে জনগণের দিকে নজর নেই। তারা বিশ্বাস করে জনগণ স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারলে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসতে পারবে না। তিনি বলেন, তারা ব্যস্ত নিজেদের আখের গোছাতে। তারা ব্যস্ত উন্নয়নের নামে বড় বড় প্রজেক্ট করে কানাডার বেগম পাড়ায় সম্পদ গড়তে।

তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। কথা বলার স্বাধীনতা নেই। স্বাধীনভাবে ইবাদত বন্দেগী করার সুযোগটুকু পাচ্ছে না। জনগণের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ অবস্থা থেকে জনগণকে উদ্ধারের জন্য নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, সরকারের জনপ্রিয়তা এখন তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। মানুষের মধ্যে ঘৃণার আগুন জ্বলছে। এজন্যই সরকার নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চায় না। এই অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করতে, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে, জনগণকে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলে রাজপথে আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের সরকারকে বাধ্য করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, সরকার রোজার এই মাসে জিনিসপত্রে দাম কমানোর উদ্যাগ নিতে চায় না। কেননা ধর্মনিরপেক্ষ এই সরকার চায় না, মানুষ নির্বিঘ্নে ইবাদত বন্দেগী করুক।

নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, আমরা রাজপথে আন্দোলন করছি। পাশাপাশি যাদের সামর্থ নেই তাদের মধ্যে সাহরী ও ইফতার সামগ্রি বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছি। তিনি সামর্থবানদের অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানোর আহবান জানান।

মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, সরকার দ্রব্যমূল্যের লাগাম টেনে ধরতে পারেনি। কারন এর সাথে সরকার দলীয় লোকেরাই জড়িত। তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামী সব সময় অসহায় দুঃস্থ মানুষের পাশে দাড়িয়েছে। এতে কোনো জাতি ধর্ম নিয়ে ভেদাভেদ করেনি। মানবতার এই সেবা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, রোযা একটি সামাজিক ইবাদত। তাই প্রত্যেকে প্রত্যেকর প্রতি সহমর্মী হওয়া উচিত। তিনি বলেন, রমযানের মূল শিক্ষা হচ্ছে কুরআনের সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাহলেই কেবল আল্লাহ তায়ালা বরকতের দরজা খুলে দিবেন। কুরআনের আলোকে সোনার মানুষ তৈরি করে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

ড. অ্যাডভোকেট হেলাল উদ্দিন বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে মানুষ আজ দিশেহারা। চাল, ডাল, তেল মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উর্ধ্বে উঠে গেছে। দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য তিনি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান।

“দেশে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা বিরাজ করছে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। কথা বলার স্বাধীনতা নেই। স্বাধীনভাবে ইবাদত বন্দেগী করার সুযোগটুকু পাচ্ছে না। জনগণের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য জনগণকে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা করে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই।”

রাজনীতি অর্থনীতি ও কৌশলগত সংকট

মাসুমুর রহমান খলিলী

বাংলাদেশের বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ৫০ বছর পূর্তির এই সময়ে এক বিশেষ সংকটকাল হাজির হয়েছে। এ সংকট রাজনীতি, অর্থনীতি এমন কি নিরাপত্তা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রভাবে সংকট আরো গভীরতর হচ্ছে। কেন এ সংকট, তা থেকে উত্তরণের পথই বা কী– এ নিয়ে এ লেখায় আলোচনা হয়েছে। এ আলোচনায় তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। যার মধ্যে রয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি এবং কৌশলগত ও নিরাপত্তাজনিত বিষয়।

এক. রাজনীতি : সংকটের মূলে হাইব্রিড শাসন

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পত্তন ঘটেছিল সাম্য, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার মানুষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করার পরও এ তিনটি বিষয়ের ব্যত্যয় ঘটার কারণে এ ভূখণ্ডের মানুষ ইসলামাবাদকেন্দ্রিক শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ১৯৭০ সালের যে নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগকে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছিল, তা ছিল মূলত আঞ্চলিক সাম্য, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। আর এই জনরায় অনুসারে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার কারণে এই ভূখণ্ডে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। আর এই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত হয়, যা পরে সংবিধানে স্থান লাভ করে।

বাংলাদেশের মানুষ সঙ্গতকারণেই স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে সাম্য, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা করেছে। এ প্রত্যাশা শুরুতেই হোঁচট খায় রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতিকে ঘিরে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের তিন মূলনীতি বাদ দিয়ে ভারত রাষ্ট্রের চার মূলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশের মূলনীতি করা হয়। যেটি জিয়াউর রহমান সরকারের আসার পর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সাথে সমন্বয় করেন। তিনি সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে সমাজতন্ত্র এবং আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাসকে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলাভিষিক্ত করেন।

পূর্ব বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মূল নেতৃত্ব দানকারী আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা লাভের আগে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা কখনো বলেনি। এমনকি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে ধর্মবিরোধী আইন না করার লিখিত অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর বৃহৎ প্রতিবেশী দেশের প্রভাবে এই মর্মে একটি

ধারণা বা বয়ান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলে যে, ধর্মনিরপেক্ষতা তথা একধরনের ধর্মহীনতা হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা। কিন্তু বাংলাদেশে জনগণ শেষ পর্যন্ত সেটি গ্রহণ করেনি। জনগণের মতের ভিত্তিতে জিয়াউর রহমানের সরকার সেটি প্রতিস্থাপন করে। জিয়ার সরকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের আরেকটি অঙ্গীকারকেও বাস্তবায়ন করে। আর সেটি হলো বহুদলীয় গণতন্ত্র। মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান রাজনৈতিক জীবনের বড় অংশজুড়ে উদার ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করলেও ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী আনার মাধ্যমে দেশে একদলীয় শাসনের প্রবর্তন করেন আর তিনি আজীবন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের পদে অভিষিক্ত হন। জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় ব্যবস্থা পরিবর্তন করে আবার বহুদলীয় শাসন চালু করেন। এর ধারাবাহিকতা পরবর্তী কয়েক দশক ধরে চলে এসেছে।

যেকোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই থাকতে পারে। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দলটির প্রতিষ্ঠাতাকে সব ধরনের ভুলের ঊর্ধ্বে বলে মূল্যায়ন করে থাকে। আজীবন গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকারী একজন ব্যক্তির একদলীয় শাসন প্রবর্তনকেও তারা সময়ের অনিবার্য প্রয়োজনে নেওয়া পদক্ষেপ হিসেবে মূল্যায়ন করে। একই সাথে এ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠারও ঘোষণা দেয় দলটির বর্তমান নেতৃত্ব।

২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ পর্যায়ক্রমে দলটির প্রতিষ্ঠাতার 'দ্বিতীয় বিপ্লব'র আদর্শ বাস্তবায়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এ ব্যাপারে দলের নেতৃত্ব রাখঢাকও করেননি। তবে আগে যেখানে আইনি কাঠামোর পরিবর্তনের মাধ্যমে একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল, এবার প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেটি করা হচ্ছে। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে এক বহুদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। ২০১৪ সালের নির্বাচনে শাসক জোটের একক অংশগ্রহণে নির্বাচন হয়। আর তাতে ১৫৪টি আসনে সংসদ সদস্যরা নির্বাচিত হন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া। ২০১৮ সালের পরবর্তী নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়ে যায় আগের রাতে। ২০২৩ সালের নির্বাচনে ইভিএম কারসাজির মাধ্যমে আরেকটি একতরফা নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজনের কথা জানা যাচ্ছে।

এর মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে অসাম্য, অগণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারহীনতার পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র অনুসৃতি মূল্যায়নে এটিকে হাইব্রিড গণতন্ত্র বা দোআঁশলা গণতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে, যেখানে নির্বাচন ব্যবস্থা হয়ে পড়ে নামমাত্র। গণতন্ত্রের কার্যকর অনুশীলন ও জবাবদিহিতা এ ব্যবস্থায় থাকে না। হাইব্রিড গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ একনায়কতন্ত্রের পূর্ববর্তী ধাপ। এ ধরনের ব্যবস্থায় গণতন্ত্রে ক্ষমতার পৃথকীকরণের যে তাত্ত্বিক অনুশীলন রয়েছে সেটি থাকে না। নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে থাকে আইন ও বিচার বিভাগ। রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে পরিচিতি গণমাধ্যমের ওপর শাসকদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়।

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন ব্যবস্থার কার্যকর অনুশীলনের মাধ্যমে। এ সময়ের বড় চ্যালেঞ্জ এ অনুশীলনকে ফিরিয়ে আনা। অন্তর্বর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন ছাড়া সম্ভবত সেটি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

দুই. অর্থনীতি : অসাম্য ও পরনির্ভরতার পথে অভিযাত্রা

স্বাধীনতার মূলমন্ত্রের একটি হলো সাম্য ও ন্যায়বিচার। দু'টির সাথেই অর্থনীতির যোগসূত্র রয়েছে। স্বাধীনতার পর সমাজতন্ত্র বা কমান্ড অর্থনীতি দিয়েই অসাম্য দূর করার মন্ত্র নেওয়া হয়; যা অর্থনৈতিকভাবে ব্যর্থই হয়নি, সেই সাথে অর্থনৈতিক অরাজকতার পথ ধরে একনায়কতান্ত্রিকতার পথে অগ্রসর হয় সরকার।

পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমানের সরকার বহুদলীয় গণতন্ত্রের পাশাপাশি মুক্তবাজার অর্থনীতিও অনুসরণ শুরু করে। এর ধারাবাহিকতায় ব্যক্তিখাতের বিকাশ ঘটে। ২০২২ সাল অবধি নীতিগতভাবে সেই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করা হচ্ছে। তবে গত ১২ বছরে রাজনৈতিক ক্ষমতায় যেভাবে একচেটিয়াতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তেমনিভাবে উৎপাদনের হাতিয়ারগুলোতে সরকারি প্রভাব বলয়ের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিধিবদ্ধভাবে যেসব জবাবদিহিতা পূর্ববর্তী সাড়ে তিন দশকে বিকশিত হয়েছিল, তাকে দায়মুক্তির সংস্কৃতির মাধ্যমে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের অর্থায়নে বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইডিবির মতো বহুপক্ষীয় সংস্থার অংশগ্রহণের পরিবর্তে চীন-রাশিয়ার বিকল্প সূত্র থেকে অর্থায়ন নেওয়া

হয়। এর প্রভাব পড়ে বাজেট বা সরকারের রাজস্ব নীতি বাস্তবায়ন ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে একধরনের রক্ষণশীলতা অনুসরণ করে আসে। এলডিসি দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ও অন্যান্য দাতা দেশ থেকে রেয়াতি সাহায্য গ্রহণ করতে থাকে ঢাকা। এর ফলে জিডিপির চেয়ে দেশি-বিদেশি দায়গ্রহণ ছিল ন্যূনতম মাত্রায়।

২০০৮ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে আওয়ামী সরকার গঠনের পর বিদেশি বিনিয়োগ গ্রহণে আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করতে থাকে। দায়মুক্তির মাধ্যমে অস্বচ্ছ ও দ্বিপক্ষীয় সমঝোতায় এ ধরনের বিনিয়োগ গ্রহণের ফলে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের খরচ অস্বাভাবিকভাবে বাড়তে থাকে। কয়েকটি মেগা প্রকল্পের ব্যয়ের তুলনা করা হলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। চারলাইন মহাসড়ক তৈরির অনেক প্রকল্প এখন চলমান রয়েছে। এর মধ্যে বহুল আলোচিত পদ্মা সেতুর দুই পাড়ের জাজিরা ও মাওয়া পয়েন্টে চার লাইনের সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয়। এ সংযোগ সড়কে প্রতি কিলোমিটার খরচ পড়েছে যথাক্রমে ১২৫ ও ১১৫ কোটি টাকা। ভারতে ভূমি অধিগ্রহণসহ চার লাইনের সড়ক নির্মাণ করতে গড় খরচ পড়ে ১০ থেকে ১১ কোটি টাকা। পাকিস্তানে নওয়াজ-জারদারির সরকারের সময় এ খরচ ছিল ২৮.৮০ কোটি টাকা; যা ইমরান সরকারের সময় ১২ কোটি টাকা প্রতি কিলোমিটারে নামিয়ে আনা হয়।

পদ্মা সেতুর উন্নয়নকে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে এক আলোচিত বিষয়ে পরিণত করা হয়। এ সেতুটি ৬.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ, ৬০ ফুট প্রশস্ত। ২০১৬ সালে এ সেতুটির নির্মাণ শুরু হওয়ার একই সময়ে রাশিয়া দখলকৃত ইউক্রেনের ভূখণ্ড ক্রাইমিয়ার সাথে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগের জন্য সাগরের ওপর দিয়ে ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৭২ ফুট প্রশস্ত একটি সংযোগ সেতু করে। বাংলাদেশের পদ্মা সেতুতে পিলারের সংখ্যা ২৫২টি। আর ক্রাইমিয়া সেতুর পিলারের সংখ্যা সাত হাজারের কিছু বেশি। নিচ দিয়ে বড় বড় জাহাজ অতিক্রম করতে হয় বলে ক্রাইমিয়ান ব্রিজের স্প্যানের নিচে সাগরের পানি পর্যন্ত ৩৫ মিটার পানির ক্লিয়ারিং দেওয়া আছে। নদীর ওপর হওয়ায় পদ্মা সেতুর ক্ষেত্রে এই ক্লিয়ারিং হলো ১৮ মিটার। বাংলাদেশের পদ্মা সেতুর একটি অংশে ৩৮৩ ফুট গভীর পাইলিংয়ের প্রয়োজন হলেও ক্রাইমিয়া সেতুর নিচের সাগর ভলকানিক জোনে থাকায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ৩০০ ফুটের বেশি পাইলিং প্রয়োজন হয়। দু'টি সেতুই দ্বিতল– সড়ক ও রেল সেতু। রাশিয়া ২০১৬ সালে শুরু করে ১৮ কিলোমিটারের সেতুটির সড়ক অংশ ২০১৮ সালে এবং রেল সেতু ২০১৯ সালে চালু করে। বাংলাদেশ ২০১৬ সালের একই সময়ে শুরু করার পর ২০২২ সালে সড়ক সেতু চালু করতে যাচ্ছে আর ২০২৪ সালে রেল সেতু চালুর কথা বলা হচ্ছে। রাশিয়া ১৮ কিলোমিটার সাগর সেতু যেখানে সাড়ে ৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে সম্পন্ন করেছে, সেখানে বাংলাদেশ নদীর ওপর নির্মিত ৬.৪ কিলোমিটারের সেতু নির্মাণের মধ্যে ব্যয় করেছে সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার।

রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশ রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছে এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয়সাপেক্ষে। ভারত একই ধরনের প্রকল্প এর অর্ধেক ব্যয়ে বাস্তবায়ন করেছে বলে জানিয়েছেন অর্থনীতি সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর ড. মঈনুল ইসলাম। সিপিডিও এ প্রকল্পে অতিমাত্রায় বিনিয়োগের বিষয়টি বিভিন্ন সময় তুলে ধরেছে।

রাজধানীতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করছে সরকার। এর ৪৬ কিলোমিটার দীর্ঘ প্রথম অংশ শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে শনির আখড়া পর্যন্ত নির্মাণে প্রতি কিলোমিটারে খরচ হয়েছে ১৯১ কোটি টাকা। আর আশুলিয়া থেকে শাহজালাল বিমানবন্দর পর্যন্ত এর ২৪ কিলোমিটার দ্বিতীয় ধাপ নির্মাণে গড় খরচ ধরা হয়েছে প্রতি কিলোমিটার ৭৩১ কোটি টাকা। এতে খরচ বেড়ে হচ্ছে ৩.৮ গুণ। প্রায় চার বছরের ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে প্রকল্পটি এখন প্রায় ৯ বছরে দাঁড়াচ্ছে। চার বছর পাঁচ মাসে এ প্রকল্পে এক হাজার ৪০৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা মূলত জমি অধিগ্রহণে। এ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি দেখাতে পারেনি বাস্তবায়নকারী সংস্থা সেতু বিভাগ। চীনের ঋণচুক্তি কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি যা হয়েছে, তা প্রদর্শন করা যাচ্ছে না। এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের ইতিহাসে বিশ্বের কোনো দেশে এত খরচের দৃষ্টান্ত নেই। ২০১৬ সালের অক্টোবরে চীনের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরকালে দুই দেশের মধ্যে বিনিয়োগ শক্তিশালী এবং উৎপাদন দক্ষতায় সহযোগিতার আওতায় স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে এ প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত আছে। তবে এখনো ঋণচুক্তি হয়নি।

গত ১২ মার্চ চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত নেগোসিয়েটেড প্রাইসের পুরোটাই প্রকল্প সাহায্য হিসেবে ডিপিপিতে দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশে ছোটবড় প্রকল্পগুলোর এই নির্মাণ ব্যয়ের সাথে তুলনীয় দেশগুলোর ব্যয়ের কোনো মিল নেই। এই যে একটি প্রকল্পের বাস্তব ব্যয়ের চেয়ে ৬-৭ গুণ পর্যন্ত বেশি ব্যয়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তাতে অর্থনীতিতে তিন ধরনের ক্ষতি হচ্ছে। প্রথমত, উন্নয়নের পুরো ব্যয়টা মূল দেশজ উৎপাদন বা জিডিপিতে হিসাব করা হচ্ছে। ২০ কোটি টাকার একটি রাস্তা ১০০ কোটি টাকায় নির্মাণের অর্থ হলো, জিডিপিতে ১০০ কোটি টাকার হিসাব করা হলেও এর বাস্তব অবদান হবে এক-পঞ্চমাংশ। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক আকার অস্বাভাবিক স্ফীত হয়ে যাচ্ছে; যার প্রভাব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও অগ্রগতিতে পড়বে।

দ্বিতীয়ত, কোনো প্রকল্পে কয়েক গুণ বেশি অর্থ ব্যয়ের কারণে শুরু থেকে প্রকল্পটি রুগ্ন হয়ে পড়ে। এর রিটার্ন থেকে দায় পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। যার অর্থ হলো জনগণের ট্যাক্সের অর্থ থেকে এই অর্থ পরিশোধ করা, যা ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার পকেট থেকে যায়। কিন্তু প্রকল্পের বাড়তি ব্যয়ের অংশটুকু হাতেগোনা কয়েকজনের পকেটে যায়। এর ফলে বৈষম্য দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। দরিদ্র আরো দরিদ্র হয় আর কিছু ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়।

তৃতীয়ত, বড় বড় প্রকল্পগুলো মূলত বিদেশি বিনিয়োগে বাস্তবায়ন হয়। এতে বিনিয়োগকালে বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহ ঘটলেও পরে দীর্ঘ সময় ধরে ডলারের বহিঃপ্রবাহ ঘটতে থাকে। অনেক বেশি অর্থ ব্যয় করে একসাথে অনেক মেগা প্রকল্প গ্রহণের কারণে এখন বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহে চাপ পড়ছে। প্রতি বছর দুই বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি বৈদেশিক দায় শোধ করতে হচ্ছে এখন, যা দুই বছর পর চার বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এরপর বাড়তে থাকবে আরো।

শ্রীলঙ্কায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দুই বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গেছে। আর পাকিস্তানে ১২ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমেছে রিজার্ভ। অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়া এই দুই দেশ এর আগে এভাবে বেহিসাবি বিদেশি বিনিয়োগ গ্রহণ করেছিল। বিদায়ী অর্থবছরে ৯০ বিলিয়ন ডলারের আমদানি ব্যয়ের বিপরীতে ৫০ বিলিয়ন ডলার রফতানি আয় ও ২০ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আয় হয়েছে। এরপরও ২০ বিলিয়ন ডলারের মতো ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এ ঘাটতি পূরণ করতে হলে আবার বিদেশি বিনিয়োগ নিতে হবে অথবা আমদানি খরচ কমাতে হবে। প্রথমটি করা হলে বিদেশি দায় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাবে এবং পরে দায় একপর্যায়ে ৪ বিলিয়ন ডলার দায় শোধের যে অঙ্ক সেটি দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। এর পরিবর্তে যদি আমদানি নিয়ন্ত্রণ বা সীমিত করে দেওয়া হয় তাহলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে। এমনকি জ্বালানি তেল, ভোজ্যতেল, গম-আটাসহ নিত্যপণ্যের রেশনিং করার পরিস্থিতি দেখা দিতে পারে।

প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে ডলারের সাথে টাকার বিনিময় হার রফতানি আয় ও রেমিট্যান্সে প্রণোদনার জন্য বাড়াতে হবে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণের ফলে পণ্য সরবরাহে ঘাটতি সৃষ্টির কারণে দাম বাড়তে থাকবে। উভয় ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে। জীবনযাত্রা ক্রমাগতভাবে দুর্বিষহ হতে শুরু করবে।

এ সংকটের সমাধান হতে পারে দুর্নীতিকে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা। তিন-চারগুণ খরচে প্রকল্প বাস্তবায়ন বন্ধ করে জাতীয় সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো। এটি করা হলে বাজেটে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আসবে। উন্মুক্ত বাজেট সমীক্ষা ২০২১ অনুযায়ী, এর স্বচ্ছতা স্কোর বর্তমানে সেখানে ১০০ নম্বরের মধ্যে ৩০শে নেমে এসেছে, যা আফগানিস্তানের চেয়ে কম। অন্যদিকে বাজেটে অংশগ্রহণের যে সূচক, তাতে বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর মধ্যে ১৩, যা নেপালের চেয়েও কম। ৬১ বা তার উপরে স্বচ্ছতা স্কোর নির্দেশ করে যে, একটি দেশ সম্ভবত বাজেটের ওপর অবহিত জনসাধারণের বিতর্ককে সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট উপাদান প্রকাশ করছে। বাংলাদেশের জনগণের অংশগ্রহণের স্কোর কম হওয়ার কারণ হলো, বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদনের সময় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকে এবং বাজেট বাস্তবায়ন বা নিরীক্ষা প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ থাকে না।

বাজেটে স্বচ্ছতা থাকলে এ অবস্থার উন্নতি ঘটবে। জনজীবন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার হওয়ায় বাজেটের অংক তুলনামূলক ছোট হতে পারে সাময়িকভাবে, কিন্তু এর গুণগত বাস্তবায়ন নিশ্চিত হবে। পাচার করা অর্থ ফেরানো অথবা কালো টাকা সাদা করার নামে অন্যায়কে সততার ওপর উৎসাহিত করার প্রয়োজন হবে না।

তিন. ভূরাজনীতি ও কৌশলগত সংকট : সঠিক সিদ্ধান্ত জরুরি

বিশ্বব্যাপী যে দ্বন্দ্ব, মেরুকরণ ও সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রভাব থেকে বাংলাদেশ কোনোভাবে মুক্ত থাকতে পারবে না। বাংলাদেশ 'সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়' এর আনুষ্ঠানিক যে নীতি অনুসরণ করে, বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় সেটি অনুসরণের মতো সম্ভাবনা আর থাকছে না।

এক দশকের বেশি ধরে বাংলাদেশ মূলত কৌশলগত মৈত্রী বজায় রেখেছে ভারত-রাশিয়ার সাথে। বিনিয়োগ ও উন্নয়ন কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার স্বার্থে চীনের সাথে সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে। পাশ্চাত্য তথা ইউরোপ-আমেরিকার সাথে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ে সীমিত সহযোগিতা ছাড়া কার্যকর কোনো সমীকরণ রক্ষিত হয়নি বাংলাদেশের। যদিও বাংলাদেশের অর্থনীতির দুই মৌলিক স্তম্ভ রফতানি ও রেমিট্যান্সের আয়ের মূল অংশ আসে ইউরোপ-আমেরিকা থেকে।

বাইডেন প্রশাসন যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে সন্ত্রাসবিরোধী লড়াই আর এক নম্বর অগ্রাধিকার নেই। দেশটি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে চিি হ্নত করেছে চীন-রাশিয়াকে। ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযানের পর বিষয়টি একেবারেই অস্পষ্ট নেই। তাইওয়ান নিয়ে এখন চীনের সাথেও একই রকম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। এতে শেষ পর্যন্ত ইউরোপ-আমেরিকার সাথে চীন-রাশিয়া বলয় মুখোমুখি দাঁড়াবে। ইউক্রেন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি না ঘটে এটি আরো বিস্তৃত হলে সেটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যাপারে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ মানে এতে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের আশঙ্কা।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হোক বা না হোক, বিশ্বব্যাপী নতুন করে স্নায়ুযুদ্ধের মেরুকরণ ঘটতে শুরু করেছে। এই পরিবেশে বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান যেখানে, তাতে কোনোভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার সাথে সংঘাতে যাওয়ার অবস্থা নেই। সরকার ভারত-রাশিয়া-চীন বলয়ে আশ্রয় নিতে গিয়ে পাশ্চাত্য বলয়ের বৈরিতার মধ্যে পড়লে অর্থনৈতিকভাবে সংকটে পড়বে। রোহিঙ্গা ইস্যুর মতো সংবেদনশীল বিষয়ে বৈশ্বিক সমর্থন প্রশ্নে দেশকে চরম এক বিপর্যয়ের মোকাবেলা করতে হবে।

পশ্চিমা দেশগুলো মানবাধিকার, গণতন্ত্র, প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সরকার সাড়া না দিয়ে চীন-রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত একনায়কত্ব ব্যবস্থার দিকে গেলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিণতি অনিশ্চয়তার দিকে যেতে পারে। চীন-রাশিয়ার প্রধান মিত্র উত্তর কোরিয়া, ভেনিজুয়েলা, নিকারাগুয়া বা মিয়ানমারের মতো পরিস্থিতি বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সেটি বলার প্রয়োজন পড়ে না।

এ অবস্থায় গণতন্ত্র মানবাধিকার ও জবাবদিহিতার পথের বিকল্প বাংলাদেশের সামনে নেই। এর অর্থ কোনোভাবেই চীন-ভারত-রাশিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ নয়। তবে কৌশলগত সমীকরণে উদার গণতন্ত্র ও মুক্তবাজার দুনিয়ার সাথে সংশ্লিষ্টতা বজায় রাখার কোনো বিকল্প এ সময়ে নেই।

বাংলাদেশে ছোটবড় প্রকল্পগুলোর এই নির্মাণ ব্যয়ের সাথে তুলনীয় দেশগুলোর ব্যয়ের কোনো মিল নেই। এই যে একটি প্রকল্পের বাস্তব ব্যয়ের চেয়ে ৬-৭ গুণ পর্যন্ত বেশি ব্যয়ে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, তাতে অর্থনীতিতে ক্ষতি হচ্ছে। ২০ কোটি টাকার একটি রাস্তা ১০০ কোটি টাকায় নির্মাণের অর্থ হলো, জিডিপিতে ১০০ কোটি টাকার হিসাব করা হলেও এর বাস্তব অবদান হবে এক-পঞ্চমাংশ। এর মাধ্যমে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক আকার অস্বাভাবিক স্ফীত হয়ে যাচ্ছে; যার প্রভাব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও অগ্রগতিতে পড়বে। কোনো প্রকল্পে কয়েক গুণ বেশি অর্থ ব্যয়ের কারণে শুরু থেকে প্রকল্পটি রুগ্ন হয়ে পড়ে। এর রিটার্ন থেকে দায় পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। যা ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবার পকেট থেকে যায়।

প্রতি বছর দুই বিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি বৈদেশিক দায় শোধ করতে হচ্ছে এখন, যা দুই বছর পর চার বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

দেশের এ সংকটের সমাধান হতে পারে দুর্নীতিকে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা। তিন-চারগুণ খরচে প্রকল্প বাস্তবায়ন বন্ধ করে জাতীয় সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো। এটি করা হলে বাজেটে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আসবে।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও জনগণের দুর্ভোগ

ড. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম আলোচ্য বিষয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য আকাশচুম্বী। ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এসব পণ্যের মূল্য। কোনো কোনো পণ্যের মূল্য দ্বিগুণ, তিনগুণ বেড়েছে। কয়েক মাস ধরে এসব পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে চরম বিপাকে পড়েছেন দেশের সাধারণ মানুষ। নিত্য দরকারী পণ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধিতে খেটে খাওয়া মানুষের পাশাপাশি মধ্যবিত্তরাও দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। চাল, ডাল, তেল, পেঁয়াজ, রসুনসহ সবকিছুতেই অগ্নিমূল্য ফলে জনদুর্ভোগ চরমে উঠেছে। হু হু করে পণ্যসামগ্রীর দাম যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে জীবনধারণ কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। বিগত কয়েকমাস ধরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশনসহ সকল গণমাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিসংক্রান্ত রিপোর্ট নিয়মিতভাবে প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়ে আসছে।

একথা আজ অকাট্য সত্য যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসহ প্রায় সকলপ্রকার সামগ্রীর মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে পড়েছে। এমন কোনো আইটেম নেই, যার দাম কমেছে বলে শোনা যায়। একজন খেটে খাওয়া অসহায় সাধারণ নাগরিকের ব্যক্তিগত আয় রোজগারের সাথে এই মূল্যবৃদ্ধির কোনো সামঞ্জস্য নেই। বাজারের অবস্থা বর্তমানে এমনই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, বাজার ব্যবস্থার যে একটি স্বাভাবিক নিজস্ব নিয়ম-কানুন থাকে, তাও ভেঙে পড়ার উপক্রম। একের পর এক মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কাই এখন বাজারের স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা দেশের সীমিত আয়ের মানুষের জীবনে যে কীভাবে শোচনীয় পরিণতি ডেকে আনে, তা বোধকরি না বললেও চলে। ২০২২ সালে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বিগত দিনের সব রেকর্ড ছড়িয়ে গেছে।

চাল নিয়ে চালবাজি থামছেই না। চালের পাশাপাশি বেড়েছে আলুর দামও। ভোজ্যতেলের মূল্য বিস্ফোরণের পর এবার চালের বাজারে অস্থিরতা শুরু হয়েছে। ইরি-বোরোর ভরা মওসুমে চালের দাম স্বাভাবিক থাকার কথা থাকলেও বাজারে দেখা যাচ্ছে তার উল্টো চিত্র। মে ২০২২-এর শেষ সপ্তাহ থেকে চালের বাজার রহস্যজনকভাবে অশান্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিদিনই দাম বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। এমনিতেই তেল, চিনি, ডালসহ অন্যান্য নিত্যপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আর চালের দাম লাগামহীনভাবে বাড়তে থাকায় চরম বিপাকে পড়ছে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের মানুষ। বিষয়টি এখন রীতিমতো জনদুর্ভোগে রূপ নিতে শুরু করেছে। এ সময় প্রতিবছর দাম কমে। এবার তার উল্টো চিত্র। বলা হচ্ছে, এই মূল্যবৃদ্ধি অযৌক্তিক। মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের কারসাজি এবং মজুদদারি দাম বৃদ্ধির কারণ। আসলে পুরো ব্যাপারটাই সবার জানা। মজুদদারদের ছাড় দিয়ে ইচ্ছেমতো ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া প্রবাদটি আজ চরম সত্য হয়ে পড়েছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির যাঁতাকলে অসহায় মানুষের দুঃখের কথা বলার কোনো জায়গাও নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে ক্ষোভ। পণ্যের দাম অযৌক্তিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ক্রেতারা ক্ষীপ্ত।

এখানে উল্লেখ্য যে, সারা পৃথিবীর অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতির একটি সাধারণ মিল হলো, করোনা মহামারির প্রভাব শেষ হতে না হতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এ যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ববাজারে বেশ কিছু পণ্যের যোগানে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে মূলত উৎপাদন ও সরবরাহ চেইনে সমস্যার কারণে। ফলে দেশে ঐসব পণ্যের দাম বাড়ছে। দুর্ভাগ্যক্রমে ওই প্রতিটি পণ্যই বাংলাদেশের অতি প্রয়োজনীয় আমদানি পণ্য। যেমন- বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রভাবে এরই মধ্যে আমদানি ব্যয় বেড়ে গেছে। দেশেও তেল, গ্যাস, বিদ্যুতের দাম বাড়নোয় দেশিয় পণ্যের উৎপাদন খরচ বেড়ে পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। রাসায়নিক সার ও গম বেশি দামে আমদানি করতে হবে।

অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. আব্দুল বারকাত বলেছেন, বিপজ্জনক আয় বৈষম্যের দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির বিকল্প বাজেট পেশ অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন। মূল্যস্ফীতি পণ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে নতুন দরিদ্র হয়েছে ২১ লাখ মানুষ। করোনাকালে বাংলাদেশে তিন কোটির বেশি মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়ে পড়েছিল। করোনার প্রকোপ কমে যাওয়াতে এই সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তবে সাম্প্রতিক

সময়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেড়ে যাওয়ায় দেশের ২১ লাখ মানুষ নতুন করে দরিদ্র হয়ে পড়েছে। মূল্যস্ফীতি এবং দারিদ্র্যের ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া ধীর গতিতে হওয়ায় 'নতুন দরিদ্রের' হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮.৫৪ শতাংশে। চলমান মূল্যস্ফীতির কারণে বাংলাদেশের স্বল্প আয়ের পরিবারগুলো তাদের প্রকৃত আয়, খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রয়োজনীয় খরচের ক্ষেত্রে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেসরকারি সংগঠন পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এবং ব্রাক ইনস্টিটিউশন অব গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (বিআইজিডি) এর গবেষণায় এই চিত্র পাওয়া গেছে। ৫ই জুন, ২০২২ এক ভার্চুয়াল ব্রিফিং এ গণমাধ্যমের কাছে পিপিআরসি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান 'মূল্যস্ফীতি, খাপখাওয়ানো ও পুনরুদ্ধারের প্রতিবন্ধকতা' শীর্ষক জরিপের ফলাফল তুলে ধরেন। বক্তব্য রাখেন বিআইজিডি এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইমরান মতিন। জরিপে অংশ নেওয়া অর্ধেকের বেশি পরিবার বিশ্বাস করে, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির পেছনে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসনের অভাব রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশই চায়, সরকার সিন্ডিকেট এবং দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ীদের আইনের আওতায় আনুক। যদিও তাদের এক তৃতীয়াংশের পরামর্শ ছিল পণ্য মূল্য হ্রাস করা, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের পরিবারের জন্য।

দরিদ্র্য জর্জরিত দেশে দ্রব্যমূল্য বাড়ানো ব্যবসায়ী মজুদদারদের একটা কৌশল। তারা সুযোগ পেলেই পণ্যের দাম বাড়ায়। বিক্রেতারা বা দোকানদারেরা ঐক্যবদ্ধ। ক্রেতা বা ভোক্তা সাধারণ ঐক্যবদ্ধ নয়। এদেশে বিক্রেতা সাহস করে ইচ্ছেমতো পণ্যের দাম হাঁকে। আর ক্রেতা দর কষাকষি করে যতটা কমে পারে তা কেনে। এ দেশে উৎপাদন ব্যয় ও অন্যান্য খরচ মিলে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হয়নি।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণসমূহ :

বাংলাদেশে ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণসমূহ নিম্নরূপ-

১. ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট

ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। মধ্যস্বত্বভোগী আর সিন্ডিকেটের কবলে দেশবাসী। সরকারও বিভিন্ন সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য এসব ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকেই দায়ী করছে। ব্যবসায়ীরা সিন্ডিকেট করে কুটিল কারসাজির মাধ্যমে পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে কোটি কোটি টাকা হস্তগত করে, এটি ইসলামে নিষিদ্ধ। অন্যের হক এভাবে হস্তগত করার দায়ে আখেরাতে তো বিপর্যয় আসবেই, দুনিয়াতেও এর কুফল দেখা দেয় মারাত্মকভাবে। দুনিয়ার কুফল বিভিন্নভাবে হতে পারে।

যেমন-

ক. এতে ক্রেতাসাধারণের ভোগান্তি বৃদ্ধি পায়।

খ. অল্প সংখ্যক ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট করে অন্যের সম্পদ হরণ দ্বারা পুঁজিপতি হয়ে ওঠে এবং এতে করে সম্পদ বণ্টন বৈষম্য সৃষ্টি হয়ে অর্থনৈতিক সমস্যা বৃদ্ধি পায়।

গ. এতে স্বয়ং ব্যবসায়ীই দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের অসদাচরণ সম্পর্কে ক্রেতাগণ যখন অবহিত হবে, তখন ব্যবসায়ের সুনাম (Goodwill) নষ্ট হবে। এ সুনাম ব্যবসায়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ (Asset)। সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীরা দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ বাজার সিন্ডিকেটের সাথে সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট একশ্রেণির ব্যক্তিদের সাথে অশুভ আঁতাতের কারণে চলছে সীমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ওই সিন্ডিকেট সরকারকেও তোয়াক্কা করে না।

২. মজুদদারী :

মজুদদারী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। একশ্রেণির অতি মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদ গড়ে তুলে বাজার নিয়ন্ত্রণ করে বলে প্রায়ই অভিযোগ ওঠে। অন্যকথায় মজুদদারীর মাধ্যমে অসাধু ব্যবসায়ীরা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। তারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে হঠাৎ করে বা পরিকল্পিতভাবে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয়। মজুদদারি আরবী প্রতিশব্দ 'ইহতিকার' এবং ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Hoarding'। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, পশু-পাখির খাদ্য হোক বা মানুষের ব্যবহার্য দ্রব্যই হোক, ক্রয় করে মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাজারজাত না করে আটকিয়ে রাখাকে 'ইহতিকার' বলে।

অবৈধ মজুদদাররা ইসলামে ঘৃণিত। কোনো পণ্য মজুদদারির মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়, ফলে পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায়। এতে বিক্রেতা অধিক মুনাফা পায়, আর অধিকাংশ ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহানবী (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দাম বৃদ্ধির জন্য গুদামজাত করে রাখে সে অপরাধী। তবে মাল মজুত করলেই কেউ অপরাধী হবে না। উমর ফারুক (রা) হতে বর্ণিত, মহানবী (স) বলেছেন, কেউ যদি বাহির থেকে শস্য সংগ্রহ করে বাজার দামে বিক্রি করে, তার এ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রশংসিত। অপরদিকে

ভবিষ্যতে দাম বাড়ার উদ্দেশ্যে কেউ যদি পরিকল্পনা করে খাদ্যশস্য আটকে রাখে, তাহলে সে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে দূরে সরে পড়লো। মহানবী (সা) বলেছেন, যে ব্যবসায়ী খাদ্যশস্য গুদামজাত করে এ উদ্দেশ্যে যে, মূল্যবৃদ্ধি হলে তা বিক্রি করবে, আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে দুনিয়াতে অভাব অনটন ও রোগ ব্যাধির মধ্যে রাখবেন। সংকটকালে দ্রব্যমূল্য বাড়ানো ব্যবসায়ী মজুদদারদের একটা কৌশল।

৩. চাঁদাবাজি :

মূল্যবৃদ্ধির কারণের মধ্যে পরিবহনে যত্রতত্র চাঁদাবাজিও একটি কারণ। রাস্তায় রাস্তায় এবং বাজারে, ফুটপাতে, পণ্য বিক্রয় স্থানে চাঁদাবাজির ফলে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। শিল্প মালিক, উদ্যোক্তা, উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের ওপর মোটা অঙ্কের চাঁদাবাজি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ব্যবসায়ী এবং উৎপাদকরা চাঁদাবাজদের প্রদত্ত চাঁদার ক্ষতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে পুষিয়ে নেয়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ ভোক্তারা। অন্যকথায় চাঁদাবাজির কারণেই সাধারণ মানুষ পণ্যমূল্য আগ্রাসনের শিকার হয়। উৎপাদক তার পণ্যের মূল্য না পেলেও চাঁদাবাজদের প্রাপ্তিতে কোনো ঘাটতি নেই। নানা উপলক্ষ্যেও চাঁদা দাবি করা হয়। ব্যবসায়ী, দোকানদার, আড়তদার প্রতিদিন অভিনব চাঁদাবাজির শিকার হয়। শীর্ষ সন্ত্রাসীদের দাবিকৃত মোটা অংশের চাঁদা দিতে ব্যত্যয় ঘটলে ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তারা সন্ত্রাসী হামলার শিকার হচ্ছে। চাঁদাবাজরা জোরপূর্বক অর্থ আদায় করে থাকে। চাঁদাবাজি এক ধরণের জুলুম।

৪. আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি :

আন্তর্জাতিক বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রভাব অভ্যন্তরীণ বাজারেও পড়ে। আন্তর্জাতিক বাজারে কোনো পণ্যের দাম বেড়ে গেলে অভ্যন্তরীণ বাজারে স্বাভাবিকভাবেই এর মূল্য বেড়ে যায়। নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার জন্য ব্যবসায়ীরা প্রায়শই আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কথা বললেও প্রকৃতপক্ষ আন্তর্জাতিক বাজারের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি মূল্যে পণ্য বিক্রি করছেন পাইকারি ব্যবসায়ীরা।

৫. শুল্ক বৃদ্ধি :

শুল্ক বৃদ্ধির কারণেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। সরকার এরূপ পরিস্থিতিতে কোনো কোনো পণ্যের শুল্ক কমিয়ে দেয়। কিন্তু অনেক সময় প্রভাবশালী অসাধু ব্যবসায়ীগণ পার পেয়ে যাওয়ার ফলে শুল্ক কমানো সত্ত্বেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দ্রব্যমূল্য কমে না।

৬. বাংলাদেশে অতি মুনাফালোভী :

অসাধু একটি চক্র প্রায়ই বাজারকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা চালিয়ে থাকে, যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ ভোক্তাগণ। এরা প্রায়শই পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট। তারা ছলেবলে কৌশলে কয়েকদিন পরপর অযথা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি করে সরকারের সাথে জনগণের দূরত্ব সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত রয়েছে। এ অসাধু চক্রকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব সরকারের।

৭. অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থায় সুশাসনের অভাব :

এদেশের অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থায় সুশাসনের অভাব রয়েছে। যে কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু মূল্যস্ফীতিই নয় বরং বাজারভেদে একই পণ্যের মূল্যের ভিন্নতা নিয়ে সম্প্রতি গুরুতর প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি সরকারি সংস্থাগুলোর মূল্য তালিকায় রয়েছে নানা ধরণের অসঙ্গতি। যা বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থার নৈরাজ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি), কৃষি বিপণন অধিদফতর ও সিটি কর্পোরেশনের মূল্য তালিকায় রয়েছে নানা ধরনের অসঙ্গতি। খুচরা বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দামের ক্ষেত্রে এক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্যটির কোনো সামঞ্জস্য নেই। ভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মূল্য তালিকার সঙ্গে বাজার দরেও বিস্তর ফারাক রয়েছে। একই পণ্য একেক বাজারে একেক দামে বিক্রি হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সর্বোপরি সংস্থাগুলো বাজারে নিত্যপণ্যের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম প্রদর্শন করছে। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দৈনিক যে মূল্য তালিকা করছে তা নিয়ে নানা ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। এতে সরকারের নীতি নির্ধারকরা পণ্যের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে জানতে পারছেন না। অন্যদিকে বাজারে অভিযানে গিয়ে তদারকি প্রতিষ্ঠানগুলো পড়ছে বড় ধরনের বিপাকে। ভোক্তারা অভিযোগ করছেন, তারা প্রতিনিয়ত প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। সরকারিভাবে পণ্যের যে মূল্য তালিকা দেওয়া হচ্ছে তার সাথে বাস্তবতার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে প্রতারিত হচ্ছেন সাধারণ ভোক্তারা।

৮. জবাবদিহিতার অভাব :

সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে এ কথা বলা অসঙ্গত নয় যে, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতার মনোভাব কমে গেছে। ফলে নিত্যপণ্যের দাম বেড়ে নাগরিকদের দুর্ভোগ অনেক বাড়লেও গা করছেন না কেউ।

৯. ভ্যালু এডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) :

১৯৯০ সালের শেষের দিকে ভ্যালু এডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। ভ্যাট বিশ্বের সবচেয়ে আধুনিক কর আদায় ব্যবস্থা। পদ্ধতি যত ভালোই হোক না কেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের একশেণির কর্মকর্তারা ব্যাপক দুনীতির কারণে ভ্যাট কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় সুফল দিতে পারেনি। ভোক্তারা সর্ব পর্যায়েই ভ্যাট দিচ্ছেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোষাগারে তা ঠিকমতো জমা হচ্ছে না। এতে কিছু মানুষ লাভবান হলেও সরকার এবং ভোক্তারা তথা সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিভিন্ন সময় প্রতিষ্ঠান থেকে একজন ভোক্তা যখন কোনো পণ্য ক্রয় করেন, তখন তিনি পণ্যের প্রকৃত মূল্যের ভ্যাট পরিশোধ করেন। কিন্তু ব্যবসায়ীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভোক্তা বা ক্রেতাকে ভ্যাট চালানপত্র প্রদান করেন না। ফলে ক্রেতার নিকট থেকে আদায়কৃত ভ্যাট অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতিই নীতি, অন্য কিছু ব্যতিক্রমধর্মী। (Corruption becomes the rule rather than the exception)।

১০. জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সমন্বয় না থাকা :

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হচ্ছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সমন্বয় না থাকা। জনসংখ্যার চাহিদা কত এবং কী পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন, তা মাথায় নিয়ে পরিকল্পনা করলে পণ্যবাজার স্থিতিশীল রাখা সম্ভব। তা করা হচ্ছে না। এ সময়ের মধ্যে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বর্ধিত এই বড় ধরনের ত্রুটি রয়েছে। অন্যদিকে সরকার বলছে, আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। যদি তাই হয় তাহলে চাল, ডাল, শাক-সবজিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বাড়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। চাল আমদানিরও প্রয়োজন পড়ত না।

১১. রিবা বা সুদ :

রিবা বা সুদের উপস্থিতির ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সুদবিহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদনকারী, উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী উৎপাদনের খরচের উপর পরিবহন খরচ, শুল্ক (যদি থাকে), অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং স্বাভাবিক মুনাফা যোগ করে থাকে। কিন্তু সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে পণ্যদ্রব্যের এই স্বাভাবিক মূল্যের ওইসব অনুষঙ্গের সাথে উপর্যুপরি সুদ যোগ করে দেওয়া হয়। দ্রব্য বিশেষের উপর তিন থেকে চার বার পর্যন্ত, ক্ষেত্র বিশেষে তারও বেশীবার সুদ যুক্ত হয়ে থাকে ফলে দ্রব্য সমাগ্রী মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে থাকে। মানুষ নিষ্পেষিত হয় দ্রব্যমূল্যের যাতাঁকলে। ভোক্তাকে নিরূপায় হয়েই সুদের জন্য সৃষ্ট এই চড়া মূল্য দিতে হয়। সুদনির্ভর অর্থনীতিতে এ ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

১২. মুক্তবাজার অর্থনীতির ধুয়া:

তখন বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থা পোষ্টমর্ডানিজম নামে মুক্তবাজার অর্থনীতির ছদ্মাবরণে একটি চিহ্নিত মহল রাজত্ব করে যাচ্ছে। মুক্তবাজারের নামে বাজারের নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে মুনাফালোভী অসৎ কালোবাজারী, চোরাকারবারীদের হাতে। দফায় দফায় জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিতে তাই তাদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। টমাস মুলার বলেছেন, "অর্থ ও ক্ষমতার লোভে মানুষ যেকোনো পর্যায়ে নেমে পারে। আজকের বাংলাদেশ এর বাস্তব প্রমাণ।

১৩. ভোক্তাদের অধিকার রক্ষায় পর্যাপ্ত আইন না থাকা :

বাংলাদেশে ভোক্তাদের অধিকার রক্ষায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর রয়েছে। এছাড়া সুনির্দিষ্ট আইন পাশ হয়েছে। আরও আইন প্রণয়ন করা হবে হবে করে কেটে গেছে অনেক দিন। এসব ফাঁক-ফোকরের কারণে সুষ্ঠু বাজার গড়ে উঠছে না। সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় দ্রব্যমূল্য বাড়ছে ব্যবসায়ীদের ইচ্ছায়। বাজার সিন্ডিকেটের সাথে অসাধু ব্যবসায়ীদের সম্পৃক্ততা রয়েছে। যারা সরাসরি সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট।

১৪. অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়া :

অতিরিক্ত পরিবহন ভাড়াও দ্রব্যমূল্যের উপর প্রভাব ফেলে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য এদিকেও নজরদারি বাড়াতে হবে। পরিবহন খরচ বেশি এ অজুহাতে ব্যবসায়ীরা দফায় দফায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ায়।

১৫. কালো টাকার মালিকদের দৌরাত্ম্য :

কালো টাকার মালিকদের দৌরাত্ম্যে ভোগ্যপণ্যের মূল্য প্রতিদিন বৃদ্ধি পায়। কালো টাকার মালিকরা সাধারণত ক্ষমতার কাছাকাছি অবস্থান করে। কালো টাকার প্রভাব বাজারকে অস্থির করে তোলে।

১৬. ভোক্তারা সংগঠিত না থাকা :

বাংলাদেশের ভোক্তারা সংগঠিত নয়। ভারতসহ অন্য কোনোও দেশে ভোগ্যপণ্যের সামান্য মূল্য বাড়লে দেশ অস্থির হয়, বাংলাদেশে সেটা হয় না। তাই ব্যবসায়ীরা ইচ্ছেমতো জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দিয়ে ক্রেতাদের শোষণ করার সুযোগ পায়।

১১৬ আলেমের বিরুদ্ধে শ্বেতপত্র দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অংশ

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান

গণকমিশনের বক্তব্য: সম্প্রতি দেশের ১১৬ শীর্ষস্থানীয় আলেম, ওয়ায়েজ, পীর ও মাশায়েখকে সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ও ধর্মব্যবসায়ী বলে আখ্যায়িত করে সেই সাথে এক হাজার মাদ্রাসার নাম তালিকা দিয়ে শ্বেতপত্র দূর্নীতি দমন কমিশন ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নিকট জমা দিয়েছে তথাকথিত ঘাতক দালাল নির্মুল কমিটি ও জাতীয় সংসদের আদিবাসী ও সংখ্যালঘু বিষয়ক ককাসের যৌথ উদ্যোগে গঠিত গণকমিশন। গণকমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি শামসুদ্দিন মানিকের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল গত ১১মে দুদক চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ মঈনউদ্দিন আব্দুল্লাহ ও মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. কামাল উদ্দিন আহমেদের হাতে 'বাংলাদেশে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের ২০০০ দিন শীর্ষক ২২০০ পৃষ্ঠার শ্বেতপত্র তুলে দেয়। গণকমিশন সূত্র মতে স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল গত ১২ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে শ্বেতপত্রের মোড়ক উম্মোচন করেন।

অভিযোগের বিষয়বস্তু: জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য আলেমদের বিরুদ্ধে সারাদেশে মৌলবাদী তৎপরতা, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, জ্বালাও-পোড়াও, অনিয়ম দূর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ করা হয়েছে শ্বেত পত্রে।

অভিযুক্তদের নাম: ১. মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলিপুরী, ২. মাওলানা সাজিদুর রহমান, ৩. মুফতি রেজাউল করিম, ৪. মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করিম, ৫. মাওলানা খোরশেদ আলম কাসেমী, ৬. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (বাশার), ৭. মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব, ৮. মুফতি দিলওয়ার হোসাইন সাইফী, ৯. মাওলানা সাইয়্যেদ কামাল উদ্দিন জাফরী, ১০. মাওলানা মাহমুদুল হাসান ভূজপুরী, ১১. মাওলানা মাহমুদুল হাসান ফতেহপুরী, ১২. মাওলানা মুহিব খান, ১৩. মুফতি সাঈদ আহমদ কলরব, ১৪. মুফতি দিলাওয়ার হোসাইন, ১৫. মাওলানা গিয়াস উদ্দিন তাহেরী, ১৬. মাওলানা আব্দুর রহিম বিপ্লবী, ১৭. মাওলানা আরিফ বিল্লাহ, ১৮. মাওলানা বজলুর রশিদ, ১৯. মুফতি নাজিবুল্লাহ আফসারী, ২০. মাওলানা ওয়াসেক বিল্লাহ নোমানী, ২১. মুফতি নূর হোসেন নুরানী, ২২. মুফতি কাজী ইব্রাহিম, ২৩. মাওলানা গোলাম রাব্বানী, ২৪. মাওলানা মুজাফফর বিন মহসিন, ২৫. মাওলানা মোস্তফা মাহবুবুল আলম, ২৬. মাওলানা মাহমুদুল হাসান গুনবি, ২৭. মাওলানা শায়েখ সিফাত হাসান, ২৮. মাওলানা মোহাম্মদ রাকিব ইবনে সিরাজ, ২৯. মাওলানা ফয়সাল আহমদ হেলাল, ৩০. মাওলানা মতিউর রহমান মাদানী, ৩১. মাওলানা মুজিবুর রহমান, ৩২. মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবী, ৩৩. মাওলানা হাফিজুর রহমান ছিদ্দীকী, ৩৪. মাওলানা আজিজুল ইসলাম জালালী, ৩৫. মাওলানা মেরাজুল হক কাসেমী, ৩৬. মুফতি মুহসিনুল করিম, ৩৭. মাওলানা আব্দুল বাসেত খান, ৩৮. মাওলানা আবদুল খালেক সাহেব শরিয়তপুরী, ৩৯. মুফতি মাহমুদ উল্লাহ আতিকী, ৪০. মুফতি উসমান গণি মুছাপুরী, ৪১. মাওলানা আবু নাঈম মুহাম্মাদ তানভীর, ৪২. মুফতি শিহাবুদ্দীন, ৪৩. মুফতি মুসতাঈন বিল্লাহ আল-উসওয়ায়ী, ৪৪. মাওলানা আশরাফ আলী হরষপুরী, ৪৫. মাওলানা জাকারিয়া, ৪৬. মুফতি আমজাদ হোসাইন আশরাফী, ৪৭. মুফতি আনোয়ার হোসাইন চিশতী, ৪৮. মাওলানা আতিকুল্লাহ, ৪৯. মাওলানা বশির আহমদ, ৫০. মাওলানা সিরাজুল ইসলাম মিরপুরী, ৫১. মাওলানা রিজওয়ান রফিকী, ৫২. মাওলানা আবরারুল হক হাতেমী, ৫৩. মাওলানা রাফি বিন মুনির, ৫৪. মাওলানা আনোয়ারুল ইসলাম জাবেরী, ৫৫. মাওলানা মোতাসিম বিল্লাহ আতিকী, ৫৬. মুফতি শেখ হামিদুর রহমান সাইফী, ৫৭. মাওলানা আজহারুল ইসলাম আজমী, ৫৮. মাওলানা কামাল উদ্দিন দায়েমী, ৫৯. মাওলানা কামাল উদ্দিন কাসেমী, ৬০. মাওলানা মুফতি রুহুল আমিন নুরী, ৬১. মাওলানা মাজহারুল ইসলাম মাজহারী, ৬২. মাওলানা মাহমুদুল হাসান ফেরদাউস, ৬৩. মুফতি এহসানুল হক জিলানী, ৬৪. মাওলানা মাহবুবুর রহমান জিহাদি, ৬৫. মুফতি আব্দুল হক, ৬৬. মুফতি শাহিদুর রহমান মাহমুদাবাদী, ৬৭. মাওলানা ইসমাঈল বুখারী, ৬৮. মাওলানা জয়নুল আবেদীন হাবিবী, ৬৯. মাওলানা ইউসুফ বিন এনাম, ৭০. মাওলানা শাববীর আহমদ উসমানী, ৭১. মুফতি জাহিদুল

ইসলাম যায়েদ, ৭২. মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম জামী, ৭৩. মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, ৭৪. মাওলানা ইসমাইল হোসাইন, ৭৫. মুফতি আব্দুর রহিম হেলালী, ৭৬. মুফতি ওমর ফারুক যুক্তিবাদী, ৭৭. মাওলানা মুশাহিদ আহমদ উজিরপুরী, ৭৮. মাওলানা কাজিম উদ্দীন (অন্ধ হাফেজ), ৭৯. মাওলানা ফেরদাউসুর রহমান, ৮০. মুফতি হারুনুর রশিদ, ৮১. মাওলানা আবুল কাসেম, ৮২. মুফতি ওয়ালী উল্লাহ, ৮৩. মাওলানা আবু নাঈম মুহাম্মাদ তানভীর, ৮৪. মাওলানা জাকারিয়া নাটোর, ৮৫. মাওলানা আবুল হাসান (সাদী), ৮৬. মুফতি রুহুল আমিন নুরী, ৮৭. মুফতি মামুনুর রশিদ কামালী, ৮৮. মাওলানা আবদুল কালাম আজাদ, ৮৯. মাওলানা ডা. সিরাজুল ইসলাম সিরাজী (নওমুসলিম), ৯০. মাওলানা শামসুল হক যশোরী (নওমুসলিম), ৯১. মুফতি হাবিবুর রহমান মিসবাহ, ৯২. মাওলানা মুফতি ওলিউল্লাহ, ৯৩. মাওলানা বেলাল হুসাইন ফারুকী, ৯৪. মুফতি ওমর ফারুক যুক্তিবাদী, ৯৫. মাওলানা আমির হামজা, ৯৬. মাওলানা মিজানুর রহমান আযহারী, ৯৭. মাওলানা তারেক মনোয়ার, ৯৮. মাওলানা আব্দুল হালিম বোখারী, ৯৯. মাওলানা আতাউল্লাহ হাদেমী, ১০০. মাওলানা আ.ফ.ম খালিদ হোসেন, ১০১. মাওলানা মামুনুল হক, ১০২. মুজিবুর রহমান হামিদী, ১০৩. মাওলানা মুশতাকুন্নবী, ১০৪. মাওলানা সালাহ উদ্দীন নানুপুরী, ১০৫. মাওলানা কুতুব উদ্দীন নানুপুরী, ১০৬. মাওলানা বেলাল উদ্দীন, ১০৭. মাওলানা রফিকুল ইসলাম মাদানী, ১০৮. মাওলানা রুহুল আমিন যুক্তিবাদী, ১০৯. মাওলানা আবুল কালাম বয়ানী, ১১০. মাওলানা রফিকুল্লাহ আফসারী, ১১১. মাওলানা আব্দুল্লাহ আল-আমিন, ১১২. মাওলানা মোয়াজ্জেম হোসাইন সাইফী, ১১৩. মাওলানা আলাউদ্দীন জিহাদি, ১১৪. মাওলানা আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া, ১১৫. জৈনপুরী সিলসিলার মাওলানা এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী এবং ১১৬. মাওলানা মাহবুবুর রহমান জৈনপুরী।

এছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানের ডিসি, এসপি, ইউএনওসহ বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে এ শ্বেতপত্রে জানানো হয়েছে, তারা মৌলবাদী ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে উস্কানি দিচ্ছেন।

অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম: গণকমিশনের তথ্য মতে সারাদেশ কওমী মাদ্রসার সংখ্যা ৩৩০০০। এর মধ্যে বেফাকের অধিভুক্ত মাদ্রাসার ১৩ হাজার ২০০টি। মূলত যেসব মাদ্রাসার ছাত্র সংখ্যা ২০০ এর নীচে তাদেরকে তালিকায় রাখা হয়নি। ১০০০ (এক হাজার) মাদ্রাসাকে তারা কালো তালিকাভুক্ত করেছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. জামিয়া ঢালকা নগর মাদ্রাসা, ঢাকা
২. জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম, ফরিদাবাদ, সূত্রাপুর, ঢাকা
৩. জামিয়া ইসলামিয়া, লালমাটিয়া, লালমাটিয়া, ঢাকা
৪. আল- মারকাযুল ইসলামী, নারায়ণগঞ্জ
৫. দারুর রাশাদ মাদ্রাসা, মিরপুর ১২
৬. জামিয়া নুরিয়া আশরাফাবাদ, কামরাঙ্গিরচর ঢাকা
৭. ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, বসুন্ধরা ঢাকা
৮. জামিয়া কুরআনিয়া লালবাগ, ঢাকা এছাড়া বাংলাদেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ কওমী মাদ্রাসা।

অভিযোগকারীদের পরিচয়:

চেয়ারপার্সন: বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক
যুগ্ম চেয়ারপার্সন: জনাব ফজলে হোসেন বাদশা এমপি
সদস্য: লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির, বিচারপতি গোলাম রব্বানী, বিচারপতি শামসুল হুদা, রাশেদ খান মেনন এমপি, হাসানুল হক ইনু এমপি, সাংবাদিক শফিকুর রহমান এমপি, মানবাধিকার কর্মী আরমা দত্ত এমপি, অধ্যাপক অনুপম সেন, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, মুক্তিযোদ্ধা সাহাবুদ্দিন চুপ্পু, হাফেজ মাওলানা জিয়াউল হাসান, আসিফ মুনীর তন্ময়, ব্যারিস্টার নাদিয়া চৌধুরী, অধ্যাপক ডা. উত্তম বড়ুয়াসহ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ।
সদস্য সচিব: ব্যারিস্টার তুরিণ আফরোজ।

অভিযোগের উদ্দেশ্য: রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, শ্বেতপত্র প্রকাশকারীদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে। গণকমিশন, গণআদালত ও গণজাগরণ মঞ্চ একই সূত্রে পাঁথা। মানবতাবিরোধী বিচারের নামে যারা আলেম উলামাদের হত্যা করেছে এবং ইসলামী শক্তিগুলোকে এদেশ থেকে মিটিয়ে দিতে চায় তারাই মূলত ১১৬জন আলেমের বিরদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এটা বাস্তবায়নে তারা ধাপে ধাপে অগ্রসর হবে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন, শ্বেতপত্র প্রকাশের নেপথ্যে উদ্যোক্তাদের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা রয়েছে। ধাপে ধাপে বাস্তবায়নে তারা অগ্রসর হবে। গণকমিশন, গণ-আদালত, গণজাগরণ মঞ্চের সাথে গণসম্পৃক্ততা বা এগুলোর আইনগত ভিত্তি না থাকলেও 'পাকা খেলোয়াড়'রা এর পেছনে সক্রিয়। শক্তিশালী থিংক ট্যাংক কাজ করে যাচ্ছে। বৈশ্বিক পরিমন্ডলে ইসলামোফোবিয়া বিশেষত উপমহাদেশীয় ঘটনাপ্রবাহ ও বাস্তবতার সাথে শ্বেতপত্র প্রকাশের গভীর সংযোগ বিদ্যমান। মোটা দাগে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রাখা হয়েছে বলে বিশ্লেষকদের অভিমত-

১. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে দেশে একটি উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। ২. কওমি মাদরাসা শিক্ষার ঐতিহ্য ধ্বংস করা। ৩. ওয়াজ, নসিহত ও তাফসির

মাহফিলকে নিয়ন্ত্রণ করা। ৪. আলিম-ওলামা মাঠে নামলে 'জঙ্গিবাদের উত্থান' হিসেবে দেশ-বিদেশে প্রচার করা। ৫. সমাজে সম্মানিত ওলামা-মাশায়েখকে হেয় প্রতিপন্ন করা। ৬. মুসলিম বাঙালি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রাধান্য খর্ব করা এবং আমদানিকৃত সংস্কৃতির পথ সুগম করা। ৭. জাতীয় নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা। ৮. মুদ্রাস্ফীতি, নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ও শ্রীলঙ্কার ঘটনাপ্রবাহে জনগণের মধ্যে সৃষ্ট অস্থিরতা থেকে অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরানো। ৯. আলিম-ওলামা মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করলে দুর্বৃত্তদের মাধ্যমে স্যাবোটেজ করে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা। ফলে শীর্ষ আলিমদের বিরুদ্ধে ২০-৩০ টি মামলা দায়ের করা, নিকটাতীতে এর বহু নজির রয়েছে। ১০. বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘাতের দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে উপস্থাপন করা এবং দেশের ভাবমর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। ১১. মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদের স্লোগান তোলে বৈশ্বিক আগ্রাসী শক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ১২. শ্রদ্ধাভাজন ওলামা-মাশায়েখদের সরকারের মুখোমুখি করে একটি সঙ্ঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং উভয়পক্ষকে বেকায়দায় ফেলা। ১৩. মুসলিম তরুণদের মধ্যে সৃষ্ট ইসলামী জাগরণকে দমিয়ে রাখা। ১৪. 'মৌলবাদবিরোধী' বড় কোনো অভিযানের কৃতিত্ব প্রদর্শন করা।

ঘাদানিক ও গণকমিশন চাচ্ছে মাদরাসা শিক্ষা ও ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ যে দ্বীনে ইসলামের আলো পাচ্ছে সেটাকে বিনষ্ট করে দেয়া এবং মানবিক মূল্যবোধ যারা সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছেন তাদের দমিয়ে রাখা। ওয়াজ হাজার বছরের বাঙালি মুসলমানের সংস্কৃতি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয় এমন কোনো কথা ওয়ায়েজরা মাহফিলে বলেন না বরং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আবহ তৈরির জন্য জনগণকে আহ্বান করে থাকেন। ওলামায়ে কেরাম মাহফিলে মাদক, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, যৌতুক, ধর্ষণ, ইভটিজিং, নারী নির্যাতন, খুন-খারাবি, ব্যভিচারসহ নানা সামাজিক অপরাধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে জনগণকে সচেতন করে যাচ্ছেন। ইসলামের নির্দেশনা মেনে জীবন পরিচালনা করা, ইহজীবনে সমৃদ্ধি, পরকালে মুক্তি এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই ওয়াজের মূল সুর। ওয়ায়েজ ও আলিমদের শেকড় মজবুত। তৃণমূল পর্যায়ে রয়েছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা। তারা সামাজিক শক্তির প্রতিভূ। ধর্মচর্চা ও ধর্মীয় ভাবাবেগ বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের গভীরে প্রোথিত। এটিকে উপড়ে ফেলার প্রয়াস কোনো দিন সফল হবে না।

অভিযোগের অসংগতিঃ অভিযোগ ও প্রকাশিত তালিকা যে দায়সারা গোছের এবং একেবারে ঠুনকো তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এক হাজার মাদরাসার তালিকায় এমন অনেক মাদরাসার নাম আছে বাস্তবে যেগুলোর অস্তিত্ব নেই। চট্টগ্রামের দুটো মাদরাসার নামোল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো দোকান (ক্রমিক ৯৪-৯৫, শ্বেতপত্র, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৮৯)। বহু মুহতামিমের নাম উল্লিখিত হয়েছে যারা তিন-চার বছর আগে মারা গেছেন। ফেনীর সোনাগাজীর ওলামাবাজার হোসাইনিয়া মাদরাসার নামোল্লেখ করা হয়েছে তিনবার। মুহতামিম ও ছাত্র সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন (ক্রমিক ৩৪৫, ৪৮০ ও ৭৬৭, শ্বেতপত্র, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯৮৯, ১০০২, ১০১২)। তালিকায় ৩০ নম্বরে আছে মাওলানা মতিউর রহমান মাদানির নাম। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলার বাসিন্দা। ৪১ নম্বরে যার নাম আছে তিনি ইন্তেকাল করেছেন আগে। ৭৬ ও ৯৪ নম্বরে মুফতি ওমর ফারুক যুক্তিবাদীর নাম আছে দু'বার। ৪১ ও ৮৩ নম্বরে আছে মাওলানা আবু নাঈম মুহাম্মদ তানভিরের নাম। একই ব্যক্তির নাম দু'বার। এমনকি তালিকায় এমন ব্যক্তির নাম আছে যারা আদৌ ধর্মীয় বক্তা নন।

পরিশেষে বলা যায়, আলেম উলামারা বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের হৃদয়ে স্থান করে আছেন। জাতীয় উন্নতি অগ্রগতিতে তাদের অবদান অনস্বীকার্য। উনারা মন্ত্রি পরিষদে থেকেও দূর্নীতিমুক্ত থেকেছেন। জেল, যুলুমের শিকার হচ্ছেন কিন্তু আদর্শচ্যুত হচ্ছেন না, হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে যাচ্ছেন তবুও মাথা নোয়াচ্ছেন না, সাম্প্রতিক বন্যা সহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সবকিছু নিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, দেশের সকল শ্রেণী পেশার মানুষের কাছে কুরআনের আলো পৌঁছে দিচ্ছেন, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতি বন্ধনে রাখছেন অভুতপূর্ব অবদান। মসজিদ, মাদ্রাসা, মারকাযগুলোতে মানুষের আগ্রহের জায়গা বেড়ে যাওয়ায় বিদেশী প্রভুদের ইশারায় এ মিথ্যা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। এমন অবস্থায় আলেম সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরী হলো-

১. ছোট খাট মতপার্থক্য বাদ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকা
২. সরকারকে এটা নিষিদ্ধ করতে বাধ্য করা
৩. চরিত্র হননকারীদের বিচারের আওতায় নিয়ে আসা
৪. শ্বেতপত্র প্রকাশকারীদের মুখোশ উন্মোচন করা
৫. মিথ্যা শ্বেতপত্রের লিখিত জবাব তৈরী করা।

সর্বোপরি কথা হলো ওরা মুখের ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায় কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই তার নূরকে প্রজ্জলিত রাখবেন ইনশা-আল্লাহ।

লেখক- সহকারী অধ্যাপক
বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের লিডারশীপ ওয়ার্কশপ

সমাজ পরিবর্তনে দায়িত্বশীলদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে

ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ব্যক্তিগত সফলতার জন্য প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করবো, যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবো। যোগ্যতা, দক্ষতা যাদের আছে, আল্লাহ তায়ালা নেতৃত্ব তাদের হাতেই দেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আমরা পরিবর্তন করতে চাই। এটা আমরা সবসময় বলে আসছি। তার আগে নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদের যেমন মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে, তেমনিভাবে মাঠে ভূমিকা রাখার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সমাজ পরিবর্তনে দায়িত্বশীলদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তিনি আহ্বান জানান।

১১ই মে ২০২২ বুধবার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত লিডারশীপ ওয়ার্কশপ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের সঞ্চালনায় লিডারশীপ ওয়ার্কশপ এ আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর আব্দুস সবুর ফকির, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি যথাক্রমে এডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন ও দেলোয়ার হোসেন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি কামাল হোসাইন ও ড. আব্দুল মান্নানসহ মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন থানা ও বিভাগের আমীর, নায়েবে আমীর ও সেক্রেটারিবৃন্দ।

ডা. শফিকুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, ব্যক্তিগত সফলতার জন্য প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করবো, যোগ্যতা, দক্ষতা বৃদ্ধি করবো। যোগ্যতা, দক্ষতা যাদের আছে, আল্লাহ তায়ালা

নেতৃত্ব তাদের হাতেই দেন। এটাই আল্লাহর বিধান। নিজেদেরকে জনগণের খেদমতের জন্য তৈরি করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তিনি কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, সেই ব্যক্তি সফল হবে, যিনি নিজেকে তাজকিয়া করতে পারলো, সংশোধন করতে পারলো। সংশোধনের এই ধারাই আমরা আছি। আজীবন থাকবো। মনজিলে পৌঁছতে হলে প্রতিনিয়ত নিজেদেরকে সেভাবে গড়ে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশে আমরা পরিবর্তন করতে চাই। এটা আমরা সব সময় বলে আসছি। তার আগে নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। সেই পরিবর্তনের ৩টি দিক রয়েছে। প্রথম হলো, যে পরিবর্তনটা আমরা চাই, তার পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে কিনা? দ্বিতীয়ত হচ্ছে সেই পরিবর্তনের জন্য কৌশল উদ্ভাবন করা। তৃতীয়ত হচ্ছে, সামর্থ্যকে সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজে লাগানো। এই তিনটার যখন সমন্বয় হয়, তাহলে মানুষ পরিবর্তন আশা করতে পারে। এর যেকোনো একটা ঘাটতি হলে কাঙ্ক্ষিত মানের পরিবর্তন সম্ভব নয়।

মহানগরী দক্ষিণকে রোল মডেলের ভূমিকা পালনের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সমাজের সর্বস্তরে দ্বীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে। জনগণের সেবায় জনগণের দোড়গোরায় পৌঁছে যেতে হবে। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে যেন আমাদের যুগান্তকারী ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন, পরিবর্তনের জন্য বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদের যেমন মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে, তেমনিভাবে মাঠে ভূমিকা রাখার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। জাতির কল্যাণে আমরা যেন যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদের সেই তৌফিক দান করেন।

সভাপতির বক্তব্য নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, জ্ঞানের বিষয়ে গভীরতা অর্জনের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে ত্যাগ ও কুরবানির মানসিকতায় নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে। তৃণমূলে নেতৃত্ব বিকাশে দায়িত্বশীলদের এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, সরকার অন্যায়ভাবে জামায়াতের নেতাকর্মীদের আটকে রেখেছে। তিনি অবিলম্বে তাদের মুক্তি দাবি করেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও মানুষের কল্যাণে সবসময় মানুষের পাশে থাকে। মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আর্ত-মানবতার জন্য কাঙ্ক্ষিত কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তিনি দায়িত্বশীলদের আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

ডা. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, ঈমানের আলোকে ইলম, ইলমের আলোকে আমল এবং সেই অনুপাতে ময়দানে তৎপরতা বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠনে এখনই মানুষকে সজাগ হতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী পরকালীন জবাবদিহীতার চিন্তা নিয়ে সকল মানুষের জন্য একটি কল্যাণরাষ্ট্র গঠন করতে চাই। আমাদের দিক নির্দেশনার জন্য রয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআন। যেখানে মানবজাতির কল্যাণ ও মুক্তির সকল দিক নির্দেশিত রয়েছে। তিনি জামায়াতে ইসলামীর ডাকে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ব্যক্তিগত সফলতার জন্য প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আমরা জ্ঞানের ঘাটতি পূরণ করবো, যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবো। যোগ্যতা, দক্ষতা যাদের আছে, আল্লাহ তায়ালা নেতৃত্ব তাদের হাতেই দেন। বাংলাদেশে আমরা পরিবর্তন করতে চাই। তার আগে নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে হবে। সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদের যেমন মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে, তেমনিভাবে মাঠে ভূমিকা রাখার জন্য এগিয়ে আসতে হবে।

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের রুকন শিক্ষাশিবির

ইসলাম ও মানবতার প্রয়োজনে রুকনদের সর্বোচ্চ ত্যাগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে

ডা. শফিকুর রহমান

ইসলাম ও মানবতার প্রয়োজনে জামায়াতের রুকনদের জীবনের সকল পর্যায়ে সর্বোচ্চ ত্যাগের পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

তিনি ১৮ মার্চ ২০২২ শুক্রবার দিনব্যাপি বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত রুকন (সদস্য) শিক্ষাশিবিরে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষাশিবিরে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মাসুম, কেন্দ্রীয় সহঃ সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক সংসদ সদস্য হামিদুর রহমান আযাদ, কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত রুকন (সদস্য) শিক্ষাশিবিরে আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া। এসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগরী সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন ও মুহা. দেলাওয়ার হোসাইনসহ মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য ও বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমরা শপথের কর্মী হিসেবে আল্লাহর গোলামী করার জন্য আত্ম-নিবেদিত। এজন্য কুরআনের বিধানের আলোকে নিজেকে তৈরী করে দেশ সমাজ ও জাতি গঠনে আমরা প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। যারা সবসময় আমাদের বিরোধিতা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেন, হযরত ইবরাহিমের দেখানো শিক্ষায় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। হযরত ইবরাহীম (আ) কে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার সে ইতিহাস আমরা জানি। আগুনের উত্তাপ এতই বেশি ছিল যে তার কাছে পৌঁছানো যাচ্ছিল না। অথচ আল্লাহর নির্দেশে মুহূর্তের মধ্যে তা শীতল হয়ে যায়। কুরবানির নেপথ্যে রয়েছে হজরত ইবরাহিম (আ)-এর ঈমানি পরীক্ষায় শতভাগ অর্জন, যা তাঁকে যথার্থই 'খলিলুল্লাহ' বা আল্লাহর বন্ধু রূপে প্রমাণের সাক্ষ্য বহন করে। হজরত ইবরাহিম (আ) একদা স্বপ্নযোগে তাঁর প্রিয় পুত্র হজরত ইসমাইল (আ) কে কুরবানি করার আদেশপ্রাপ্ত হন। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি স্বীয় বিষয়টি হজরত ইসমাঈল (আ) কে জানালে তিনি সানন্দে পিতা ইবরাহিম (আ) কে স্বপ্নে পাওয়া আদেশ পালনের জন্য বলেন এবং নানাভাবে কোরবানির কাজ সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহ দিতে থাকেন। আমরাও সেই একই লক্ষ্যে ঈমান, আকিদা ও দীন ইসলাম বিজয়ের স্বপ্ন দেখি। সুতরাং

করছেন, আমরা তাদেরকে আমাদের বন্ধু, ভাই-বোনের মতো মনে করি। তাদের হেদায়াতের জন্য আমরা মহান রবের নিকট দোয়া অব্যাহত রাখবো। নিজেদের পরিশুদ্ধ করার জন্য ইবাদাত বন্দেগীতে আরও মনোযোগী হয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার প্রচেষ্ঠা চালাবো। হযরত ইবরাহিম (আ) এবং তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ) উভয়েই যখন মহান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে কোরবানি সম্পন্ন করতে প্রস্তুত হন, তখনই শয়তান নানাভাবে তাদের কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। আমাদেরও সে ধরনের নানাবিধ শয়তানের কুমন্ত্রণা যেন বিপথগামী না করে দেয়। সংগঠনের প্রয়োজনে সকল তৎপরতায় আমরা যেন সঠিক কাজটি করতে পারি সেজন্য আমাদের সচেষ্ট থাকতে হবে।

মাওলানা এটিএম মাসুম বলেন, জামায়াতের একজন রুকন হিসেবে মূলত রাসূল (সা)-এর দেখানো ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পন্থায় মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এভাবেই আমরা আল্লাহর করুণা পেতে পারি আর আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেই কেবলমাত্র আমাদের প্রকৃত সফলতা নিশ্চিত হবে।

এএইচএম হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, দীন প্রতিষ্ঠার কাজকে আল্লাহ ফরয করেছেন। এজন্য আমাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। সব কিছু উপেক্ষা করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সমাজকল্যাণ মূলক কার্যক্রম পরিচালনায় আমাদের তৎপর থাকতে হবে। তিনি বলেন, জামায়াত কর্মী মানেই সমাজ কর্মী। সামাজিক কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে হবে। মানুষের বিপদে আপদে এগিয়ে আসতে হবে।

> আমরা শপথের কর্মী হিসেবে আল্লাহর গোলামী করার জন্য আত্ম-নিবেদিত। এজন্য কুরআনের বিধানের আলোকে নিজেকে তৈরী করে দেশ সমাজ ও জাতি গঠনে আমরা প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। যারা সবসময় আমাদের বিরোধিতা করছেন, আমরা তাদেরকে আমাদের বন্ধু, ভাই-বোনের মতো মনে করি। তাদের হেদায়াতের জন্য আমরা মহান রবের নিকট দোয়া অব্যাহত রাখবো। নিজেদের পরিশুদ্ধ করার জন্য ইবাদাত বন্দেগীতে আরও মনোযোগী হয়ে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার প্রচেষ্ঠা চালাবো।

মতিউর রহমান আকন্দ বলেন, আধুনিক জাহেলিয়াতের কারণে আজকে তরুণ ও যুবসমাজ বিপথগামী হচ্ছে। সরকার মদের লাইসেন্স প্রদান করে যুব সমাজের চরিত্র ধ্বংসের পায়তারা করছে। এমতাবস্থায় জামায়াতের রুকন হিসেবে এই অপতৎপরতা রুখে দিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। সেই সাথে বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সামগ্রীক তৎপরতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনবদ্য ভূমিকা রাখতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, জামায়াতের রুকন হিসেবে সংগঠনের শপথের জনশক্তি হিসেবে আমাদেরকে সময়গুলোকে পরিকল্পিতভাবে কাজে লাগাতে হবে। বর্তমান সময়ের দাবী হিসেবে একজন রুকনকে অবশ্যই তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞানে সমৃদ্ধ হতে হবে এবং নিজের ম্যানেজমেন্ট কোয়ালিটিকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। পেশাগত ও ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে যে সব কর্মসূচী আসবে সেগুলোতে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে হবে। যেন নিজেকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার মধ্য দিয়ে দুনিয়ার পরিবর্তন সাধন করার যোগ্যতা অর্জন এবং পাশাপাশি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। তিনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সকলকে বিভ্রান্তির মোকাবেলায় ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করে ভূমিকা রাখার উদাত্ত আহবান জানান।

মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, সর্বপ্রথম পরিবারের ভিতরে ইসলামী আন্দোলনের মেজাজ নিয়ে আসতে হবে। পরিবার যদি ভারসাম্যপূর্ণ হয় তাহলে সামগ্রিক আন্দোলন আরও বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়। পরিবারের সদস্যদের বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে অবশ্যই দীনদারীর বিষয়টি প্রাধান্য দিতে হবে। আমরা যদি তা করতে পারি, তাহলে ব্যক্তি, পরিবার ও সংগঠন সুদূর প্রসারী সফলতা পাবে ইনশাআল্লাহ।

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, এখলাসের সাথে সংগঠনের কাজকে এগিয়ে নিতে হবে। আল্লাহর সাহায্য মুমিনের খুবই নিকটবর্তী। সুতরাং রুকনদের (সদস্য) সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহর সাহায্য প্রত্যাশা করতে হবে। মানুষের পাশে থেকে সদা দায়ীর ভূমিকা পালন করতে হবে।

সাহেবে নিসাবগণদের নিয়ে আয়োজিত সুধী সমাবেশে আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান

ফরজিয়াতের কাজে যিনি বেশি এগিয়ে থাকবেন তিনি আল্লাহর ততবেশি প্রিয় বান্দা হবেন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেন, মাগফিরাতের সওগাত নিয়ে আর কয়েকটি দিন পরেই আসছে পবিত্র রমাজান মাস, এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ কুরআনে অনেক বিধান বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম বিধান হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থাপনা, ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ। সাহেবে নিসাবদের ওপরে ফরজ করেছেন এ বিধান। আল্লাহ বলেছেন, 'আমি যে সম্পদ তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে'। ঐ খরচ করাটা হচ্ছে ব্যক্তির উপরে ফরজ। এই ফরজিয়াতের কাজে প্রতিযোগিতা করে যিনি যত বেশি এগিয়ে থাকবেন, তিনি আল্লাহর কাছে ততবেশি প্রিয় বান্দা হবেন। আমরা সবাই আশাকরি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার। আর তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে তাকওয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই রমজান উপহার দিয়েছেন তাকওয়া অর্জনের জন্য। রমজান কুরআন নাজিলের মাস, এটা তাকওয়া অর্জনের মাস। ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াত অত্র এলাকায় মানুষের প্রয়োজনে নানাবিধ সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এটা আপনাদের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই কল্যাণমূলক কাজের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার প্রয়োজনে তাদেরকে আপনারা সহযোগিতা করুন। আপনারা যত বেশি এগিয়ে আসবেন সংগঠন মানুষের কল্যাণে ততবেশি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

তিনি ২১ মার্চ সোমবার রাতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে সাহেবে নিসাবগণদের নিয়ে আয়োজিত 'সুধী সমাবেশে' এ কথা বলেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট আলেমে দীন মাওলানা ড. খলিলুর রহমান মাদানী। এসময় আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর আব্দুস সবুর ফকির। আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি যথাক্রমে অ্যাডভোকেট হেলাল উদ্দিন, মুহা. দেলাওয়ার হোসাইন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি যথাক্রমে ড. আব্দুল মান্নান, কামাল হোসাইন সহ ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ ও বিভিন্ন পর্যায়ের জামায়াত নেতৃবৃন্দ।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশটিতে আমরা মনে প্রাণে চাই, কুরআন ও সুন্নাহর আইন যেন মহান আল্লাহ নিজেই প্রতিষ্ঠিত করে দেন।

কিন্তু আল্লাহ তায়ালার এই কাজটি সরাসরি ফেরেশতাগণ এসে করবেন না। করবে মূলত এই মানবজাতি, করবেন মুমিন মুসলমানেরা। অন্যদিকে ফেরেশতাগণ আসবেন ঠিকই তবে মানুষের সাহায্যকারী হিসেবে, মূল নিয়ামক শক্তি হচ্ছে এই মানুষ। কুরআন নাযিল করা হয়েছে মূলত এই মানবজাতিকে কেন্দ্র করেই। আমরা এই কুরআনের নির্দেশিত বিধানের আলোকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চাই। যেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা থাকবে। আমরা স্বপ্ন দেখি কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে মানুষের প্রাপ্য সবকিছু পরিচালিত হবে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের স্রষ্ঠা, মহান মালিকের চেয়ে বেশি দরদ ভালোবাসা মানুষের প্রতি অন্য কারো হতে পারে না। মহান রাব্বুল আলামিন মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। সেই সাথে মানুষকে কিছু দায়িত্বও দিয়েছেন। এসব দায়িত্ব কেবল একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পুরোপুরি ভাবে পালন করা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সকল পরিস্থিতি উত্তরণে নানাবিধ সেবা সামগ্রী নিয়ে দেশের মানুষের পাশে আছে। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের জীবন মরণ, অর্থ সম্পদ সবকিছুই ঐ মহান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ। সুতরাং আপনার অর্থ সম্পদ যাকাত মানুষের প্রকৃত কল্যাণে ব্যয় করুন। অবশ্যই মহান আল্লাহ আপনার দানে বরকত দান করবেন। মানুষের জন্য সাহায্য সহযোগিতার হাত নিয়ে সামর্থবান সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশটিতে আমরা মনে প্রাণে চাই, কুরআন ও সুন্নাহর আইন যেন মহান আল্লাহ নিজেই প্রতিষ্ঠিত করে দেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার এই কাজটি সরাসরি ফেরেশতাগণ এসে করবেন না। করবে মূলত এই মানবজাতি, করবেন মুমিন মুসলমানেরা। অন্যদিকে ফেরেশতাগণ আসবেন ঠিকই তবে মানুষের সাহায্যকারী হিসেবে, মূল নিয়ামক শক্তি হচ্ছে এই মানুষ। কুরআন নাযিল করা হয়েছে মূলত এই মানবজাতিকে কেন্দ্র করেই। আমরা এই কুরআনের নির্দেশিত বিধানের আলোকে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চাই। যেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা থাকবে। আমরা স্বপ্ন দেখি কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে মানুষের প্রাপ্য সবকিছু পরিচালিত হবে।

ড. মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী বলেন, ইসলামের যাকাত ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা খুবই কল্যাণকর। এরফলে সমাজে সুদূরপ্রসারি শান্তি নিশ্চিত হয়। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন ঈমানের স্বাক্ষ্য দেওয়ার পরেই নামাজ ও যাকাত সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় বড় মাধ্যম। যাকাত ধন-সম্পদ এবং ব্যক্তি মনকে পবিত্র করে। আমরা ৮ শ্রেণির মাঝে যাকাত প্রদানের খাত জানি। সেখানে বলা হয়েছে যাকাত কোনো অনুগ্রহ অনুকম্পা নয়, বরং এটা গরিবের অধিকার। মহান আল্লাহ কুরআনের অসংখ্য স্থানে সালাত আদায়ের সাথে সাথেই যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

সভাপতির বক্তব্যে নূরুল ইসলাম বুলবুল বিগত বছরের সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরে বলেন, আমরা প্রত্যাশা করি আমাদের কল্যাণমূলক সকল কার্যক্রম অব্যহত রাখতে সাহেবে নিসাবগণ আরও বেশি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এই বছরে আরও ব্যাপক ভাবে মানুষের প্রয়োজনে আমরা পাশে দাঁড়াতে চাই। সেই ব্যাপকভিত্তিক সমাজকল্যাণমূলক কাজে আপনার যাকাতের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রদান করে অবদান রাখবেন। মহানগরীর কল্যাণমূলক কাজের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনাদের হাত আরও সম্প্রসারিত করবেন। আমরা যেসব কার্যক্রম হাতে নিয়েছি তা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করতে চাই। আপনারা আস্থা রাখতে পারেন, এই যাকাত ফান্ডে যা সংগৃহীত হবে তা যথাযথ ভাবে আয়-ব্যয় এবং যাকাত বণ্টনের নির্ধারিত খাত সমূহে সঠিক ভাবে প্রদান করতে আমরা সচেষ্ট থাকবো ইনশাআল্লাহ। যারা মানবেতর জীবন যাপন করছেন তাদের পাশে আমাদের ভাইয়েরা আন্তরিকতার সাথে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তিনি সমাজের কল্যাণমূলক কাজে বিত্তবান সকলকে এগিয়ে আসার উদ্বাত্ত আহবান জানান।

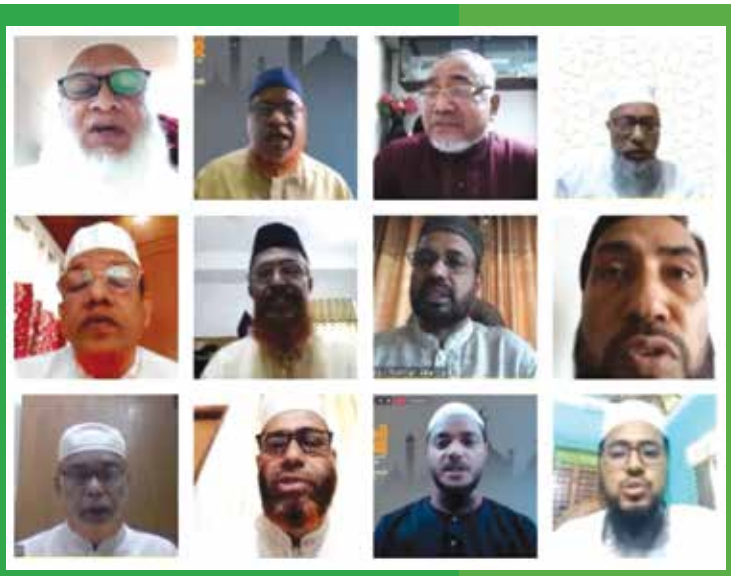

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ
জামায়াতের ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

সত্যের দাওয়াত সবখানে পৌঁছানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব

ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াতকে ইসলামী আন্দোলনের মদিনা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। জামায়াতের একজন কর্মী হিসেবে আমাদের আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, তিনি যেন সবার প্রতি আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন, আমার কথা ও আহ্বান গুলো যেন সকল কঠিন হৃদয়ের মানুষের কর্ণকুহরেও পৌঁছিয়ে দেন। দীন ইসলাম বিরোধি একজন মানুষের দুঃখ ও কষ্টে আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ তায়ালা মুমিন হিসেবে আমাকে যে মানবিক চরিত্র দিয়েছেন তা দিয়ে মানুষকে মূল্যায়ন করতে হবে। মানবতার প্রতি আমাদের মনের দুয়ার খোলা রাখতে হবে। মনের প্রসারতার জন্য হযরত মুসা (আ)-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন আমাদেরও সে দোয়াটা করতে হবে। ফেরাউনের মত চরম স্বৈরাচারের জন্যও ভালো দোয়া করতে হবে। তারাও আমাদের সহজাত ভাই, আমরা তাদেরকে জাহান্নামে ছেড়ে যেতে পারি না। হযরত মূসা (আ) ও হারুন (আ) মাত্র দুইজন গিয়ে ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে, তার দুর্দান্ত ক্ষমতা ও প্রতাপের সামনে মহান আল্লাহর বাণীকে তুলে ধরেছিলেন। আমরা সংখ্যায় কত সেটা বিবেচনার বিষয় নয়, মূলত একজন ঈমানদার হিসেবে সত্যের দাওয়াত সবখানে পৌঁছানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। শাসক তার সকল শক্তিমত্তাকে প্রয়োগ করে আমাদের থামিয়ে দিতে চাইলেও মুমিন কখনো পিছপা হবে না। আর সর্বশেষ দীনের বিজয়ের ক্ষেত্রে তো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওয়াদা রয়েছেই।

৪ মে' ২০২২ বুধবার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে আয়োজিত ঈদ পুনর্মিলনী ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর জননেতা নূরুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের সঞ্চালনায় ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত এই ঈদ পুনর্মিলনীতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক সংসদ সদস্য ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের, ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মাসুম, কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ ও মাওলানা আব্দুল হালিম। আরও বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী উত্তরের আমীর সেলিম উদ্দিন, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেজ রাশেদুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি যথাক্রমে এডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন, দেলোয়ার হোসেন, কামাল হোসাইন, অধ্যাপক ড. আব্দুল মান্নান, বিএফইউজের সাবেক সভাপতি ও সদ্য কারামুক্ত সাংবাদিক নেতা রুহুল আমিন গাজী। শহীদ ও নির্যাতিত মজলুম পরিবারের সন্তানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম (রহি)-এর সন্তান মামুন আল আযমি, শহীদ আমীরে জামায়াত মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর সন্তান ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন, সেক্রেটারি জেনারেল শহীদ আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের সন্তান আলী আহমাদ মাবরুর। অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে শহীদ পরিবারের সদস্যদের বক্তব্যের সময় এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী এবং মহানগর শিল্পীগোষ্ঠী ও নাট্যদলের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা সবাইকে আনন্দিত ও উজ্জীবিত করে।

> **জামায়াতের একজন কর্মী হিসেবে আমাদের আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে, তিনি যেন সবার প্রতি আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দেন, আমার কথা ও আহ্বানগুলো যেন সকল কঠিন হৃদয়ের মানুষের কর্ণকুহরেও পৌঁছিয়ে দেন। দীন ইসলাম বিরোধী একজন মানুষের দুঃখ ও কষ্টে আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই। আল্লাহ তায়ালা মুমিন হিসেবে আমাকে যে মানবিক চরিত্র দিয়েছেন তা দিয়ে মানুষকে মূল্যায়ন করতে হবে। মানবতার প্রতি আমাদের মনের দুয়ার খোলা রাখতে হবে। তারাও আমাদের সহজাত ভাই, আমরা তাদেরকে জাহান্নামে ছেড়ে যেতে পারি না। আমরা সংখ্যায় কত সেটা বিবেচনার বিষয় নয়, মূলত একজন ঈমানদার হিসেবে সত্যের দাওয়াত সবখানে পৌঁছানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। শাসক তার সকল শক্তিমত্তাকে প্রয়োগ করে আমাদের থামিয়ে দিতে চাইলেও মুমিন কখনো পিছপা হবে না। আর সর্বশেষ দীনের বিজয়ের ক্ষেত্রে তো মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ওয়াদা রয়েছেই।**

ডা. শফিকুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, যারা আল্লাহর ফিতরাতের বিরোধিতা করবে তাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত ফেরাউনের শেষ পরিণতি দেখে। ফেরাউন বলেছিল, আমি তোমাদের রব বা প্রভু। রাষ্ট্রের গোলামেরা তাকে শিকার করে নিয়েছিল। মহান আল্লাহর কথা তারা ভুলে গিয়েছিল। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফেরাউনকে পানিতে ডুবিয়ে

সমূলে নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবী থেকে বিদায় করেছেন। শুধু তাই নয় তার লাশকে আজও নিদর্শন হিসেবে বিশ্ববাসীর সামনে রেখে দিয়েছেন। একমাত্র আল্লাহ তায়া'লাই মুমিনের জন্য আশ্রয়স্থল, তিনি চাইলে নিমিষেই সকল জুলুম-অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে এখানে দ্বীনের বিজয় দান করতে পারেন। আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী যুগের সকল জুলুমবাজ, অত্যাচারী শাসকদের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে দিয়েছেন। মানুষের উপরে অন্যায় ভাবে জুলম করা কালে আল্লাহ তাদের ছাড় দেন, কিন্তু ছেড়ে দেন না। নির্যাতিতরা চিরকাল নির্যাতন ভোগ করবে এটা আল্লাহর সুন্নাত নয়। আল্লাহ বলেছেন, আমি একটা সভ্যতাকে আরেকটা সভ্যতার উপরে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করি। একটা সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয় তাদের পাপের ফসল হিসেবে। আমাদের মাঝ থেকে তাকওয়া অর্জনের মাস মাহে রমাদান বিদায় নিয়েছে। আমরা জানি না কে কতটুকু তাকওয়াবান হতে পেরেছি। রমাদান পাওয়ার পরেও যে তাকওয়া ও কল্যাণ অর্জন করতে পারলো না তার জন্য আফসোস ছাড়া কিছুই নেই। রমাদানে আমাদের সকল প্রচেষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কবুল করুন, আমীন।

ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেন, ইসলামে কোনো কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি নেই। ঈদ সহ সকল আনন্দের মাঝেও বিধি-বিধান রয়েছে। ঈদের তালবিয়াতে আমরা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করছি সকলে এবং এটাই হচ্ছে তাকওয়ার বহিঃপ্রকাশ। আমরা যদি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানি তাহলে সকল ক্ষেত্রে আমাদের জীবন হয়ে যাবে নিরাপদ ও শান্তিময়। প্রত্যেকটা বিষয়ে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কাল করাটাই হচ্ছে তাকওয়া অর্জন, যা রমাদানের মৌলিক শিক্ষা। তাই আমাদের জীবনের সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কাল করতে হবে।

মাওলানা এটিএম মাসুম বলেন, তাকওয়া অর্জনের মানেই হচ্ছে, কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর উপর হতে বিশ্বাস বা আস্থা হারিয়ে না ফেলা। আল্লাহর সকল সৃষ্টি কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করছে না। যেটা প্রকৃতিতে মজবুত ভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে। মানুষের জগৎ ছাড়া আর কোনো পরিবেশে তেমন কোনো বড় বিপর্যয় আমরা দেখতে পাই না। কারণ আল্লাহ সকল কিছু সৃষ্টি করার পর তার জন্য একটি নির্ধারিত পন্থা তৈরি করে দিয়েছেন। তারা সেই পথে, সেই হুকুমেই পরিচালিত হচ্ছে। সকল প্রাণী জগতেও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক একটি বিধান কার্যকর রয়েছে। এভাবেই মহান আল্লাহ মানব জাতির জন্য একটি বিধান ঠিক করে দিয়েছেন, আর তা হলো ইসলাম। তাই আমাদের জীবনে ইসলামের হুকুম ও বিধান গুলো পরিপূর্ণ অনুসরণ করতে হবে।

হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, এদেশে একটি ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কাজ করে যাচ্ছে। সে সংগঠনের কর্মী হিসেবে আমাদেরকে রমাদানের শিক্ষা তাকওয়ার গুণে উত্তীর্ণ হয়ে দ্বীন ইসলাম বিজয়ে ভূমিকা রাখতে হবে। বছরের বাকি এগারো মাস রমাজানের মত মৌলিক ইবাদত সমূহে আরও অগ্রসর হয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে হবে। রাজধানীর প্রত্যেক এলাকায় সংগঠনকে এগিয়ে নিতে আমাদের সম্পৃক্ততা ও তৎপরতা আরও বাড়াতে হবে।

মাওলানা আব্দুল হালিম বলেন, বদর ও উহুদের প্রান্তরে যেভাবে সাহাবায়ে কেরামগণ সংগ্রাম করেছিলেন। আমরাও সেভাবে বাংলাদেশের সবুজ জমিনে সংগ্রামে বলিয়ান রয়েছি। এই সিয়াম সাধনার মধ্য দিয়ে আমরা যদি আমাদের নফসকে আরও পরিশুদ্ধ করে নফসে মুতমাইন্না পর্যায়ে রাখতে সক্ষম হয়ে এদেশে ইসলাম বিজয়ের আন্দোলনের কর্মী হিসেবে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হই, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে বিজয় দান করবেন ইনশাআল্লাহ। প্রকৃত অর্থে ইসলাম বিজয়ের দিনই হচ্ছে মুমিনের জন্য মূল ঈদের দিন।

সভাপতির বক্তব্যে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াতের কর্মী হিসেবে আমরা শপথ করতে চাই, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের কাছে সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। যেন সাধারণ মানুষ আমাদেরকে নিয়ে মদিনা রাষ্ট্রের মত স্বপ্ন দেখে। সমাজের তৃণমূল থেকে সংগঠনের নেতৃত্ব তুলে নিয়ে আসার জন্য আমরা ভূমিকা রাখবো। সেই সাথে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির মাধ্যমে দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াত অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। বিগত রমাদানের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে এদেশে দীন ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি শহীদ নেতৃবৃন্দের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য জামায়াতের কর্মীদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে আরও তৎপর হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

বদর যুদ্ধের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার মাঝে চূড়ান্ত পার্থক্য সূচিত হয়েছিল

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, ১৭ই রামাদান ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের মাধ্যমে সত্য-মিথ্যার মাঝে চূড়ান্ত পার্থক্য সূচিত হয়েছিল। বদর যুদ্ধ মুসলিম জাতিকে একথা শিক্ষা দেয়, তাওহীদ ও শিরকের সংঘাত চিরন্তন। এ সংঘাতে প্রকৃত তাওহীদ পন্থীদের বিজয় সুনিশ্চিত। ইসলামী আদর্শের প্রকৃত বিজয় অর্জন করতে চাইলে হৃদয়ে শিরক মুক্ত ঈমান চাষ করতে হবে। সামরিক শক্তির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আল্লাহর প্রতি অবিচল ভরসা ও সুদৃঢ় ঈমানি শক্তি। বিজয় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহর সাহায্য ব্যতিরেকে মুমিনদের বিজয় সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে অহংকারীদের পতন অনিবার্য। বদর যুদ্ধে মক্কার বাঘা বাঘা অহংকারী, উদ্ধত নেতাদের ধ্বংস ও পরাজয় এর প্রমাণ। সেই সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অত্যন্ত বিচক্ষণতা পূর্ণ নেতৃত্ব বদরের প্রান্তরে মুসলমানদের বিজয় তরান্বিত করেছিল। আজ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ তাঁর নেতৃত্বকে মানলে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্যের শীর্ষে উপনীত হওয়া সম্ভব।

১৯ এপ্রিল ২০২২ মঙ্গলবার বিকালে রাজধানীর একটি মিলনায়তনে ১৭ই রামাদান ঐতিহাসিক বদর দিবস উপলক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর জননেতা নূরুল ইসলাম বুলবুল এর সভাপতিত্বে এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও মহানগরীর সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও মহানগরীর নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া, মহানগরীর সহকারী সেক্রেটারি এডভোকেট ড. মো. হেলাল উদ্দিন,

মু. দেলোয়ার হোসেন, কামাল হোসাইন, মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য আবদুস সালামসহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, ৩১৩ জন সাহাবি নিয়ে সে সময়ের আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত মক্কার কাফেরদের সঙ্গে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা এ যুদ্ধে মুসলমানদের ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা বিশেষ সাহায্য করে বিজয় দান করেছিলেন। ২য় হিজরীর রমাযান মাসের সতের তারিখে মদিনার প্রায় ১৩০ কি:মি: দূরে অবস্থিতি ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় এবং রাসূল (সা) ও তার জানবাজ ঈমানদীপ্ত সাহসী সাহাবায়ে কেরামের মাঝে এক যুগান্তকারী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধ ছিল অস্ত্র সম্ভার এবং জনবলে এক অসম যুদ্ধ। প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অতি নগণ্য সংখ্যক জনবল আর খুব সামান্য অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে সুদূর মক্কা থেকে ছুটে আসা একদল রক্ত পিপাসু হিংস্র কাফেরদের বিশাল অস্ত্র সজ্জিত বাহিনীর প্রতিরোধ করেছিলেন এবং আল্লাহ তায়ালা সে দিন অলৌকিকভাবে মুসলমানদেরকে বিশাল সম্মানজনক বিজয় দান করেছিলেন। আজও যদি আমরা উদ্দিপ্ত ঈমানে বলিয়ান হয়ে বদরের সাহাবাদের মতো ইসলামী আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করা জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাতে সক্ষম হই, তাহলে মহান আল্লাহর ওয়াদা তিনি আমাদেরকেও সে বিজয় দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

সভাপতির বক্তব্যে নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, ইসলামের ইতিহাসে পবিত্র রমযান মাসে বদর যুদ্ধ একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। বদরের যুদ্ধের মূল শিক্ষা থেকে মুসলমানদের জীবনযাপনে সংগ্রামের তামান্না রেখে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে বেশি বেশি ইবাদত-বন্দেগী, সত্য ও ন্যায়ের পথে জীবন উৎসর্গের জন্য তৈরি থাকতে হবে। মদিনায় ইসলামের সমৃদ্ধি ও গণজাগরণে ভীত হয়ে কাফিররা প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের পবিত্র মাসে এ যুদ্ধে লিপ্ত হয়। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় এবং কাফিরদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে।

মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবসহ গোটা বিশ্ব ছিলো জাহেলিয়াতের চরম তমসায় আচ্ছন্ন। পরবর্তীতে রাসূল (সা)-এর নবুয়্যত লাভ, মদিনায় হিজরত, বদর যুদ্ধে বিজয়, মদিনা সনদ, হুদায়বিয়ার সন্ধি, উহুদ যুদ্ধ ও খন্দক যুদ্ধের অসংখ্য ছোট বড় যুদ্ধ, সর্বোপরি মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে গোটা দুনিয়ায় ইসলাম তথা এক আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বদর যুদ্ধ ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বহন করে।

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, বদর যুদ্ধ ছিল মুসলিম মুহাজিরদের জন্য ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা। কারণ, সদ্য ছেড়ে আসা তাদের আপন রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে ছিল এ যুদ্ধ। ঈমানের পরীক্ষায়, তারা জয়লাভ করেছিল। এসকল মুহাজির নিজের আত্মীয়-স্বজনদের পরিহার করে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকেই বেশি ভালোবেসে ছিলেন। যার প্রমাণও তারা দিয়েছিলেন ঐতিহাসিক বদর প্রান্তরে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের ময়দানে।

> “বদর যুদ্ধ মুসলিম জাতিকে একথা শিক্ষা দেয়, তাওহীদ ও শিরকের সংঘাত চিরন্তন। এ সংঘাতে প্রকৃত তাওহীদ পন্থীদের বিজয় সুনিশ্চিত। ইসলামী আদর্শের প্রকৃত বিজয় অর্জন করতে চাইলে হৃদয়ে শিরকমুক্ত ঈমান লালন করতে হবে। সামরিক শক্তির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, আল্লাহর প্রতি অবিচল ভরসা ও সুদৃঢ় ঈমানি শক্তি। বিজয় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহর সাহায্য ব্যতিরেকে মুমিনদের বিজয় সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে অহংকারীদের পতন অনিবার্য। বদর যুদ্ধে মক্কার বাঘা বাঘা অহংকারী, উদ্ধত নেতাদের ধ্বংস ও পরাজয় এর প্রমাণ।”

মাহে রমজান উপলক্ষ্যে কুরআন, রমাদান, তাকওয়া ও যাকাত সম্পর্কিত বই উপহার প্রদান

মানুষের প্রকৃত মুক্তির জন্য কুরআনিক বিধান অনুসরণের বিকল্প নেই

নূরুল ইসলাম বুলবুল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর জননেতা নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেছেন, মানুষের প্রকৃত মুক্তির জন্য কুরআনিক বিধান অনুসরণের কোনো বিকল্প কিছু নেই। ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ে কুরআনের বিধান অনুসরণ করতে হবে। মানুষের তৈরি করা মতবাদে কোনো কল্যাণ নেই। মানুষের সত্যিকার কল্যাণ কিসে আছে শুধুমাত্র মহান আল্লাহ-ই ভালো জানেই। এজন্য আল-কুরআন, হাদিস সহ ইসলামী সব সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমেই কল্যাণের প্রকৃত পথ আমাদেরকে চিনতে হবে। আমরা যে সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত সমাজের স্বপ্ন দেখি, তা সমগ্র মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তার মাধ্যমেই কেবল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। যাকাত ও উশর মূলত সেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ঢাকা নগরবাসীকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে কুরআন, হাদিসের এসব বই উপহার দিয়ে আবার এখানে নতুন করে সেই দ্বার উম্মোচন করার ব্যবস্থা করতেই মূলত আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

১১ এপ্রিল ২০২২ সোমবার অপরাহ্নে রাজধানীর একটি মিলনায়তনে পবিত্র মাহে রমাদান উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ আয়োজিত আল-কুরআন, হাদিস, রমজান, তাকওয়া অর্জন ও যাকাত সম্পর্কিত বই উপহার প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও মহানগরীর সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের সঞ্চালনায় বই উপহার অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর আব্দুস সবুর ফকির, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারীবৃন্দ যথাক্রমে অ্যাডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন, মু. দেলাওয়ার হোসাইন, কামাল হোসাইন, ড. আব্দুল মান্নান, উপস্থিত ছিলেন মহানগরীর কর্মপরিষদ সদস্য হাফিজুর রহমান ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. মোবারক হোসাইন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, যাকাত ব্যবস্থাপনা সহ ইসলামের অপরিহার্য বিধানগুলো আমাদের মুসলিম সমাজে যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় আমাদের সমাজ অর্থনৈতিক সমস্যামুক্ত হতে পারছে না। সমাজের একশ্রেণির লোকেরা দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত, অপরদিকে অন্যশ্রেণি বিত্ত-বৈভবের সীমাহীন প্রাচুর্যতায় ভেসে যাচ্ছে। তিনি কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, মহান আল্লাহর বিধান মতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তবেই সুখি সমৃদ্ধশালী, একটি নতুন দেশ সমাজ গড়ার সূচনা করতে পারবো আমরা।

আব্দুস সবুর ফকির বলেন, পবিত্র মাহে রমজান মাস রহমত, বরকত, নাজাতের বার্তা নিয়ে আমাদের মাঝে চলমান। ইতোমধ্যেই রহমত দশকের অধ্যায় শেষ হতে যাচ্ছে এবং আসছে মাগফেরাতের দশক। একজন প্রকৃত মুমিন মুসলমানের সফলতা হচ্ছে কেবল আল্লাহর দেওয়া সেই রহমত, বরকত, নাজাত লাভ করা। এ মাস কুরআনের কারণেই এত বেশি মর্যাদার। কুরআনের সুন্দর পরিভাষায় সেই সোনালী সমাজ বিনির্মাণের পথে সকলকে জানার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হবে।

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, মহান আল্লাহর সরাসরি কথা হচ্ছে যারা জানে আর যারা জানে না তারা সমান নয়। চলতি শতাব্দীর বিজ্ঞান অকপটে শিকার করে নিয়েছে কুরআন তথা ধর্ম ছাড়া কোনোভাবেই পথচলা সম্ভব নয়। সুতরাং অতি আধুনিকতার ভাব ধরে যেসব মানুষ সমাজকে নেতৃত্ব দিতে এগেছে তারা বরং দুর্নীতি ও বেহায়াপনার মাধ্যমে জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। তাই কুরআন হাদিস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে জীবন পরিচালনা করতে হবে।

শ্রমিকের অধিকার

মো: আব্দুস সালাম

১ মে "আন্তর্জাতিক শ্রম অধিকার দিবস" তথা 'মে দিবস' পালন করা হয়েছে। ১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরে শ্রমিক সমাজ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। বিশ্বের শ্রমিক সমাজ তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এখনো তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন চালিয়ে আসছে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সে আন্দোলন আজও পুরোপুরি সফলতা লাভ করেনি। এ কথা আজ অত্যন্ত স্পষ্ট যে, মানব রচিত কোনো মতবাদই মানুষের সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে সক্ষম নয়। 'শ্রমিকদের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করার জন্য' রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জোর তাগিদ দিয়েছেন। শ্রমিকদের মর্যাদা রক্ষার জন্যে রাসূলে করীম (সা)-এর নির্দেশনা বাস্তবায়নের মধ্যেই মালিক-শ্রমিক উভয়ের জন্যই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আমরা মনে করি, ইসলামী শ্রমনীতি চালু করার মাধ্যমেই শ্রমিক সমাজের প্রকৃত মুক্তি ও কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে এবং মালিকদের স্বার্থও সংরক্ষিত হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন-

আম্মাস সাছিনাতু ফাকানাত লিমাছাকিনা ফিল বাহারি- অর্থ হচ্ছে নৌকার ব্যাপারে সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তিদের তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষন করত। (সূরা কাহাফ-৭৯)

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অসংখ্যা জায়গায় মিসকিন শব্দ উল্লেখ করেছেন- যার অর্থ হলো ঐ সমস্ত দরিদ্র মানুষ যারা শ্রম দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তবে প্রয়োজনীয় ভরণপোষণের সক্ষমতা রাখে না। আল্লাহ বলেন-

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ؕ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○

আমরা পৃথিবীর জীবনে তাদের জীবনা-যাপনের জন্য সামগ্রি বণ্টন করেছি। আর তাদের মধ্যে কিছু লোককে প্রাধান্য দিয়েছি (কমবেশি বা ধনী-গরীব)। যেন এরা পরস্পর হতে কাজ নিতে পারে। তোমার প্রভুর রহমত সে সম্পদ হতে উত্তম, যা তারা (ধনীরা) জমা করে রেখেছে। (সূরা যুখরুফ : ৩২)

অর্থাৎ ধনী-গরীব আল্লাহর পক্ষ থেকে করা হয়েছে। দুনিয়াতে কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য, অন্যথায় পৃথিবীটা অচল হয়ে যেত। একই রকমের মানুষ সৃষ্টি হলে কেউ কারো কাজ করতো না।

طٰسٓمّٓ ○ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ○ نَتْلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَّبَاِ مُوْسٰى وَ فِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى الْاَرْضِ وَ جَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعًا يَّسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَهُمْ وَ يَسْتَحْىٖ نِسَآءَهُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ○ وَ نُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَّ نَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ ○ وَ نُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الْاَرْضِ وَ نُرِىَ فِرْعَوْنَ وَ هَامٰنَ وَ جُنُوْدَهُمَا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَحْذَرُوْنَ ○

ত্বো-সিন-মিম। এ আয়াতগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের। আমি তোমার নিকট মূসা ও ফিরআউনের কিছু বৃত্তান্ত যথাযথভাবে বিবৃত করছি; মুমিন সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। ফিরআউন দেশে পরাক্রমশালী শাসক ছিল এবং তথাকার অধিবাসীদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণিকে সে হীনবল (দুর্বল) করেছিল। তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদের জীবিত থাকতে দিত। সে তো ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমি ইচ্ছা করলাম, সে দেশে যাদের হীনবল (দুর্বল) করা হয়েছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতৃত্ব দান করতে এবং

উত্তরাধিকারী করতে। এবং তাদেরকে দেশে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করতে আর ফিরআউন, হামান ও তাদের বাহিনীকে তা দেখিয়ে দিতে– যা তাদের নিকট তারা আশঙ্কা করত। (সূরা আল কাসাস : ১-৬)

ফিরাউন সেই যুগের সবচেয়ে অত্যাচারী ছিল। সে বনি ইসরাইলদের উপর অত্যাচার নির্যাতন করত। তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। তারা এতো অসহায় ছিল যে, ফিরাউন তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো; কিন্তু তার প্রতিবাদ করার অধিকারটুকু হারিয়েছিল। ফেরআউনকে দুর্বল ও ধ্বংস করার জন্য হযরত মূসা আ. কে নবী করে পাঠালেন এবং আল্লাহ বলে দিলেন, তোমার দেশের অত্যাচারিত, নিপিড়ীত গোলাম ও শ্রমজীবী মানুষকে সংঘবদ্ধ কর। আমি আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করব এবং তাদের মাধ্যমে ফেরাউনের মতো অত্যাচারী, স্বৈরচারী শাসককে উৎখাত করে দেবো। এটাই হচ্ছে মহান আল্লাহর ইচ্ছা।

হযরত মূসা আ. কে নবী করে পাঠাবার পূর্বে শ্রমিক হিসেবে মরুভূমিতে হযরত শোয়াইব আ.-এর ছাগল দশ বছর চরিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা কুরআনে পাকে উল্লেখ করেন-

قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ○

শোয়েব আ. মুসাকে বলল– 'আমি আমার এ কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে, যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ করো, সে তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সদাচারী পাবে। (সূরা আল কাসাস : ২৭)

শ্রমজীবী মানুষের শ্রম দ্বারাই বিশ্ব সচল আছে। শ্রমজীবী মানুষ যদি কাজ বন্ধ করে দেয়, তাহলে সকল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে, সকল পরিবহন বন্ধ হয়ে যাবে, সকল অফিস আদালত ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে দুনিয়া অচল হয়ে যাবে, সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে। শ্রমের এত গুরুত্ব তা মুমিনদেরকে জ্ঞাত করাবার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মূসা আ.-এর দৃষ্টান্ত কুরআনে পাকে উল্লেখ করে মুমিনদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। হুজুর সা. এরশাদ করেছেন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةَ.

হযরত আবূ হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, পৃথিবীতে এমন কোনো নবী আসেননি, যিনি ছাগল চরাননি। তখন সাহাবায়ে কেরাম রা.গণ প্রশ্ন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। আমিও এক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরাতাম। (বুখারী : ২২৬২)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অসহায় শ্রমজীবী ও গোলামদের অধিকার আদায় করার জন্য ঈমানদার লোকদের উপরে দায়িত্ব প্রদান করেছে।

আল্লাহর রাসূল অধীনস্থ লোকদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার আদায়ের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন–

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللهُ فِتْيَةً تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِهِ، وَلْيُلْبِسْهُ مِنْ لِبَاسِهِ، وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ، فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ

হযরত আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাদেরকে তোমাদের অধীনে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেছেন, তারা তোমাদের ভাই। তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তা খেতে দিবে এবং তোমরা যা পরিধান করবে, তাদেরকেও তা পরিধান করতে দেবে। তোমরা তাদেরকে এমন কাজ দেবে না যাতে তারা কষ্ট পায়। (অর্থাৎ তাদেরকে কোনো কঠিন কাজ দেবে না।) যদি সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ দাও, তাহলে তাদেরকে সাহায্য করবে। (বুখারি : ৩০; মুসলিম : ৩৮; তিরমিযী : ১৯৪৫)

নবী করীম সা. এরশাদ করেছেন,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ۔

হযরত আনাস বিন মালেক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, তোমরা সাহায্য কর সে জালিম হোক অথবা মজলুম। তখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলে মাজলুমকে সাহায্য করার কথা বুঝলাম; কিন্তু জালিমকে কিভাবে সাহায্য করবো? তখনর রাসূল সা. বললেন, তাকে তার অন্যায় কাজে বাধা দিবে। বুখারী : ২৪৪৪)

বিশ্বে গরীবদের উপরে ধনীদের অত্যাচার, প্রজাদের উপরে শাসকদের অত্যাচার, শ্রমিকদের উপরে মালিকদের অত্যাচার লেগেই আছে। কারণ তাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় নাই, পরকালের জবাবদিহিতা নেই তাই অধীনস্থদের ব্যাপারে ভাল আচরণ করা, মধুর আচরণ করা, তাদেরকে মায়া করা, তাদের উপর জুলুম না করা, এগুলো তারা কোনো দায়িত্বই বোধ করে না।

মুসলমানদের মধ্যে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দায়িত্ব জাগ্রত করতে হবে। দুনিয়ার কল্যাণ লাভ করার জন্য এবং আখিরাতের মুক্তির জন্য।

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ۔ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الْإِيمَان)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনে, আমি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে মুমনি নয়। (মেশকাত : ৪৯৯১)

মালিকদের সর্বনিকটতম প্রতিবেশী হল শ্রমজীবী মানুষ। তাদের সাথেই সারাদিন মালিকের উন্নয়, কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সর্বদা কাজ করেন। অথচ প্রতিটি শ্রমিকই অসহায় অবস্থায় থাকে। তাদের কল্যাণের খোঁজ খবর নেয়া এবং তাদের সাহায্য করা মালিকের ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন না করে ঈমানের দাবী বৃথা।

নফল ইবাদতের মধ্যে মানব সেবা সর্বোত্তম

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন–

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَ اذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

নামাজ পড়া শেষ হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পরো, আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ তালাশ করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, যাতে করে তোমরা সফলকাম হতে পারো। (সূরা জুমুআহ : ১০)

নামাজ পড়া যেমনি ফরয, হালাল রুজি উপার্জনের চেষ্টা করাও তেমনি ফরজ। বিশেষ করে হালাল রুজি উপার্জন করে খেতে না পারলে তার কোনো ইবাদতই আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। তাই সকল ফরজ আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া হালাল উপার্জনের অধীন। যারা কঠিন পরিশ্রম করে হালাল উপার্জন খেয়ে মসজিদে নামাজ পড়তে যায়, ইবাদত বন্দেগী করে, তারাই হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা, আল্লাহর ওয়ালী। অথচ আমাদের সমাজে তাদেরকে গুরুত্বই প্রদান করা হচ্ছে না।

শ্রমজীবী মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বলেন, একব্যক্তি রাসূল সা. কে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমি চাকর বাকরকে কতবার ক্ষমা করব? তিনি চুপ থাকলেন। এরপর দ্বিতীয় বার প্রশ্ন করলেন, তিনি এবার চুপ থাকলেন। এভাবে যখন তৃতীয় বার প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি জবাবে বললেন দৈনিক সত্তর বার ক্ষমা করবে। (আবূ দাউদ : ৫১৬৪)

যারা কাজ করে তাদের ভুল হয় বেশি। তাই আল্লাহ অধীনস্থদেরকে সত্তর বার ভুল করার পরও ক্ষমা করে দিতে বলেছেন।

শ্রমজীবী মানুষের জন্য মহাবিজয়ের শুভসংবাদ

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا، يَا عَائِشَةُ لاَ تَرُدِّي الْمِسْكِينَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، يَا عَائِشَةُ أَحِبِّي الْمَسَاكِينَ وَقَرِّبِيهِمْ فَإِنَّ اللهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ القِيَامَةِ۔

আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, হে আল্লাহ আমাকে মিসকিন অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখ এবং মিসকিন অবস্থায় আমাকে মৃত্যু দিও। আর আমি মিসকিন দলের সাথে কেয়ামতের মাঠে থাকতে চাই। এ কথা শুনে মা আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বললেন, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! রাসূল (সা.) বললেন, নিশ্চয়ই মিসকিনরা ধনীদের ৪০ খারীফ (দীর্ঘ সময়) পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়শা! তুমি মিসকিনদেরকে দূরে সড়িয়ে দিবে না এবং খেজুরে অংশ হলেও তাকে সাহায্য করবে। হে আয়শা! তুমি মিসকিনদের ভালোবাসবে এবং তাদেরকে তোমার নিকটে রাখবে, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেয়ামতের দিন তোমাকেও নিকটবর্তী করে রাখবেন। (তিরমিযী, বাবু মা জাআ আন ফুকারাউ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৫)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ۔

আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, গরীব মুহাজিরগণ ধনীদের ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সুনানে তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫৭৭)

হুজুর (সা.) উক্ত হাদীসে অসহায়, দরিদ্র, মিসকিন লোকদের প্রতি সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শন করে মুসলমানদের প্রতি দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। যেন তারাও তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করে রাসূল (সা.) এর আদর্শ ও আমল অনুসরণ করে জান্নাত লাভ করতে পারেন।

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ: الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شعب الإيمان

হযরত উম্মে সালমা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত, তখন তিনি বলতে থাকেন, নামাজের ব্যাপারে তোমরা সাবধান থাকবে (কখনো যেন নামাজ তরক না কর) এবং অধীনস্থ দাস-দাসী (ও কাজের লোকদের) প্রতি যত্নবান হবে। (তাদের কোনো অধিকারই যেন অনাদায় না থাকে। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করবে এবং আপন ভাইয়ের মত আচরণ করবে।)

বিশ্বনবী সা. মৃত্যুর মুহূর্তেও ভুলতে পারেননি অধীনস্থ গোলাম ও কাজের লোকদেরকে। তাই আমরাও যেন তাদেরকে কোন সময়ই উত্তম ব্যবহার করতে, তাদের হক আদায় করতে না ভুলি।

সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও বাঙালি সংস্কৃতি

ড. নঈম আহমেদ

মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি বা বৈশিষ্ট্য বা ধরনকে সংস্কৃতি হিসেবে অভিহিত করা হয়। সংস্কৃতির ধরন আবার নির্ধারণ করে দেয় সেই অঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস-রীতিনীতি-জনরুচি-স্বভাব, জলবায়ু-আবহাওয়া, উৎপাদন-বণ্টন ব্যবস্থা, ইতিহাস-ঐতিহ্যসহ অনেক কিছু। তবে কোন জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ভিত্তি মূলত ধর্ম থেকে আগত মূল্যবোধ, রীতিনীতি, বিশ্বাস-আস্থা, আদেশ-নিষেধসহ যাবতীয় জীবন উপকরণ। বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম সংস্কৃতি প্রধানত ইসলামের শাশ্বত জীবনব্যবস্থার আলোকে নির্মিত; সেইসাথে ভাষা, খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, উৎপাদন ও বিনোদনসহ অনেক বিষয় আবহমান বাংলার স্থানীয় সংস্কৃতি থেকে গৃহীত। তবে ইসলামের মৌলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো অধিকাংশ বর্জন করেছে জনগণ। স্থানীয় সংস্কৃতি আবার মুসলিম সংস্কৃতির সাথে সমন্বয় করেছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে। এভাবে কালের ধারায় আমাদের সাংস্কৃতিক ইমারত নির্মাণ হয়েছে ইসলামের প্রেরণায়। এই ধারার ছেদ পড়ে আঠার শতকের মাঝামাঝি ইংরেজ আধিপত্য কায়েমের পর থেকে। তারা এদেশে সাংস্কৃতিক রাজনীতির সূচনা করে কর্তৃত্ববাদী শাসন ধরে রাখার কারণে। এদের সাথে যুক্ত হয় নতুন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির সুযোগসন্ধানী পদক্ষেপ। বর্তমানে বাংলাদেশে স্বৈরতান্ত্রিক ও কর্তৃত্ববাদী শাসনের মূলে পাশ্চাত্যে ও কলকাতায় নির্মিত সংস্কৃতির আগ্রসন ক্রিয়াশীল। ফলে দেশের মানুষের স্বাভাবিক বিকাশধারাকে প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। রাজনীতি ও রাষ্ট্রের দানবীয় ভূমিকার কারণে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, মানবিকতা ও নৈতিকতার পতন ঘটছে। সংস্কৃতি ও শিল্পকলা থেকে প্রেরণা নিয়ে গণতান্ত্রিক উত্তরণের উপায় আমাদের খুঁজে বের করতে হবে- মানব মুক্তির লক্ষ্যেই।

১

বহমান ক্রান্তিকাল থেকে পরিত্রাণের উপায় হতে পারে ঐতিহ্যবাদী সংস্কৃতির চর্চা। যখন দেশের অধিকাংশ মানুষ সৌন্দর্য ও শুভবোধের চর্চা করবে তখন রাজনৈতিক অচলায়তনের অবসান হতে পারে। ইতিহাস সেই কথাই বলে। একুশ শতকে প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষে এবং এক নায়ক স্বৈরতন্ত্রের সার্বিক মানবিক অধিকার হরণের মাঝে কল্যাণময় সংস্কৃতির চর্চা ও মনের বিকাশ সময়ের দাবি। আর সংস্কৃতির রূপান্তরের ধারায় সমাজও বদলে যেতে পারে। তবে নাগরিক সংস্কৃতি ইউরোপ-আমেরিকার সংস্কৃতির প্রভাবে আক্রান্ত। ফলে পশ্চিমের প্রভাব বলয়ে চলে এসেছে বাকি পৃথিবী। এ-অবস্থায় আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান ও চর্চার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে মনের শুভ বিকাশ তাই সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সংস্কৃতির মূলে আছে নান্দনিক বোধের প্রবাহ। প্রবহমান সেই সুন্দরের চর্চায় সুন্দর মন জাগতে পারে, জাগাতেও পারে অন্য মনকে। সৌন্দর্যের জাগরণে মনের বিকাশ অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। যদিও কয়েক শত বছর ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় থেকে নিজেকে বা আত্মতাকে হারিয়ে অন্যের পোশাক পরে, অন্যের রূপ নিয়ে প্রকৃত চেহারা বদলে গেছে। তাই আসল আত্মা ও শরীর আবিষ্কার এবং নতুন বিনির্মাণের কাজ দক্ষতা ও শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে করার মধ্যেই এই ধারার প্রবহমানতা ও সাফল্য নির্ভরশীল।

বৃটিশ উপনিবেশিক ব্যবস্থায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাস্তবায়নের ফলেবাংলার বিরাজমান লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি– অধিকাংশ মানুষ যার মধ্য দিয়ে বহমান, তার শিল্পিত সাহিত্যিক প্রকাশ আমরা পাইনি। না পাওয়াই স্বাভাবিক, কারণ তারা ঔপনিবেশিক মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন, বৃহত্তর জনজীবনের প্রতিনিধিত্ব করেননি বা পারেননি। কলোনিয়াল শিক্ষায় 'আলোকিত' লেখকরা আসলে পশ্চিমের জানালায় চোখ রেখে পশ্চিমের প্রকৃতি, মানুষ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রেমে আকুল হতে হতে স্বদেশের বঞ্চিত, শোষিত ও সংগ্রামী জনসমাজের দিকে চোখ ও মন ফেরাতে সময় পাননি। কেউ কেউ জীবনের শেষ সময়ে ঘরে ফেরার তাড়না অনুভব করলেও মহকাল সেই সময় ও সুযোগ খুব একটা দেননি। তারা কলোনিয়াল সিস্টেমের প্রতি এতটাই দায়বদ্ধ ছিলেন যে, শোষিত ও নির্যাতিত জনসমাজ যখন বিদ্রোহ-প্রতিবাদ করেছে নানাভাবে, ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিপ্লব যখন সিপাহীরা সম্পন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে সর্বোচ্চ ত্যাগের মাধ্যমে, তখন ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবী ও লেখকবৃন্দ তাকে 'নিষ্ফল উন্মত্ততা', 'ষড়যন্ত্র, 'অন্যায়' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন, সমর্থন সে তো বহু দূরের কথা। লেখকদের জনবিচ্ছিন্নতা, দায়হীনতা ও সুযোগসন্ধানী মানসিকতা সৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

২

স্বাধীন দেশের স্বাধীন শিল্পকলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি আত্মপরিচয়সমৃদ্ধ হতে চায়। অধিকাংশ মানুষ ইসলামের সংস্কৃতির সৌন্দর্য ও কল্যাণ পেতে চায়। গত বিশ বছরে সাংস্কৃতিক বদলগুলো লক্ষ করলেই বিষয়টি বোঝা সম্ভব। তবে যে-সব বাধা-প্রতিবন্ধকতা বা সাংস্কৃতিক রাজনীতির কার্যক্রম এই পথকে কঠিন করে তুলছে সে-সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন।

ক. বাংলা বর্ষবরণ ও ঋতু বন্দনা-উৎসব: বাংলা সনের প্রচলন হয়েছিলো সম্রাট আকবরের সময়ে- ফসল তোলা ও খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে। মোগল-নবাবী আমলের অবসানে নববর্ষ উপলক্ষে বাংলায় গ্রামীণ মেলা, লোকউৎসব, হালখাতা ইত্যাদির প্রচলন হয় এবং ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সাধারণ মানষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে একটি প্রাণবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই স্বাভাবিক ঐতিহ্যকে অবলম্বন করে আশির দশকে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়। নব্বই দশকে এসে ভারতীয় আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও বাণিজ্যকরণ করা হয়। হিন্দু দেবদেবীর বিভিন্ন প্রতীক, বাহন ও সংস্কার এখানে জুড়ে দিয়ে নাম দেয়া হয় 'বাঙালি সংস্কৃতি'। বাঙালি হিন্দুর কালচারকে বাঙালি মুসলমানের কৃষ্টি বলে চালিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। অনেকটা সফল হলেও এখন তা বিতর্কিত কাজ হিসেবে জনসাধারণের কাছে প্রমাণিত এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ একে প্রত্যাখান করে।

অন্যদিকে ছায়নট, উদিচী, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও জোটের বিভিন্ন সংগঠনগুলো কয়েক দশক ধরে ভারতের শান্তি নিকেতনের হিন্দুআবহের আদলে বর্ষাবরণ বা বর্ষা-বন্দনা-উৎসব, শারদীয় উৎসব, হেমন্ত উৎসব, পৌষ-উৎসব ও বসন্ত-উৎসব উদ্‌যাপন করে আসছে। এই আয়োজনের মাধ্যমে বার্তা দেয়া হয় যে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সংস্কৃতির আইকন, তার সাহিত্য-চিন্তা-সঙ্গীত আমাদের সাংস্কৃতিক আদর্শ, হিন্দু সংস্কৃতিই আমাদের সংস্কৃতি। বিভিন্ন করপোরেট গ্রুপ এবং গণমাধ্যমের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় নাগরিক জীবনের একাংশের মাঝে এইসব কর্মসূচি প্রভাব বিস্তার করেছে অনেকটা। তবে আশার দিক হলো ইসলামী সংস্কৃতির প্রতি গণমানুষের আগ্রহের ফলে তা ধিরে ধিরে অগ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে।

খ. ফ্যাশান হাউজ ও মডেলিং: বাণিজ্যিক ফ্যাশান হাউজগুলো সারা বছর ও ঈদ/উৎসব উপলক্ষে নানা ধরনের পোশাক ডিজাইন এবং প্রদর্শনের জন্য মডেলিং-ক্যাটওয়াকের আয়োজন করে থাকে যেখানে মূলত পাশ্চাত্যের অনুসরণ ও প্রদর্শন হয়; সেই সাথে আমাদের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির বিপরীতে নগ্নতা, অশ্লীলতাকে পুরস্কৃত ও উৎসাহ দেয়া হয়। এই হাউজগুলোর আইটেম সারাদেশ ছড়িয়ে পড়ে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্বাসীদেরকেও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে সংকট মোকাবিলায়।

গ. বিনোদন জগতের কভারেজ: প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিনোদন জগতের যে কভার করা হয় তাতে ইউরোপ-আমেরিকার ও ভারতীয় সিনেমা-সিরিয়ালের নায়ক-নায়িকাদের গরম খবরে ভরপুর থাকে। ফলে পাঠক-দর্শক মনে করে এই বিনোদনের বাইরে অন্য কোনকিছু নাই; স্বাভাবিকভাবে এখানেই তারা বিনোদন খুঁজে ফেরে। তাছাড়া বিকল্প না থাকায় একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করছে প্রচলিত মাধ্যমগুলো। ইসলামী বিনোদনগুলো কভারেজ পায়না ব্যতিক্রম দু'একটি জায়গা ছাড়া।

ঘ. বিজ্ঞাপন, নাটক ও চলচ্চিত্র: সাতচল্লিশ-উত্তর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিজ্ঞাপন, নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ

হয়েছে মূলত কথিত প্রেম-ভালোবাসা, সন্ত্রাস, বিনোদনকেন্দ্রিক; যেখানে যথেষ্ট পরিমাণে যৌন সুড়সুড়ি, অশ্লীলতা ও উত্তেজনার মিশ্রণ থাকে। অন্যদিকে গ্রুপ থিয়েটারে ভারতীয় পুরাণ, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রাধান্য এবং মৌলবাদবিরোধিতা ও প্রগতির নামে ইসলাম বিদ্বেষী চরিত্রায়ণ করা হয়। শিল্পকলা একাডেমী ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। একে মোকাবিলার করার মতো কর্মসূচি বর্তমানে দেশে নেই। জনগণের সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে এইসব জায়গায় কাজ করা জরুরি হয়ে পড়েছে।

ঙ. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান: বিনোদন কেন্দ্র, শিক্ষাঙ্গন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে প্রচলিত ও প্রাধান্যবিস্তারি উপাদান দিয়ে। এইসব ক্ষেত্রে কথিত আধুনিক, সেকুলার ও প্রগতিশীল চর্চার নামে মূলত বামধারা ও কলকাতাকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেই মুখ্যভাবে প্রদর্শন করা হয়। আসলে সবখানে বামধারার এজেন্টরাই এগুলো পরিচালনা করে পরিকল্পিতভাবে। ইসলামপন্থিদের সময় হয়েছে সার্বিক দিক পর্যলোচনা করে কর্মসূচি প্রণয়ণের।

চ. অনলাইন প্লাটফর্ম: বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম হলো অনলাইন প্লাটফর্ম। ইউটিউব, ফেসবুক ও বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্ম এখন সিনেমা, নাটক, গানসহ নানা ভিডিও কনটেন্টে ভরপুর। নেটফ্লিক্স, বায়োস্কোপ, আইফ্লিক্স, বাংলাফ্লিক্স, হৈচৈ, চরকিসহ নানা অ্যাপে আজকাল তুমুল জনপ্রিয় হয়েছে সিনেমা ও ওয়েব সিরিজ। এমন কি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি না দিয়ে এইসব অনলাইন মাধ্যমে সরাসরি নতুন ছবি মুক্তি দেয়া হচ্ছে। সাটেলাইট টিভি ও সিনেমা হলের একচেটিয়া আধিপত্য থেকে এ-মাধ্যম মুক্তি দিলেও অধিকাংশ আইটেম যৌন আবেদন ও অশ্লীলতায় সয়লাব। এ অবস্থা থেকে সুস্থ ধারায় যেতে হলে প্রত্যেকটি মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর কনটেন্ট নির্মাণ এবং সেইসাথে মার্কেটিং করতে হবে। তুর্কি ড্রামা সিরিয়াল ও ইরানি ছবি যেভাবে জনপ্রিয় হয়েছে; সেভাবে বাংলা ভাষায় সেরা নির্মাণ ও মার্কেটিং করতে পারলে গুণগত পরিবর্তন সম্ভব।

৩

বর্তমান বাংলাদেশে যে-ধরনের সাংস্কৃতিক রাজনীতি আধিপত্য করছে সেটা প্রগতিশীল ও বাঙালি সংস্কৃতি নামে পরিচিত ও গর্বিত। অথচ এ-রকম সংস্কৃতির অস্তিত্ব সমাজে নেই। সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদের মতে, 'রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াও বাংলার জাতীয় কবি নন। বাংলার জাতীয় কবি নন এই সহজ কারণে যে, বাংলায় কোনও 'জাতি' নাই। আছে শুধু হিন্দু-মুসলমান দুইটা সম্প্রদায়। তিনি বাংলার জাতীয় কৃষ্টির প্রতীক নন এই সহজ কারণে যে এখানে কোনও জাতীয় কৃষ্টিই নাই। এখানে আছে দুইটা কৃষ্টি: একটা বাংগালী হিন্দু-কৃষ্টি, অপরটি বাংগালী মুসলিম-কৃষ্টি'। [বাংলাদেশের কালচার] এভাবে লেখক পরিষ্কার করেন বিষয়টি। অন্যদিকে ড. হাসান জামান মনে করেন- আমাদেরকে বাংলা ও পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি মন্থন করে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় সংস্কৃতির পরিচয় নির্মাণ করতে হবে। তাই আজ সময় হয়েছে বর্তমানে সংস্কৃতির বাহন হিসেবে যতগুলো মাধ্যম আছে সেগুলোকে ব্যবহার করে ঐতিহ্যবাহী, মৌলিক ও সময়োপযোগী সৃষ্টি করতে হবে যেন মুসলিম আত্মপরিচয় সমুন্নত হয় এবং মুসলিম মানস গঠিত হয়। একদিকে আত্মপরিচয়ের সংস্কৃতিচর্চা জোরদার করা; অন্যদিকে চলতি বিশ্বের উপযোগী মানসম্পন্ন নির্মাণের প্রতি দায়বদ্ধ হওয়া। তবেই উড়বে মুক্তির পতাকা; নিজস্ব সংস্কৃতির বিজয় কেতন।

> **বাংলাদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সংস্কৃতি প্রধানত ইসলামের শাশ্বত জীবনব্যবস্থার আলোকে নির্মিত; সেইসাথে ভাষা, খাদ্য, পোশাক, শিক্ষা, উৎপাদন ও বিনোদনসহ অনেক বিষয় আবহমান বাংলার স্থানীয় সংস্কৃতি থেকে গৃহীত। তবে ইসলামের মৌলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়গুলো অধিকাংশ বর্জন করেছে জনগণ। স্থানীয় সংস্কৃতি আবার মুসলিম সংস্কৃতির সাথে সমন্বয় করেছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে। এভাবে কালের ধারায় আমাদের সাংস্কৃতিক ইমারত নির্মাণ হয়েছে ইসলামের প্রেরণায়। বর্তমানে বাংলাদেশে স্বৈরতান্ত্রিক ও কর্তৃত্ববাদী শাসনের মূলে পাশ্চাত্যে ও কলকাতায় নির্মিত সংস্কৃতির আগ্রসন ক্রিয়াশীল। ফলে দেশের মানুষের স্বাভাবিক বিকাশধারাকে প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। রাজনীতি ও রাষ্ট্রের দানবীয় ভূমিকার কারণে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, মানবিকতা ও নৈতিকতার পতন ঘটছে।**

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে মানুষের মাঝে নাভিশ্বাস উঠেছে

নূরুল ইসলাম বুলবুল

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর জননেতা নূরুল ইসলাম বুলবুল ৫ এপ্রিল ২০২২ মঙ্গলবার রাজধানীর হাজারীবাগ এলাকায় অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ইফতার ও সাহরির ফুড প্যাকেট বিতরণ করেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের হাজারীবাগ পশ্চিম থানার উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার ও সাহরির ফুড প্যাকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরীর দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি দেলওয়ার হোসাইন। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য ও হাজারীবাগ পশ্চিম থানার আমীর আব্দুর রহমান, থানা সেক্রেটারি মাহফুজ আলম সহ থানা কর্মপরিষদ সদস্য ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথি জননেতা নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, রোজার এই সময়ে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে মানুষের মাঝে নাভিশ্বাস উঠেছে। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে তেল গ্যাস সবকিছুর মূল্য আকাশচুম্বি। মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলে গেছে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী। এ অবস্থায় মানুষ রোজা পালনের জন্য জরুরি প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে সক্ষম হচ্ছে না। দেশের এই অসহনীয় অবস্থায় আমরা রাজপথে জনগণের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করছি। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অতিসত্বর দ্রব্যমূল্যের লাগাম টেনে ধরে বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং সকল জিনিসপত্রের দাম মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি।

নূরুল ইসলাম বুলবুল বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক একটি কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে। সেই কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ধারাবাহিকতায় আমরা যাবতীয় প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। সে লক্ষ্যে মানুষের পাশে থেকে জামায়াত কাজ করে যাচ্ছে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়েন তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য সহায়তা আমরা প্রদান করে আসছি। যারা অসহায় হয়ে পড়েন তাদের পাশে আমরা সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে পাশে থাকার চেষ্টা করি। এটা জামায়াতের চার দফা কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম কাজ। সমাজসেবা ও সমাজ সংস্কারমূলক একাজ দৃঢ়তার সাথে আমরা পরিচালনা করে যাচ্ছি। এই রমজানেও আমরা ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ এলাকায় বসবাসকারী অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ইফতার ও সাহরির ফুড প্যাকেট বিতরণের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যেই অসংখ্য মানুষের কাছে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা পৌছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং খুঁজে খুঁজে এসব মানুষের কাছে ইফতার ও সাহরির ফুড প্যাকেট পৌঁছানোর কাজ চলমান রয়েছে। আমরা বাংলাদেশকে সুখি ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি। যেখানে সকল নাগরিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি অসহায় মানুষের রোজা পালনে সহায়তার জন্য সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানান।

বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতায় মানুষ দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে

মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া ৮ এপ্রিল ২০২২ শুক্রবার রাজধানীর সবুজবাগ এলাকায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে নগরীর অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ইফতার ও সাহরির ফুড প্যাকেট বিতরণ করেন। জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সবুজবাগ দক্ষিণ থানার উদ্যোগে সাহরি ও ইফতার বিতরণ অনুষ্ঠানে থানা আমীর আবু মাহির সভাপতিত্বে এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন সবুজবাগ জোনের সহকারী পরিচালক আবু নাবিল, থানা সেক্রেটারি কামরুল হাসান রিপন, থানা কর্মপরিষদ সদস্য মাওলানা আনোয়ার হোসেই, নাসির উদ্দীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পবিত্র রমজান মাসেও দেশের মানুষ দুর্বিষহ জীবন যাপন করছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির ফলে অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষ সারাদিন সিয়াম সাধনার পরে সন্ধ্যা বেলায়ও পরিবারের মুখে সামান্য ইফতার তুলে দিতে পারছেনা। সারাদিন হাড়হাঙ্গা পরিশ্রম করেও দেশের এসব মানুষ আজ চরম আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছে। এসময় তাদের পাশে পর্যাপ্ত সহযোগিতা নিয়ে রাষ্ট্রের দাঁড়ানো উচিৎ ছিলো কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে এ ব্যাপারে সরকার সম্পুর্ণ উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছে। মুলত ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করায় জনগণের কাছে তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নাই। সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি ও লুটপাটের কারণে দেশ আজ নানাভাবে বিপর্যস্ত। এমতাবস্থায় অসহায় বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে একটি কল্যাণরাষ্ট্র গঠনের কোনো বিকল্প নেই। যেখানে মানুষ তার মৌলিক অধিকার ফিরে পাবে এবং মানবতার পাশে সকলে দাঁড়াবে।

মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া আরও বলেন, জামায়াতে ইসলামী এদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধ ও কল্যাণকর রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যবধি দেশের প্রতিটি দুর্যোগ ও সংকটে অসহায় মানুষের পাশে থেকে তাদের মানবিক সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমরা রাজধানীর সবুজবাগে অসহায় মানুষের দুর্দশা লাঘবে আমাদের সীমিত সামর্থ সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে এসেছি। আগামী দিনেও আমাদের এই কল্যাণকামী কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। ইনশাআল্লাহ। তিনি বৈষম্য ও শোষণ মুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে জামায়াতে ইসলামীর পতাকাতলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান।

কুরআনের নির্দেশনার আলোকে রাষ্ট্র পরিচালিত হলেই মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, রমজান মাস তাকওয়া অর্জনের মাস, এ মাসেই আমাদের নিজেদেরকে মুত্তাকি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মানুষ হিসেবে আমরা অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে পড়ে রয়েছি, এটা আল্লাহর কথা। এই ক্ষতি থেকে বাঁচতে আমাদেরকে অবশ্যই কুরআনের দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআনের নির্দেশনার আলোকে যখন ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে কেবল তখনই সব মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব হবে। খেলাফতের দায়িত্ব যারা পালন করেছেন তারাও এই নির্দেশ অনুসরণ করেছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর মনোনীত বিধান ইসলাম এবং প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সা. এর আদর্শই একমাত্র সঠিক পথ। তাই আমরা বলতে চাই দেশে যতদিন পর্যন্ত ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততদিন দেশের মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সম্ভব নয়।

তিনি ৭ এপ্রিল ২০২২ বৃহস্পতিবার রাজধানীর রমনা ও মতিঝিল এলাকায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ইফতার ও সাহরির ফুড প্যাকেট বিতরণকালে একথা বলেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে রমনা থানায় আয়োজিত অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ইফতার ও সাহরির ফুড প্যাকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগরী মজলিসে শুরা সদস্য আব্দুস সাত্তার সুমন, রমনা থানা সেক্রেটারি মো. আবু রায়হান, জামায়াত নেতা ফরহাদুর রহমান, গোলাম সামদানী, নুরে আলম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অপরদিকে মতিঝিল থানা উত্তর জামায়াতের উদ্যোগে আয়োজিত অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ইফতার ও সাহরির ফুড প্যাকেট বিতরণ অনুষ্ঠানে থানা আমীর এস. এম. শামসুল বারীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মতিঝিল জোনের সহকারী পরিচালক সৈয়দ সিরাজুল হক। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন থানা সেক্রেটারি মো. মোতাছিম বিল্লাহ, থানা কর্মপরিষদ সদস্য দেলোওয়ার হোসেইন সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. মাসুদ আরও বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এদেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক কাজ করার মাধ্যমে আমরা মূলত আল্লাহর ইবাদতের মাঝেই রয়েছি। আল্লাহ বান্দার সকল কর্মতৎপরতার মাধ্যমে আত্মসমর্পনকারী হিসেবে আমাদেরকে পেতে চান। সামগ্রিক কাজকর্মে আমার ব্যবসা, চাকরী সবকিছুর ভিতরে আল্লাহর গোলামী চলছে কিনা সেটা তিনি দেখতে চান। আমরা বাংলাদেশে সমৃদ্ধ ও কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি। যেখানে সকল নাগরিকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই লক্ষ্যে আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় তিনি জামায়াতে ইসলামীর ডাকে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহবান জানান।

তিনি আরও বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে ও সরকারকে সচেতন করতে আমরা মতিঝিলের শাপলা চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করেছিলাম। শান্তিপূর্ণ ভাবে মিছিল শেষে আমরা সকলে সেখান থেকে ফিরে এসেছি। অথচ পরের দিন রাজধানীর বিভিন্ন থানায় সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে জামায়াতের অসংখ্য নেতা-কর্মীর নামে অন্যায়ভাবে মামলা দায়ের করা হয়েছে। দ্রব্যমূল্যের এই অসহনীয় পরিস্থিতে আমরা রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোকে সচেতন করার চেষ্টা করেছি। এর পরিপ্রেক্ষিতে রমজান মাসেও আমাদের নেতাকর্মীদের বাসা-বাড়ীতে গিয়ে তাদেরকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হচ্ছে, যা খুবই অমানবিক। তিনি অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তির দাবী জানান। একইসাথে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করে জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান।

আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে অবস্থান মূলত ইসলাম ও দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

তথাকথিত গণকমিশন কর্তৃক দেশের শীর্ষ আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র গুলিস্তান ফুলবাড়িয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ। কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি জননেতা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি ১৭ই মে ২০২২ মঙ্গলবার রাজধানীর গুলিস্তান ফুলবাড়িয়া এলাকা থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এক প্রতিবাদ সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি যথাক্রমে এডভোকেট ড. মো. হেলাল উদ্দিন ও মু. দেলোয়ার হোসেন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি কামাল হোসাইন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা আব্দুস সালাম, আমিনুল ইসলাম, ড. মোবারক হোসাইন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগরী পূর্বের সভাপতি মু. আবুল খায়ের, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুল কাইউম মুরাদ, এছাড়াও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের বিভিন্ন থানা আমীর, সেক্রেটারি সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী সমাবেশে ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, তথাকথিত গণকমিশন কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে দেশের শীর্ষস্থানীয় ১১৬জন আলেম-ওলামাদের সম্পর্কে যেসব অশালীন মন্তব্য ও ধৃষ্টতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। দেশের বরেণ্য এসব আলেম-ওলামা ও মাশায়েখদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তারা মূলত ইসলাম ও দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক অপতৎপরতার আসল উদ্দেশ্য জনগণ জানতে চায়। ওয়াজ-মাহফিল দেশের হাজার বছরের সংস্কৃতি। ওয়াজ-মাহফিল শান্তি-সমৃদ্ধি, আদর্শ সমাজ গঠন ও সমাজসংস্কারের অন্যতম মাধ্যম। সমাজের সব অনাচার, অন্যায় ও ভুল থেকে ফিরিয়ে মানুষকে সৎ পথে ও কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে ওয়াজ মাহফিল।

এ সংস্কৃতি ধ্বংস করতে যারা কাজ করছেন, তারা আর যাই হোক দেশপ্রেমিক হতে পারেন না। সেই সাথে আমরা বলতে চাই মৌলবাদী তৎপরতা, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, অনিয়ম, দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের সাথে এদেশের আলেম-ওলামাদের কখনো কোনো সম্পর্ক ছিল না এবং এখনো নেই। দেশের আলেম সমাজ সর্বদাই দেশ ও জাতির পক্ষে। তাঁরা ঈমান, ইসলাম, ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ইসলামী সংস্কৃতির পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা বুঝতে পারছি, ইসলাম ও ওলামা-মাশায়েখদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও আশকারায় একশ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহল শ্বেতপত্র প্রকাশ করেছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশের তৌহিদী জনগণকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

ড. মাসুদ বলেন, দেশে আইন-আদালত থাকতে গণকমিশন গঠন করা দেশের সংবিধান বিরোধি কর্মকাণ্ড, নাকি দেশের সংবিধান কোন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা দলের এক কেন্দ্রীক সম্পদ? দেশের ১১৬ জন ওলামায়ে-কেরামের তালিকা করে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) দেওয়ার এখতিয়ার এই কমিশনের নেই। যারা তালিকা তৈরি করেছেন, তারা নিজেরাই বিভিন্ন অন্যায় অপরাধে অপরাধী ও নিজ পরিবার হতেই তিরস্কৃত। আমরা বুঝতে পারছি দেশবিরোধি একটি চক্র দেশকে অস্থিতিশীল করতে তথাকথিত ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সমন্বয়ে গঠিত গণকমিশনের নামে নতুন চক্রান্তে মেতেছে। এমতাবস্থায় ইসলামপ্রিয় দেশপ্রেমিক জনগণকে নীরব বসে থাকলে চলবে না। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ষড়যন্ত্র ও অপতৎপরতা রুখে দিতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান আওয়ামী সরকার রাতের আঁধারে ভোট ডাকাতি করে ক্ষমতায় এসেছে এজন্যই দেশের জনগণের প্রতি তাদের কোনো ভালবাসা নেই। দেশের এমন নাজুক পরিস্থিতির মধ্যেও সরকার বিরোধি দল মত দমন করার মত হঠকারী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত হচ্ছে না। বরং ধারাবাহিক ভাবে সারাদেশে জামায়াত-শিবিরের অসংখ্য নেতাকর্মীকে গ্রেফতার, হয়রানী, মিথ্যা মামলা দিয়ে, কারাগারে আটক রেখে আবারো দেশে ভোট ডাকাতির পরিবেশ তৈরি করছে। আমরা সাধারণ মানুষের পক্ষে দাবি জানিয়ে বলতে চাই, এসব মিথ্যা মামলা, হামলা, অপরাজনীতি বন্ধ করুন। তিনি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ এই সরকারকে ব্যর্থতার দায়ভার নিয়ে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব অটুট রাখার প্রয়োজনে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক কেয়ারটেকার সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্থান্তর করে আগামী জাতীয় নির্বাচনে সুস্থ পরিবেশ তৈরি করতে আহ্বান জানান। অন্যথায় শ্রীলংকার রাজা পাকসে সরকারের পরিণতি বরণ করতে হবে বলে সতর্ক করেন। তিনি এই অবৈধ সরকারের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের উদাত্ত আহ্বান জানান।

> **“তথাকথিত গণকমিশন কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে দেশের শীর্ষস্থানীয় ১১৬জন আলেম-ওলামাদের সম্পর্কে যেসব অশালীন মন্তব্য ও ধৃষ্টতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, আমরা তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। দেশের বরেণ্য এসব আলেম-ওলামা ও মাশায়েখদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তারা মূলত ইসলাম ও দেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক অপতৎপরতার আসল উদ্দেশ্য জনগণ জানতে চায়। ওয়াজ-মাহফিল দেশের হাজার বছরের সংস্কৃতি। ওয়াজ-মাহফিল শান্তি-সমৃদ্ধি, আদর্শ সমাজ গঠন ও সমাজসংস্কারের অন্যতম মাধ্যম। সমাজের সব অনাচার, অন্যায় ও ভুল থেকে ফিরিয়ে মানুষকে সৎ পথে ও কল্যাণের পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে ওয়াজ মাহফিল।”**

সরকার দ্রব্যমূল্য নিয়ে জনগণের সঙ্গে প্রহসন করছে

মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া

সাধারণ মানুষের যখন নাভিশ্বাস উঠেছে সে সময় ভোজ্য তেলের মূল্য বৃদ্ধি করে সরকার জনগণের সঙ্গে প্রহসন করছে। এই সরকার বিনাভোটের অনির্বাচিত সরকার, ফলে জনগণের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। আমরা বলতে চাই, ভোজ্য তেল, চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য প্রত্যাহার করে জনগণের দুর্ভোগ নিয়ে তামাশা বন্ধ করুন। অন্যথায় জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবে। ক্ষমতাসীন দল আবারও প্রহসনের নির্বাচন আয়োজনের ব্যবস্থা করছে। আমরা বলতে চাই, দেশকে কঠিন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেবেন না। জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী নির্দলীয় কেয়ারটেকার সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টি করুন। তিনি জনগণকে নিজেদের অধিকার আদায়ে রাজপথে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখার উদাত্ত আহ্বান জানান।

ভোজ্য তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ। ১২ মে ২০২২ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর জননেতা মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়ার নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে এক প্রতিবাদ সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি যথাক্রমে এডভোকেট ড. মো. হেলাল উদ্দিন ও মু. দেলোয়ার হোসেন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি যথাক্রমে কামাল হোসাইন ও ড. আব্দুল মান্নান, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা হাফিজুর রহমান, আমিনুল ইসলাম, ইসলামী ছাত্রশিবিরের ঢাকা মহানগরী পূর্বের সভাপতি মু. আবুল খায়ের, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আব্দুল কাইউম মুরাদ, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াতের বিভিন্ন থানা আমীরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী প্রতিবাদ সমাবেশে মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া বলেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে

তিন আরও বলেন, সরকারের মন্ত্রীরা একেক সময় একেক রকম বক্তব্য দিয়ে জাতিকে বিভ্রান্ত করছেন। তারা দম্ভোক্তি করে বলছেন, সাধারণ মানুষের নাকি ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে গেছে। আমরা দেখেছি, যারা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা ও অব্যবস্থাপনায় শেয়ার বাজার লুট করেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা লুট করে কানাডায় বেগম পাড়া বানিয়েছেন, শুধুমাত্র তাদেরই ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। আমরা সরকারকে অবহিত করতে চাই, শ্রীলংকা আমাদের থেকে বেশি দূরে নয়, সে দেশের করুণ পরিণতির চিত্র দেখে শিক্ষাগ্রহণ করুন। অন্যথায় দেশের জনগণ আপনাদেরকেও টেনে-হিচড়ে ক্ষমতার মসনদ থেকে নামতে বাধ্য করবে।

দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত সরকারের কোনো বিকল্প নেই

ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি জননেতা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, সরকারের লাগামহীন দুর্নীতি, অনিয়ম ও সিন্ডিকেটের কারণেই দেশে নিত্যপণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়েছে। চাল, ডাল, তেল, পেঁয়াজসহ সবকিছুতেই অগ্নিমূল্যের ফলে জনদুর্ভোগ এখন চরমে উঠেছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারের কার্যত কোনো পদক্ষেপ নেই। এসব অনিয়মের সাথে সরকার সংশ্লিষ্টরা জড়িত থাকার কারণেই সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না। চরম অব্যবস্থাপনার ফলে বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের ব্যর্থতায় দেশে এখন নিরব দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিনা ভোটের অনির্বাচিত সরকারের কাছে দেশের মানুষের জন্য কোনো দায়বদ্ধতা নেই। দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচিত জনগণের সরকারের কোনো বিকল্প নেই।

তিনি ১০ মার্চ ২০২২ বৃহস্পতিবার রাজধানীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ আয়োজিত চাল, ডাল, তেল পেঁয়াজসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে এসব কথা বলেন। বিক্ষোভ মিছিলটি রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র মতিঝিলের শাপলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ইত্তেফাক মোড়ে এক সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। জননেতা ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহঃ সেক্রেটারি মুহা. দেলাওয়ার হোসেইন, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক মোকাররম হোসাইন খান ও শামছুর রহমান, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য কামাল হোসাইন, আব্দুস সালাম, ড. আব্দুল মান্নান প্রমুখসহ বিভিন্ন থানা জামায়াতের আমীর ও সেক্রেটারিবৃন্দ।

মিছিলোত্তর সমাবেশে ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ আরও বলেন, সরকার বাংলাদেশের গণমানুষের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি করোনা সংকট পরবর্তী সময়ে মানুষ যখন আর্থিকভাবে বিপদগ্রস্ত অন্যদিকে তখনই দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বমূখী হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপনের নিশ্চিত করার পরিবর্তে বিরোধী দল-মতের ব্যক্তিদের দমন পিড়ন করতে ব্যস্ত রয়েছে। সরকারি দলের লোকজন ও তাদের মদদপুষ্ট ব্যক্তিদের কারসাজিতেই নিত্যপণ্যের মুল্য লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই সুদ, ঘুষ, দুর্ণীতিতে নিমজ্জিত এই সরকার মানুষের ন্যায্য কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। কারণ তারা বিনাভোটের অনির্বাচিত সরকার। তাদের কাছে দেশের মানুষের জন্য কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

তিনি আরও বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেবল তখনই মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করার নিশ্চয়তা পাবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকারের সকল জুলুম অত্যাচার সত্বেও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে, আগামীতেও করবে ইনশাআল্লাহ। যারা মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের পরিবর্তে নতুন করে আরও সমস্যা চাপিয়ে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তিনি সরকারের সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে এদেশের মানুষকে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলার উদাত্ত আহবান জানান।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে হবে

ড. হেলাল উদ্দিন

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের ডেমরা থানা। কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট ড. মো: হেলাল উদ্দিনের নেতৃত্বে ২৭ মার্চ ২০২২ রবিবার সকালে বিক্ষোভ মিছিলটি রাজধানীর ডেমরা-কোনোপাড়া মোড় থেকে শুরু হয়ে আশেপাশের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে এক প্রতিবাদ সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের কর্মপরিষদ সদস্য আবু ওয়াফি, মহানগরী দক্ষিণের মজলিশে শূরা সদস্য এম আলী, আবু মিদহাত, কে এম এম হুসাইন সহ ডেমরা থানার বিভিন্ন পর্যায়ের জামায়াত নেতৃবৃন্দ।

বিক্ষোভ মিছিল প্রতিবাদ সমাবেশে অ্যাডভোকেট ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন বলেন, দেশে সরকার থাকার পরও কেন দ্রব্যমূল্য বার বার ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে, জনগণের কাছে তার সঠিক জবাব দিতে হবে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার ১০ টাকা কেজি চাল দিতে চেয়েছিল অথচ তা আজ বেড়ে ৭০ টাকায় পৌঁছেছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার শুরুতেও তেলের দাম লিটার প্রতি ১০০ টাকার নিচে ছিলো কিন্তু সে তেল আজ প্রায় ২০০ টাকায় আমরা জনগণ ক্রয় করে খাচ্ছি কেন? আমরা বলতে চাই সরকারের খাম খেয়ালী হঠকারি সিদ্ধান্ত ও ব্যর্থতার কারণেই দেশের সার্বিক মূল্য পরিস্থিতির বড় ধরনের অবনতি হয়েছে। চাল, ডাল, পেয়াজ, তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্য সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে।

তিনি আরও বলেন, এর একটাই সমাধান তা হচ্ছে সকল ব্যর্থতার দায় নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ সরকারকে জনগণের কাছে পদত্যাগ করতে হবে। অথচ গণবিচ্ছিন্ন এই সরকার নিজেদের অবৈধ ক্ষমতাকে দীর্ঘায়িত করতেই ব্যস্ত। এমতাবস্থায় জনগণ নীরব বসে থাকলে চলবে না। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তাদের পতন ঘটানোর মাধ্যমে জনগণের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে হবে। তিনি এই অবৈধ সরকারের হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালনের উদাত্ব আহবান জানান।

অধ্যক্ষ আব্দুল খালেকের ফাঁসির রায় ঘোষণার প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ সরকারের ফরমায়েশি ও ন্যায়ভ্রষ্ট রায় জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন

দেলাওয়ার হোসেন

বর্তমান ক্ষমতাসীন অবৈধ সরকার সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলা দিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) অধ্যক্ষ আব্দুল খালেক এর বিরুদ্ধে ন্যায়ভ্রষ্ট ফাঁসির রায় ঘোষণার প্রতিবাদে রাজধানীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ।

কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি মুহা. দেলাওয়ার হোসেন এর নেতৃত্বে ২৪ মার্চ ২০২২ বৃহস্পতিবার সকালে বিক্ষোভ মিছিলটি রাজধানীর পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজার মোড় থেকে শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারী কামাল হোসাইন, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের মজলিশে শুরা সদস্য এস এম আহসান উল্লাহ, কামরুল আহসান হাসান, মতিউর রহমান, মোতাছিম বিল্লাহ সহ জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

মুহা. দেলাওয়ার হোসেন বলেন, দেশের জনগণ লক্ষ্য করেছে বর্তমান ক্ষমতাসীন অবৈধ সরকার আদালতকে ব্যবহার করে জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে মানবতাবিরোধী কথিত অপরাধের মামলায় সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ফাঁসির রায় দিয়ে হত্যা করেছে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই জামায়াতে ইসলামীর মত একটি দেশপ্রেমিক আদর্শিক সংগঠনকে নেতৃত্ব শূন্য করা। দেশের মানুষ এখন পরিষ্কারভাবে তা বুঝে গেছে। এটা দেশের বিরুদ্ধে এক গভীর ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ। ফলে সরকারের ফরমায়েশি ও ন্যায়ভ্রষ্ট রায় জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। জামায়াত নেতা কর্মীদের গ্রেফতার, মামলা, ফাঁসি দিয়ে, হত্যা করে এই আদর্শবাদী সংগঠনকে শেষ করা যাবে না। আজ সেই একইপদ্ধতিতে সাতক্ষীরার গণমানুষের নেতা সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) অধ্যক্ষ আব্দুল খালেককে হত্যার জন্য সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে ফাঁসির ন্যায়ভ্রষ্ট রায় প্রদান করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাই।

তিনি আরও বলেন, আমরা ক্ষমতাসীন সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, অবিলম্বে এইসব মিথ্যা প্রহসনের মামলা প্রত্যাহার করে অধ্যক্ষ আব্দুল খালেক, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, এটিএম আজহারুল ইসলাম সহ সকল নিরাপরাধ রাজবন্দী জামায়াত নেতৃবৃন্দের মুক্তি প্রদান করুন। সেইসাথে দেশের মানুষের বাক স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়ে সকল প্রকার অন্যায় কর্মকাণ্ড বন্ধ করুন অন্যথায় দেশের জনগণ আপনাদেরকে চূড়ান্তভাবে বিদায় করতে রাজপথে নেমে আসবে। দেশপ্রেমিক জনগণ এই জুলুমের অবসান ঘটিয়েই ঘরে ফিরবে ইনশাআল্লাহ।

রমজান মাসের পবিত্রতা রক্ষা এবং তাক্ওয়ার ভিত্তিতে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার আহবান জানিয়ে বিবৃতি প্রদান করেছে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর জননেতা নূরুল ইসলাম বুলবুল এবং কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ রাজধানী ঢাকা নগরবাসীর প্রতি পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা, এই মাসের পবিত্রতা রক্ষা এবং তাক্ওয়ার ভিত্তিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার আহবান জানিয়ে ৩০ এপ্রিল ২০২২ যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন।

যৌথ বিবৃতিতে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াত নেতৃবৃন্দ বলেন, পবিত্র রমজান মাস কুরআন নাজিলের মাস। বদর যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের মাস। কুরআন মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে কুরআনকে সঠিকভাবে জানা এবং সে অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যমেই সত্যিকার অর্থে পবিত্র রমজান মাসের হক আদায় করা হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের জন্য যে মন-মানসিকতা ও চরিত্রের প্রয়োজন, সেই মন ও চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ তায়ালা মাহে রমজান মাসে সিয়াম পালনকে আমাদের প্রতি ফরজ করেছেন। তাই পূর্ণ মর্যাদার সাথে ও পরিপূর্ণ হক আদায় করে মাসব্যাপী সিয়াম পালনের মাধ্যমে সে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার জন্য নগরবাসীর প্রতি আহবান জানান তারা।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, মুসলিম উম্মাহর তাক্ওয়া অর্জনের মাস হলো পবিত্র মাহে রমজান। রমজানের পবিত্রতা রক্ষা ও দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতির ফলে রোজা পালনে মানুষের খুব কষ্ট হবে। তাই এ মাসে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। প্রশাসন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের জোরালো দাবি, সিন্ডিকেট ও মজুতদারি বন্ধ করে দ্রব্যমূল্য সকল শ্রেণির মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখুন। যাতে খেটেখাওয়া মানুষ দুই বেলা খেয়ে সিয়াম সাধনা করতে পারে। সাথে সাথে মানুষের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আইনশৃঙ্খলার উন্নতিসাধন ও নগরীর পরিবহন যানজট রোধেরও আহবান জানান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ উল্লেখ করেন, দেশে বিরোধীদল ও মতের প্রতি সরকার দমন নিপীড়ন অব্যাহত রেখেছে। নেতৃবৃন্দ ঈদের পূর্বেই পবিত্র রমাজানে কারাবন্দী বিশ্বনন্দিত মুফাসসিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, এটিএম আজহারুল ইসলাম সহ সকল জামায়াত নেতৃবৃন্দ ও দেশবরেণ্য কারাবন্দি সকল আলেম ওলামাদের এবং বিরোধী দলের নিরপরাধ নেতা-কর্মীকে মুক্তি দেওয়ার উদাত্ত আহবান জানান।

এছাড়াও নেতৃবৃন্দ মাহে রমজানের পবিত্রতা রক্ষায় সকলের কাছে নিম্নোক্ত আহ্বান জানান, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালা মদকে হারাম করেছেন। কোনো ভালো লোক মদ্যপ হতে পারে না এবং এটাকে সমর্থনও করতে পারে না। মদকে বৈধতা দেওয়ার যে পাঁয়তারা চলছে তা সাধারণ জনগণ মেনে নেবে না। অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন।

বিশ্বের অন্যান্য দেশে রমজান আসলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়, কমে যায়। আর বাংলাদেশে রমজান এলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। এদেশের সরকার দুষ্টের দমন না করে জনগণের দুঃখ না বুঝে সাধারণ মানুষের উপর জুলুম চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা পবিত্র রমজানে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকারে প্রতি আহবান জানাই। সেই সাথে রমজানে দিনের বেলা পানাহার থেকে বিরত থেকে পবিত্র রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করি। সে জন্য দিনের বেলা সকল রেস্তোরা-হোটেল বন্ধ রাখি। সকলে পবিত্র রমজানে রোজা রেখে আল্লাহ পাকের হুকুম পালন করি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘এ মাসের প্রথম অংশ রহমতের, মধ্যবর্তী অংশ মাগফিরাতের ও শেষ অংশ জাহান্নাম থেকে নাজাতের। এ মাসের শেষ দশ দিনের মধ্যে রয়েছে পবিত্র লাইলাতুল ক্বদর নামে একটি বরকতময় মহিমান্বিত রাত যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। এ মাসে একটি ফরজ কাজ অন্য মাসের ৭০টি ফরজের সমতুল্য। আর একটি নফল কাজ একটি ফরজ কাজের সমান সওয়াব পাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। এ মাস তাকওয়া ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীলতার মাস’।

সম্প্রতি রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। প্রায় প্রতিদিনই রাস্তা-ঘাটে, বাসা-বাড়িতে খুন, ডাকাতি, চুরি ও ছিনতাইয়ের শিকার হচ্ছে মানুষ। অপরদিকে নিয়ন্ত্রণহীন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। টিসিবির ট্রাক থেকে সাধারণ মানুষকে মধ্যরাত থেকে লাইন ধরে দ্রব্যসামগ্রী কিনতে দেখা যায়। নিম্ন আয়ের মানুষ ক্রয়ক্ষমতা হারিয়ে অতিকষ্টে জীবন-যাপন করছে। অনেকে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন পার করছে। এসব অসহায় মানুষের পাশে সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়ানোর জন্য আমরা বিত্তবানদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

“

রমজান মাস কুরআন নাজিলের মাস। বদর যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়ের মাস। কুরআন মানবজাতির প্রতি আল্লাহ তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। পবিত্র কুরআন অধ্যয়নের মাধ্যমে কুরআনকে সঠিকভাবে জানা এবং সে অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মাধ্যমেই সত্যিকার অর্থে পবিত্র রমজান মাসের হক আদায় করা হবে। নেতৃবৃন্দ বলেন, কুরআন থেকে হেদায়াত লাভের জন্য যে মন-মানসিকতা ও চরিত্রের প্রয়োজন, সেই মন ও চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যেই মহান আল্লাহ তায়ালা মাহে রমজান মাসে সিয়াম পালনকে আমাদের প্রতি ফরজ করেছেন। তাই পূর্ণ মর্যাদার সাথে ও পরিপূর্ণ হক আদায় করে মাসব্যাপী সিয়াম পালনের মাধ্যমে সে লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হওয়ার জন্য নগরবাসীর প্রতি আহবান জানান।

”

শোক বার্তা

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকালে ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ জামায়াতের শোক বাণীসমূহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণ-মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে

১. ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. আমিনুল ইসলাম মুকুলের ছোট ভাই, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিশু-কিশোর সংগঠক, হোমটেক বিল্ডার্সের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ইঞ্জিনিয়ার এম আজিজুল ইসলামের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ।

২. জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের খিলগাঁও দক্ষিণ থানার রুকন মু. আব্দুল কুদ্দুসের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ।

৩. বি.আর.ই.এল এর ঢাকা শাখার সাবেক সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রুকন এস এম আমিনুর রহমানের ইন্তেকালে শোক প্রকাশ।

৪. পল্টন থানার সাবেক নায়েবে আমীর ও সাবেক সেক্রেটারি, বর্তমান পল্টন থানা দক্ষিণের কর্মপরিষদ ও শূরা সদস্য শাহ মোস্তফা জামালের ইন্তেকালে শোক প্রকাশ।

৫. কলাবাগান পশ্চিম থানার মহিলা বিভাগীয় সহকারী সেক্রেটারি মারজানুন নাহার মুফতীর মাতার ইন্তেকালে শোক প্রকাশ।

৬. সাবেক অডিট কর্মকর্তা ও যাত্রাবাড়ী পূর্ব থানার রুকন আব্দুল কাদেরের সহধর্মিনীর ইন্তেকালে শোক প্রকাশ।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে আজ রাজধানীতে সবুজবাগ থানার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজধানীতে যাত্রাবাড়ী থানার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ।

চাল, ডাল, তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজধানীতে কোতয়ালী থানার বিক্ষোভ মিছিল।

চাল, ডাল, তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজধানীতে রমনা থানার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ।

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রাজধানীতে কদমতলী থানার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ।

কলাবাগান পশ্চিম থানার উদ্যোগে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে ঈদসামগ্রী বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া।

মতিঝিল দক্ষিণ থানার উদ্যোগে অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ইফতার ও সাহরির ফুড প্যাকেট বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ

ডেমরা থানা দক্ষিণের অগ্রসর কর্মী শিক্ষা শিবিরে বক্তব্য প্রদান করছেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি দেলাওয়ার হোসেন।

শাহবাগ পূর্ব থানার ওয়ার্ড দায়িত্বশীল সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করছেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর জননেতা নূরুল ইসলাম বুলবুল।

রাজধানীর মতিঝিল এলাকায় অস্বচ্ছল পরিবারের মাঝে ইফতার ও সাহরির ফুড প্যাকেট বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর মঞ্জুরুল ইসলাম ভূঁইয়া।

রাজধানীর কদমতলী এলাকায় অবহেলিত বস্তিবাসী স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের আমীর জননেতা নূরুল ইসলাম বুলবুল।

মাহে রমাদান উপলক্ষে মতিঝিল দক্ষিণ থানার উদ্যোগে কুরআন ও হাদীস বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ।

ডেমরা মধ্য থানার উদ্যোগে বিধবা মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর আব্দুস সবুর ফকির।

রাজধানীর ডেমরা এলাকায় অবহেলিত বস্তিবাসী স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ।

সবুজবাগ উত্তর থানার উদ্যোগে অসহায় দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করছেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সহকারী সেক্রেটারি এডভোকেট ড. হেলাল উদ্দিন।

যাত্রাবাড়ী পশ্চিম থানার অনলাইন সেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের নায়েবে আমীর আব্দুস সবুর ফকির।

প্রচার বিভাগ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ